পাখনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ডি এম লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা ৬

এক

'ও তুফানি! ও তুফানি—'

কাঠ-ফাটা রোদ। কাক-পক্ষীর পর্যন্ত রা নেই।

'দেখ দিকি—বাড়িতে মন টেঁকে না।' এই চোত-মাসের ধপ-রোদে কোথা গিয়ে হাজির হয়েছে। গোটা গাঁ এখন তুমি গরু-খোঁজা কর। আই একবার বাড়ি, তারপর তোর পিঠের ছাল তুলব তবে ছাড়ব।'

সন্তোষী ঘর-বার করতে লাগল।

'একটু হায়া নাই গো! এত বড় মেয়ে, একটু লজ্জা হয় না?'

ঘরে ঢুকে মুখিয়ে উঠল স্বামীর উপর: 'তুমি তো পড়ে-পড়ে ঘুমুচো। মেয়েটা কোথা? তার সাড়া নাই, শব্দ নাই। এই দুপুর রোদে দাপাতে-দাপাতে হাট থেকে এসে বাড়িতে একটু জলের পিতোশ নাই। এমন দুষমন পেটে ধরেছিলাম। এ্যাঁ, ছি ছি রে অদেষ্ট।'

পটু বায়েন ধুঁকতে-ধুঁকতে উঠে বসল। বললে, 'কি করব। আমার যদি ক্ষেমতা থাকবে তাহলে কি আমি চুপ করে বসে থাকি? বদ্দমান বাঁকড়ো সোনামুখী আসানসোল ঘুরে কাঁসার বেবসা করে এসেছি। এখন ঘুঘুর মত বসেছি। কি করব।'

খক-খক করে ক'টা পাঁজর-ভাঙা কাশি কেশে নামল তক্তাপোষ থেকে। এক ঘটি জল গড়িয়ে দিল।

গলা উঁচু করে ঢক ঢক করে জল খেল সন্তোষী। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। মুখ মুছলে। বললে, 'তোমার শরীর কাহিল, তোমাকে তো বলছি না। সে হারামজাদি গেল কোথায় ? ঘর-বাড়ি বন, যেন পালিঙ্কে বাড়ি। যমে নিলে নাকি ?'

'আমার নজর কম—কিন্তু—' ভয়ে ভয়ে বললে পটু : 'যম নিলেও লাশ তো মিলবে।'

'গোল-গোবর-ঢিপ—ওকে না পেয়ে আমি ছাড়ছি না।'

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল সন্তোষী।

'হ্যাঁ রে, দেখেছিস তুফনিকে ?'

যাকে কাছে পায় তাকেই জিগ্‌গেস করে।

'দেখেছিস ?'

জনে-জনে ঐ এক প্রশ্ন।

'ওগো—ঐ হোথা প্যানাদের দুয়োরে ঘুমুচে—'

হনহন করে এগিয়ে গেল সন্তোষী। সত্যিই তাই। প্যানাদের ঘরের দাওয়ায় মাটিতে কাপড় বিছিয়ে পিঠ খালি করে ঘুমুচ্ছে তুফানি। ঘুমুচ্ছে মানে গা-হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

'ও ঘুম! ও ঘুম! ওঠ ক্যানে।' সন্তোষী বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে বললে।

যাকে বলছে তার সাড়াও নাই ধারাও নাই। ঘুমে একেবারে নিটোল হয়ে আছে। নিশ্চল পাথর।

'ও পাথর! ও পাথর! ওঠ ক্যানে।' সন্তোষা আবার চিপটেন কাটল।

তবুও তুফানি নিবেট।

মাটির উপর একটা শুকনো ডাল পড়ে ছিল। তাই তুলে নিলে সন্তোষা। সট-সট করে তিন-চার ঘা বসিয়ে দিলে তুফানির পিঠে।

ঘুমের মধ্যে আচমকা মার খেয়ে আঁও-আঁও করে চেঁচিয়ে উঠল তুফানি। ধুড়মুড়িয়ে উঠে বসলো। খাটো আচলে ওদিক ঢাকতে যায় তো এদিক কুলোয় না।

'নিজের বাড়ি ঘুম আসে না! মন টেঁকে না। না? চৌদ্দ বছুরী, এখনো তোর হায়া হল না? বাশখাগী, একবাশ করে খাবে আর পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরবে! বারো দুয়োরে ঘুরতে বেশি রস!' বলেই আবার সট-সট।

'ক্যানে, বাড়ির কাজ করতে পারো না? এক পেছু গোবর আনতে পারো না? দুটি কাঠি-খড়ি দেখতে পারো না? চাঁক-জালি দিয়ে দুটি মাছ-কাঁকড়া ধরতে পারো না? চল, বাড়ি চল—' তুফানির হাত ধরে হেঁচকা টান মারল সন্তোষা।

যতই কান্নায় উথলে উঠুক, তুফানি উঠে দাঁড়াল।

ঠেলা দিতে-দিতে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল সন্তোষী।

বলতে-বলতে চলল : বল, পরের 'বাড়ি যাস ক্যানে ? পরের বাড়িতে যদি এত মধু, তবে সোয়ামির বাড়ি ছেড়ে এলি ক্যানে ? ভ্যাশলা জায়জাতা যখন হাতের লোহাগাছটা খুলে রেখে তাড়িয়ে দিলে তখন চলে এলি ক্যানে ? দোর কামড়ে পড়ে থাকলেই পাত্তিস।' বলে আরেক গোত্তা।

'তুই যদি বাড়ির কোনো কাজই করতে না পারিস তুই দূর হয়ে যা। ক্যানে, অত বড় মেয়ে থেকে ক্যানে কোনো কাজ হবে না ? লোকে ছেলে-পিলে নিয়ে দুঃখের ভাত সুখ করে খায়। আর, তুই পোড়ামুখি, আমার সুখের ভাতে ছাই দিচ্ছিস—'

বাড়িতে এসেও হিঁপে-হিঁপে কাঁদতে লাগল তুফানি।

'আমি মরে গেলে ত্যাল মরবে সমারি। লে, হাঁড়িতে ভাত আছে—দে আমাকে—দুটি খায়।'

তুফানির কান্না তবু থামে না।

'এই স্তাখ, কাঁদন থো। তোর কাঁদনের কিছু হয়নি। দে, ভাত দে।'

হঠাৎ কান্নার মাঝেই ঝিলিক দিয়ে উঠল তুফানি : 'ভাত আছে লাকি তাই দেবে।'

'সব ভাত খেয়েছিস ?'

তুফানির মুখে আর রা-বোল নেই।

'কে কে খেলি শুনি ?'

'বাবা আমি খুদু উদু সবাই খেয়েছি।'

এক মুহূর্ত কাঠ হয়ে রইল সন্তোষী। বললে, 'তরকারি পেলি কোথা ?'

'তরকারি লাগেনি। ঘরের একটা হাঁসের ডিম ভেজে দিইছি।'

রাগে যেন শরীর ছেড়ে গেল সন্তোষীর। বললে, 'সমাই যখন খেলি তখন কই আমার ভাবনা ভাবিসনি ? আমি যে সেই ভোরে গিয়ে ধূপ-রোদে বাড়ি এলাম, আমি এখন খাব কি ? না, আমার খিদে নাই, না, আমি মানুষ লই ? ও মিনসেও খেয়েছে ?'

'খাব না ক্যানে ?' পটু বললে ধুঁকতে-ধুকতে, 'খাটবার হুরং আছে বলে তোরই একলার শুধু খিদে পায় ? আমি যদ্দিন খটেছি খাসনি হাবাতের মত ? এখন দয়া করে দেয় নুন, ভাত মারো তিন গুণ।'

ওদিকে না গিয়ে সন্তোষী এগিয়ে গেল তুফানির দিকে: 'ভাত যদি খেলি, তা বেশ, দুটি চাল ভেজে থুলিনে ক্যানে ? তুমি এ কাঁচা কাঠ ? নিজের পেটের জ্বলন খুব বোঝো। লয় ?'

তুফানি গোঁজ হয়ে রইল। মনে-মনে মজা দেখতে লাগল। কেমন, মারো, মারো আরো আমাকে!

'কি হালে দিন চলচে কেও শোধায় না। সব পিণ্ডি গিলতে উস্তাদ। আমি কোথা থেকে যোগাব ? গাঁয়ের ডাক-হাঁক নাই, কোথায় যাওয়া-আসা নাই। তার উপরে এই আবার আমার ভোজনের জুত! ঝাঁটার বাড়িতে বাড়ি ছাড়া করব।' তুফানির

গায়ে এক ঠেলা মারল সন্তোষী : 'এখুনি চাল ভেজে দিবি তবে ছাড়ব।'

'আমি পারব না।' তুফানি ঘাড়ে ঝাড়া মারল। 'তু আমাকে মেলি ক্যানে ? আমাকে সট-সট বসিযে দিলি। আমাকে বাজে না ? এই ছাখ দিখি কেমন দাগ পড়েছে।'

'এখন দাগ থো। শিগগির ভেজে দে, নইলে তোর আজ নিস্তার নাই।'

'আমি পারব না। পারব না।' ঘাড় শক্ত করে আঁট হয়ে রইল তুফানি।

হাতের শুকনো ডালটা কাছেই ছিল। তাই তুলে নিয়ে দু-তিন ছড়ি আবার বসিয়ে দিল সন্তোষী।

অমনি আঁও-আঁও করে রাক্ষুসে চীৎকার তুলে তুফানি বাড়ি থেকে ছুটে পালাল।

'হাঁ গো, কি হল ? কি হল ? ব্যপার কি ?'

পাড়ার কাকি-মাসিমারা ভিড় করলে ক্রমে-ক্রমে।

'শোনো গো কাকি শোনো—' সন্তোষী মেয়ের বেচ্ছা-কেত্তন সুরু করলে। অনেকক্ষণ লাগবে মনে করে সেই সঙ্গে নিজের চুলও বাঁধতে বসল। শেষ নাগাদ বললে, 'ওকে আজ ভাত দেব না। বাড়ি ঢুকতে দেব না। ও কি কাঁচা খুঁকি ? ভাত-বেঁধা ঘোচোন ? বাড়ির একটি কাজ করবে না, কুটোটি কেটে দুখান করবে না। আবার মুখের মাজে দাঁত কটা দেখ ক্যানে, মাথায়

তো উকুনে উড়লি-ঝুড়লি! নিকি থিকথিক করছে। ওর মত কাব ছেলে আছে বলো দেখিনি! উঃ, মরুক,মরুক, বেরিয়ে যাক, মোছলমানে যাক—'

পাড়ার মেয়েরা ধুয়ো ধরল: ওঃ ছিঃ, ওঃ ছিঃ, ও কি কাজ! ওকি কথা! ওরে, ওর সেঙা দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দে। সে নফরা তিন্দুষে ব্যাটা তো আর লিলে না—'

'আর বোলো না মামি, সেই বেইমান হারামীর কথা আর বোলো না।' অন্য রকম সুর ধরল সন্তোষী: 'সোকালে পুষিলাম কাগ ঘেণ্ড-মড় দিয়ে, আকালে পালালো কাগ প্যাটের দোষ দিয়ে। ধান গেল, আকাল গেল, চার-চারটে বছর উৎরে গেল। সাড়া নাই শব্দ নাই। হুঁস নাই হুজুক নাই। আমার দুধের ছেলে তুই দুষলি-পুষলি না। খেতে দিলি না, কাপড় দিলি না। উলটে খাড়িয়ে দিলি। সেঙা-নিকে যা দেব মামি, এক গাছের ছাল কি আরেক গাছে লাগবে?'

'স্বামী লেবে কি করে?' সুরনির নতুন বিয়ে হয়েছে, সে ফোড়ন দিল: 'ওর গায়ের গন্ধে ভূত পালায়—'

'অত বড় ধুমড়ি মেয়ে এক পেছে গোবর আনতে পারে না গা, দু'ঘরে ধান ভানতে পারে না? এ কি অনাছিষ্টি কথা!' ভারিক্কি মতন কে আরেকজন তাল ধরল: 'বাপের তো আর ওজগার নেই যে সব সুড়ুক-ভুড়ুক চলবে! এক তো মায়ের উপর নেরভর—তা মার দেহেই বা তাগদ কত!'

'আবাব চ্যাচানি দেখিস! বাবাঃ, লিজের মায়েই তো মেরেছে। ক্যানে, মাকে দুটি খেতে দিতে পারবিনে? উলটে আবার ভাতগুলো সব খেয়েছিস। ও মাগী এখন কি খায়? খিদেয় জ্বলে মল—'

'যা যা দুটো কিছু খা গা। বেলা ঢলকে গেল। যে প্যাটে ছেলে ধবেছিস সে প্যাট অল্পে ভবে না—তাতো জানি, কিন্তু কি কববি বল, এটা প্যাটেব ছেলে লয়, এটা শত্তুব—'

'এমন টিপিব মাকাল মেয়ে তো কই দেখিনি বাপেব বযসে। ছুঁড়ির আকাব-পেকার দেখে মাইরি বিছু ভালো লাগে না। সোযামী কি আর সাধে লেয়নি?'

'সমাবি চোখের বিষ ও। ওকে কেও দেখতে পাবে না। ওই তাকাচে ছাখ—মিচকেমুখী, ভুসকুমবী—'

বাডির কানাচেই বসে ছিল তুফানি। হঠাৎ তেডে এল। বললে, 'তোদের আমি কি কবেছি, সমাই মিলে নেগেছিস? তোদের বাবাব খায় না পবি? আমি বাডিব কাজ কবি না, তোবা সব করে দিয়ে যাস? সবাই মিলে নেগেছে!'

'চুপ কব উনুনমুখি।' সন্তোষীব আবাব সুব বদলাল: 'চুপ কর বুলছি। আবাব ঠুঁকবো।'

'এবার মাবলে তোমাবেও বসাব।' তুফানি দুই কোমবে হাত বাখল।

'এই দেখ!' কাশিব ঝোঁক সামলে পটু বায়েন বললে, 'বেশি

ভালো ভালো লয়। মারবি কি কত্তে? ঝাঁকিয়ে হাট বসাচ্ছিস ক্যানে? বাজারে দুচার পয়সার কিছু কিনে খেতে পারবনি? কি আমার বুদ্ধি রে! ঘরে যা আছে তাই খা। নাই আছে তো নাই খা। দোপর বেলায় কেডামাতুনি জুড়ে দিয়েছে। ছেলের উপরে রোখ! বলি, প্যাটে যখন জায়গা দেছ তখন যেমন করে হোক হাঁড়িতেও জায়গা দিতে হবে। যত সব—'

ধমক খেয়ে পাড়ার মেয়েরা সটকান দিলে। শুধু সুবনি যাবার সময় তুফানিকে উদ্দেশ করে গলা নামিয়ে বললে, 'এত ঠ্যাঙা-লাথি খেয়েও বেঁচে আছিস? মারে কি তোর ভাতাসি লাগে না?'

দুই

সন্তোষীদের একটা হাঁস চুরি গিয়েছে।

শিবে মুচি নিয়েছে এই সন্তোষীর ধারণা। তাই শিবেকে উদ্দেশ করে মনের সুখে গালি-গালাজ দিচ্ছে: 'আগু বলে দিলাম ঠাঁই, শেষে দেখি ফর্দা ফাই। বাড়ির ঘসি তো ঘসি, কাঠ তো কাঠ, হামখোদায় নিয়ে যেয়ে পোড়াচে। আমি কিছু বলি না। এমন চোর, এমন ধম্মনাশা। শূল হবে, মহাবেয়াধি হবে, পেট ধরে-ধরে বেড়াবি। আই দাঁড়া। বাবুদের কাছে তাকে গুণকার না লাগিয়ে ছাড়বো না।'

শিবে মুচি তড়ে এল: হা লা ভেবেনি, তু আমাকে দোষাস? তোর হাস আমি খেঙেছি, তখন তু ধরলি না? দেখিসনি শুনিসনি, খামোকা আমাকে চোর সাজাচ্ছিস। চাটিয়ে সোমান করব, সুড়সুড়ি মেরে দেব। আমার বাড়ির সীমেনায় যদি একটা পাখা দেখাতে পারিস তো তোকে পঞ্চাশ টাকা দেব। এ-পাড়া ও-পাড়ার লোক বলুক দেখি কে দেখেছে—মংস আন্নার গন্ধ কেউ পেত না? বাবুদের কাছে লালিশ করবে? কি এমন তোর রূপের ছিরি যে তোর চেহেরা দেখে একবারকি মোহিত হয়ে যাবে। চ না দেখি—'

'হারে ও কোটনা। তু তো পাড়ার নোকের হাঁস

তাড়াস। আর বছরে ক্ষান্তমনির একটা হাঁস খেয়েছিলি। বোস, তোর ব্যাটার মাথায় হাত দিও, বোল দেখি—দেখি কেমন ক্ষেমতা। তুমি চুরি ভেন্ন থাকো না। যখন তোর হাঁড়ি চড়েনা তখন তু চুরির ফিকির খুঁজিস। চিনিনা তুকে? ছোটলোক মিন্সে গতর খাটাবেনা, চুপ করে ঘুঘুর মত বসে থাকবে আর লোকের চুরি করবে--'

শিবের মুখও কামাই যাবার নয়। সে বললে, 'হা টে শালি, আমি বসে থাকি, আর তু আমাকে খেতে দিস? ঝগড়া করা লাড়ি গাজ আমার শিউরে উঠেছে। ইঁদুরে মাটি না কাটলে ইঁদুরের দাঁত মাথা ফুটে ওঠে। চালের তাড়ির সময় খোসামোদ করিস না—একটু দে রে একটু দে রে—এবার চাইতে আসিস, মুখে ঢেলে দেব। রূপ দেখে ভূত আপনি পালায়, কেঁদে ভাসায় ঢেঁড়া তালায়।'

'তোর চেহরায় ছাবর জ্বলে, না রে বাঁশচাপা? চাল চাইতে যাস আমার বাড়ি, মুখে ঝাটার বাড়ি মারব। তার আগে চ দেখি বাবুদের ঠেয়ে, বিচার হয় কিনা—'

ধর্মরাজতলায় পঞ্চ ভাদ্রের বৈঠক বসে। গাঁয়ের মাথার লোক সকলে। সে দরবারে গিয়ে নালিশ করল সন্তোষী।

ডাক হলো শিবে মুচির।

'হাঁ রে, ওর হাঁস খেয়েছিস তুই?' যামিনী ভটচাজ প্রশ্ন করলেন।

শিবে বললে, 'হুজুব, আজ তিন দিন থেকে অসুখে বাঁচি না। কোন কাজকম্ম কবতে পাবিনি—পাডাব কেও বলতে পাবে হুজুর? পাডার হাঁস সব থাকলো, আব ওব হাঁস নাই। শেয়ালে খেলে আমি কি কববো।'

'হুজুর, ওব মতো বদ্‌জাত গেরামে নাই। হাস ও ভেন্ন কেও খায়নি।' সন্তোষী ঝামটা মেবে উঠলো: 'মুনিষ বলো, কিছু বলো, ও কিছু কববেনা। ওর চলে কি কবে?'

'সত্যিই তো, তু তো কুড়ে।' কবালী মুখুজ্জে সায দিলেন: 'খাটতে পারিসনে—'

'খাটি বই কি। আমি কি আমিব লোক যে বাড়িতে বসে থাকবো?' শিবে চডবড কবে উঠলো: 'না, ও আমাব হয়ে খাটনি-দেয়? মুনিষ-পাট তেমন খাটা নাই বটে, কিন্তু গাছ কামাই, লোকেব ফল-পাকড পেডে দিই। খাটিনে, তাই বলে কাব কটা হাঁস-ছাগল খেঙেছি জিগগেস কবি? পাডাতে তো বহু-বহু লোক আছে, কে বুলছে বুলুক তো।'

'সত্যিই তো, সাক্ষী প্রমাণ কিছু আছে?' ব্যাপাবটাকে সংক্ষেপ কবতে চাইলেন গোঁসাই-মশাই: 'নইলে আন্দাজে কি বকম দোষী কবা যাবে?'

'সাক্ষী দেব কোত্থেকে?' বিশ্বাসেব উপবই যোল আনা জোর সন্তোষীর: 'আমি কি তখন বাড়িতে ছিলাম?'

শিবে মুচি তডপে উঠল: 'তবে কেউ দেখলো না শুনলো

না, আর আমি চোর হয়ে গেলাম? আচ্ছা, হাঁস যদি খেলাম মংস আন্না কল্লে পাড়াময় গন্ধ উঠত না? না, গিলে খেঙেছি? একটা পাখা পর্যন্ত দেখাতে পারবি না। এসেছিস নালিশ করতে—'

'গরিবের একটা হাঁস খেঙে বড়লোক হবি ভেবেছিস? উন্নতি হবে, আমোশা হবে—'

'ওরে, এখানে ঝগড়া হবে না—'চেঁচিয়ে উঠলেন যামিনী ভটচাজ্জ।

সন্তোষী কাঁদ-কাঁদ মুখে মিনতির সুর আনলে: 'আপনারা একবার চলুন আমার ঘর, স্বচোক্ষে দেখে আসবেন—সত্যিই আমার একটা হাঁস কম কিনা—'

ওর একটা হাঁস কম হলেই সেটা চুরি গেছে বলে ধরে নিতে হবে। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে ধরে নিতে হবে শিবে মুচিই সেই চোর।

তর্ক করে বোঝানো যাবে এমন ভরসা কারুর হল না, কেননা বিশ্বাসের কাছে আবার তর্ক কি? তাই হরিনাথ বাঁড়ুয্যে অন্য পথ ধরলেন। বললেন, 'তোদের বাড়িতে যাবে কে? বাড়ি নয় তো নরকখোলা। বাড়ির ভেতরে-বাইরে কোথাও ভাতের মাড কোথাও খোলা-খাবরি, কোথাও মদের গোলা ভাঙা। মাঝে-মাঝে দু-চার লাদ গোবর। কোথাও গুগলি-শামুকের খোলা, হাঁসের গু, ছাগলের নাদি। কোথাও বা বাজ্যের শুকনো পাতা

ঢিপ হয়ে আছে—তাও পচে গিয়েছে। চারদিক ম-ম করছে গন্ধে। স্বয়ং ডাক্তার পর্যন্ত ঢুকতে সাহস পায়না। —'

সকলে হেসে উঠল।

এমন সময় দেখা গেল এদিক পানে ছুটে আসছে তুফানি।

'হাঁস পাওয়া গেছে মা—হাঁস পাওয়া গেছে—'

বাজে পোড়া গাছের মত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্তোষী।

তুফানি আরো এগিয়ে এল। তার বুকের উপর একটা হাঁস জবুথবু হয়ে রয়েছে।

'হুই কোটাল পুকুরে চরছিল—'

এমন গাড়োল, এমন গোল-গোবর-ঢিপ মেয়েও আছে পিথিমিতে! দেখলে, শেষ মুহূর্তে গোটা মা-ভাবটাই অশুদ্ধ করে দিলে! চরছিল তো চরছিল, তোর বুকে করে বয়ে নিয়ে আসবার কি হয়েছে। পেয়েছিস, দুদণ্ড পরে বললে চলত না? এখন আমার থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল না?

'ইটা সেটা নয়—' ঝাঁকার দিয়ে উঠল সন্তোষী।

'হেঁ হেঁ সিটা—আমি গুনে দেখেছি।' তুফানি ঘাড় দোলাতে লাগল।

'তুমি তো নিমগাছের পেঁচা, তুমি আবার গুনতে শিখলে কবে? আমি বুলছি সিটা নয়, সিটা চুরি গেছে—তবু আমার

মুখের ওপর কথা!' তুফানির ঘাড়ে জুটো চড় কষিয়ে দিল সন্তোষী। বললে, 'কোনো কেলেঙ্কারিই তুমি চেপে রাখতে পারো না! সব তাতেই তোমার মুখ কুটকুট করে —না?' বলেই আবার এক থাবড়া বসিয়ে দিল পিছন থেকে।

মাতব্বরের দল হাসাহাসি করে উঠল। বললে, 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা-করে বাড়ি ফিরে যা ভালোয়-ভালোয়। আর খেউড় বাড়াসনে।'

কিন্তু শিরে এল তেরিয়া হয়ে। বললে, 'কি, পালাচ্ছিস কোথা? তোর হাঁস আমার পাটের মাথা প্যাঁক-প্যাঁক করছে না? কাটা হাঁস আস্ত হল ক্যামনে? কি, আমসির মত মুখ করে পালাচ্ছিস কোথা—'

পিছন ফিরে আর ঝগড়া করার তাগদ কই সন্তোষীর? মেয়েটার বাকামিতে সব ভেস্তা হয়ে গেল। যেমন এটার চেহারা তেমন এটার বুদ্ধি। দাঁড়া, এবার থেকে তোকে বেন্ধে রাখবো।

সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল তুফানির উপর। রাস্তা থেকে শুকনো একটা ডাল কুড়িয়ে নিল সন্তোষী। এক ঘা মারে আর একটা করে কুবাক্যি বলে। তোকে বেন্ধে থুবো, হাতে পায়ে দড়ি দিয়ে নয়, গলায় দড়ি ঝুলিয়ে। তখন মজা বুঝবি।

তুফানি আগে-আগে চলে। পিছনে লাঠির শাসানি।

হাঁসটা কিন্তু ঠিক তুফানির বুকেব মধ্যে ধবা। হাঁসটা মাটিতে ফেলে দিয়ে যে ছুটে পালাবে তা আর তার মনে হয় না। হাঁসের যেন পা নেই পাখা নেই। ওকে যেন বুকে করে নেবার মতন। বুকে করে আদর করবার।

তিন

'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ! ওহে, আমাব খোলটা সারা হয়েছে? খুড়ি—শ্রীখোল। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ!'

পায়ে খড়ম, গায়ে গেরুয়া, হাতে কুড়োজালি—মাথা-ছোলা এক বাবাজী এসে উপস্থিত।

'আজ্ঞে আসুন। এখন এই "চিগাব" (শ্রীগাব) করে দিলেই হয়। এ দুদিন তেমন বোদ হয়নি বলেই হযনি। বসুন, এখুনি হযে যাবে।'

'না, বসব না। বসবাব সময নাই। কাজের জিনিস বেশি দিন পড়ে থাকলে চ'লে? নাম হয় না যে। প্রাণগৌব নিত্যানন্দ। হ্যাঁ হে, সতীশ ও মেয়েটা কে?'

'আজ্ঞে, ও আমাব শালী।'

'ওকে তো এ বাড়িতে কই দেখিনি—'

'দুচাব মাস এখানে এসেছে।'

'তা বেশ, তা বেশ। আগে দেখিনি কিনা—'

'স্বামী লিলেনা, বাড়িতে হামেসা ঝগড়াঝাটি, তাই আমাদেব এখানে আছে—'

'থাকবে বুঝি দিন কতক? তা বেশ, তা বেশ। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। হেঁ সতীশ, এ দোকান তোমাব কত দিনের হল?'

বাবাজী দোকানের সামনেকার টুলের উপর বসলেন : 'নিমাই তো ছিল তোমার বাবা, তাই না ?'

'আজ্ঞে, দোকান দাদামশাইয়ের আমল থেকেই চলে আসছে। আমার বাড়ি তো রাঢ দেশে। মামা আমাকে এনে কাজ শিখিয়ে দিলেন।'

'তা কাজ শিখেছ ভালো। তা বলতে হবে একশো বার। কাজও তো খুব।'

'আজ্ঞে, খরচাও তেমনি। তিনজন কারিকর পুষতে হয়, দৈনিক তিন টাকা মজুরি। চামড়ার বাজারও বড় তেজ। টাউন জায়গায় বাস করা বড় কঠিন বেপার। নবদ্বীপধাম আগে ভালো ছিল গোঁসাই, এখন ভারি চোরের জায়গা হয়েছে।'

'আগেই তো বেশি ছিল গো। সেই কারণেই তো মহাপ্রভু এই স্থানেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। হেঁ গো, খোলে লাগবে কত ?'

'যেমন বাজারদর, তেমনি লোব। এই দেখুন সব লতুন সাজ দিয়েছি, লতুন কোলাট দিয়েছি, মাটিটাও বদলে দিয়েছি। আপনার কাছে কি লোব, আটাশটি টাকা দেন—'

বাবাজী আঁৎকে উঠলেন : 'বলো কি ? এত ! তোমরা হরিনাম করা বন্ধ করবে দেখছি। আমরা কি ব্যবসা করি, না, চাকরি করি ? প্রাণগৌর নিত্যানন্দ—'

সতীশ জোড় হাত করল। বললে, 'কি করব প্রভু, উপায়

নাই। মাল-মশলার দর কত! কারিকরের মজুরি কত!
তারপর বাড়িতে এক পাল পুষ্যি—নতুন আবার একটা শালী এসেছে। সব দিক চালাতে হবে তো—'

'তাতো চালাতেই হবে। শালী থাকা তো ভাগ্যির কথা। তবু আমাদের দিকে একটু তাকাও—'

'আচ্ছা, আপনি বুলছেন, এক টাকা কম দেন।'

বাবাজী দশ টাকার দুই কিস্তা নোট দিলেন।

'বাকিটা?' সতীশ পাতা হাত আর মুঠ করল না।

কুড়ি টাকাতেই চূড়ান্ত করে দেবেন ঠিক করেছিলেন বাবাজী। হঠাৎ বলে ফেললেন, 'বাকি টাকা কদিন বাদে কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে যাস।'

'কাকে পাঠাব? আমার লোক কই? ফুরসৎ কই?'

'কেন, একটা বাড়তি শালী জোটেনি বাড়িতে?' বাবাজী প্রায় ধমকে উঠলেন: 'বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াবে কি শুধু-শুধু? কাজ করাও। যার কর্ম সে করে। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।'

খোল বাজাতে-বাজাতে চলে গেলেন বাবাজী। মেয়েটার মাথা-ছাতা নেই। বেশ সবল-দীঘল মেয়াটা। মুখখানি বেশ ঠাণ্ডা। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।

চার

'ওহে, ঐ যে পোবানা তালার দক্ষিণ দিকের লাল বাড়ি—চেন ?' তুফানিকে জিগগেস করলে সতীশ।

'চিনি না।'

'একটু গা-গতর লাড়ো। এদিক-ওদিক একটু চেন-পবিচয় করো। বসে-বসে খুঁটি পাকালে তো চলবে না।' সতীশের গলায় ঝাঁজ ফুটছে।

'বলো ক্যানে। না চিনি তো, চিনে লোব।'

'সেই লাল বাড়িটাব পিছনে আখডা। ভাদু গোঁসাইয়েব আখডা। ঐখানে একবাব গিয়ে খোলেব তাগাদাটা কবে এস ভাই।' গলা নরম করল সতীশ: 'দেখছ তো, আমাব যাবাব সময় নাই। কারিকবরা কাজে ব্যস্ত।'

'সে আব বেশি কি কথা।' তুফানি গাযেব কাপড গোছ করতে লাগল: 'ল্যায্য পাওনা আদায কবা! খুব পাবব। পাওনা কত ?'

'সাত টাকা। অত কি আর দেবে ?'

'ঠিক দেবে। ঠিক আদায় কবে আনব।' কোমবেব কসি আঁট করল তুফানি।

'সেই ভরসায়ই তো তোমাকে পাঠাচ্ছি। যদি তোমাকে দেখে আমাদের দিকে তাকায়!'

'তাকাক না যত ইচ্ছে!' তুফানি কি বুঝল তা সেই জানে। 'ধরতে-মারতে তো পারবে না।'

আখড়াতে কোনো লোক নেই, শুধু বাবাজী বসে-বসে বিড়ি ফুঁকছেন।

'এসো গো এসো।' যেন কত কালের চেনা, বাবাজী এমনভাবে ডাক দিলেন: 'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। ভাল আছ সকলে?'

তুফানি জড়িপটি খেয়ে গেল। মাটির দিকে চোখ রেখে মৃদুস্বরে বললে, 'তা আছি একরকম। আমার বুনুই বুলছিল—'

'সব শুনব গো শুনব। আগে একটু গা-হাত-পা মেলে বোসো ক্যানে। একটু জিরোও।'

ভুনু-মুনু করে তুফানি। বসবে কি বসবে না। কাছে-ভিতেয় এমন কেউ নেই যে তাকে আশ্রয় দেয়।

'সতীশ আমাদের আপনার লোক। তুমি অমন পর-পর ভাব কচ্ছ ক্যানে।'

নামু উঠোনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল তুফানি। নড়ল না। বললে, 'আমাদের সেই পাওনা টাকাটা—'

'হবে গো হবে, তুমি বোসো। আমরা চোর নই, তোমার টাকা আমরা মারব না। সব গঙ্গার ঘাটে গিয়েছে, আসুক। তুমি একটু জিরোও, ঠাণ্ডা হও। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ! তোমার পাওনা-গণ্ডা সব তুমি বুঝে পাবে—'

...গেল তুফানি। দাওয়ার এক কোণে বসল জবুথবু হয়ে।

'হ্যাঁ গো, দেশে তোমার কে আছে?'

'কে আবার থাকবে! সমাই আছে। মা বাবা ভাই—যেমন থাকে।'

'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। এ কি থাকা হল? থাকাব আসল যে জন সে কই গো?'

আবাব কি কথা! অজ্ঞানেব মত তাকিযে রইল তুফানি।

'এই বলি, সোয়ামী কই?'

ঝাঁকার দিয়ে উঠল তুফানি: 'সেই পোড়ামুখো আটগতর-খেকো কোথায় তা কে জানে?'

'আহা! বিয়ে ছাড়াবিড়া হযে গিযেছে?'

'তা লইলে পড়ে-পড়ে শুদু মাব খাব নাকি? আমাব জ্ঞান-গতর নাই বলে কি শুকিযে-শুকিযে শ্যাষ হযে যাব?'

'আনাগোনা নাই আব?'

'ভাত নাই, কাপড নাই, তায় আবাব আনাগোনা! যাকে চোখে লাগেনা, মনে ধবেনা, তাব সঙ্গে আব বন্ধু-উন্ধু কি!' লজ্জায় মুখ লুকাল তুফানি।

'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। সতীশেব ওখানে বেমন আছ?'

'কোথায় আর যাব? ধোযা-মাজাব কাজ কবি, আব হুকুমের ভয়ে কানখাড়া হযে থাকি। আমাব কি মবণ আছে?'

ভাদ্র গোঁসাই নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'চবাট অভাবে

গরুর দুধ শুকোয়, জল অভাবে শুকোয় জমির ফসল। একটু যত্ন-আত্তির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার বয়সের জেল্লা। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। বলি এই আখড়ায় কাজ করো না—'

তুফানি আকাটের মত তাকিয়ে রইল।

'খেতে-মাখতে দেব। পরতেও দেব গা ঢেকে। মাইনেও কিছু পাবে। কাজ তোমার বেশি নয়। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। দুটি গরুর সেবা আর ঘর-বাড়ি ঝাঁট দেওয়া। আর, বাসন-কড়া ধোওয়া। ক'খানাই বা বাসন। তেমন কঠিন কিছু নয়। তা ছাড়া, আমাদের রান্না সব দিন হয়ও না—'

যেমনি তাকিয়ে ছিল তেমনি তাকিয়ে রইল তুফানি।

'ই শোনো, আরেক কথা। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। যদি তোমার মত হয় তোমাকে শুদ্ধ করে নেব। শিষ্য করে নেব মন্ত্র দিয়ে। তখন ঘাট থেকে গঙ্গার জল আনতে পারবে। হরিতলায় মাদুলি দিতে পারবে, আর, জানো তো, গঙ্গার জল একবার আনতে পারলেই সব চলে গেল! ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং—এমন ব্যাপার! মোট কথা, তোমার ইহকাল-পরকাল দু কালই ভালো হল, খোলসা হল—'

এক দাওয়ায় বসা তাহলে ঠিক হয়নি এখনো! এখনো তুফানি শুদ্ধ নয়। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ঝটকা মেরে। বললে, 'তা আমার দিদি-বুনুইকে শোধাবো।'

'তা শোধাবে বৈ কি। কিন্তু কদিন পরে যখন তাদের খোপে টি`কতে পারবে না তখন কি হবে ?'

তুফানি চোখ তুলে তাকাল একবার ভয়ে-ভয়ে। বললে, 'আপনি একবার দুকানে গিয়ে বলেন ক্যানে। তারা যা বলবে তাই তো হবে—'

মেয়েটার তা হলে অমত-আপত্তি নেই। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ ! নামের এমনি জাদু ! মনের ডাকের এমনি টান।

'তা তো বটেই। তবে তারা যদি বুঝো হয়—'

'আমার কি ! আমাকে ভাত দিলেই থাকি। কালপেঁচার একটা গর্ত হলেই হল—'

'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ ! কালপেঁচা কি গো—লক্ষ্মীপেঁচা।' ভাদু গোঁসাই উসখুস করতে লাগলেন : 'চলে যাচ্ছ কেন এখুনি ? হাটঘাট তো আর করোনা—বোসো—'

'বাকি টাকাটা যদি দিয়ে দেন—' পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগল তুফানি।

'কার ভিখ কে মাঙে ? বলি, ভেক না নিলে কি ভিখ মেলে ? প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। আগে ভেকাশ্রিত হও, সব সহজ হয়ে যাবে—'

গঙ্গার ঘাট থেকে মা-গোঁসাই এল স্নান করে।

বয়সের তরতরে জলে এখন ভাঁটার টান পড়েছে। তবু বেলা এখনো খর-খর।

'ওগো, ওকে দুটো টাকা দাও তো—'আগ বাড়িয়ে বললেন ভাদু গোঁসাই। 'সেই খোলের বাবদ—থুড়ি—শ্রীখোল। কেবলি ভুল হয়ে যায়। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।' বাবাজী নতুন বিড়ি ধরালেন।

মেয়েটার দিকে তেরচা চোখে তাকাল একবার মা-গোঁসাই। তেমন কিছু ছিরি-ছাঁদ নেই—লেপাপোঁছা মুখ—কিন্তু চলনে-বলনে কেমন একটা টাটকা-টাটকা গেঁয়েলি ভাব আছে। তরতাজা আনাজের মতন।

মুখ গম্ভীর করে ভিতর থেকে দুটো টাকা এনে দিল মা-গোঁসাই।

'আর ?' তুফানি তর্জন করে উঠল।

'কিছু হাতে রেখে দিলাম।' গলায় মধু ঢালল মা-গোঁসাই: 'সব এক দিনে দিয়ে দিলে পরে আবার আসবে কি করে তাগাদায় ?' বলে মা-গোঁসাই বাবাজীর দিকে ঝাঁজালো কটাক্ষ করলে।

দু টাকাই সই। আস্তে-আস্তে সব টাকা আদায় করব টিপে-টিপে। হয়তো তারো চেয়ে বেশি। খুশি মনে চলে গেল তুফানি। একটু বা হেলে-দুলে, লটাপটি করে চুল বাঁধতে-বাঁধতে।

'কোনো ফেরেবফন্দি নেই এতে। সতীশ কারিগরের শালী ওই মেয়েটা। সোয়ামী নেয় না, বিয়ে ছাড়াবিড়া হয়ে

গিয়েছে। আনুগতর নেই যে নিকে-সাঙা হয়। আকালে পড়েছে মেয়েটা। সতীশ বলছিল—'

'থাক, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবেনা। ভাঙা হাটে আর ধুলোট করে কি হবে ?' মা-গোঁসাই মুখ ফেরাল।

'তোমার মনটি ঠিক কাল-সাপ। দেহ-গৃহে বাস—'

কথা লুফে নিল মা-গোঁসাই : 'হ্যাঁ, দেহ-গৃহে আর সাপ খেলিয়ে দরকার নেই।'

'ওকে আখড়ার ঝি রাখব—'

'থাক। বাটনা বেটে কুটনো কেটে চাল ধুয়ে উনুন ধরিয়ে সব উদ্যোগ-সংযোগ করে আমিই সব ব্যবস্থা করতে পারছি, পারবও। আমার ভোগ-দখলে আর কাউকে হস্তা হতে দেব না। সইবে না আমার।' মুখ লুকিয়ে হাসল মা-গোঁসাই। কিন্তু সে-হাসিতে রসের চেয়ে রোষ বেশি।

'কি যে বলো তার ঠিকানা নাই। মেয়েটাকে মন্তোর দেব।'

মন্ত্রের নাম শুনে, বাবাজী ভেবেছিলেন, মা-গোঁসাই বুঝি জোঁকের মুখে নুনের মতই নরম হয়ে পড়বে। কিন্তু মা-গোঁসাই ঝাজিয়ে উঠল আচমকা : 'ইহকালটি খাবে।'

'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ'।' বাবাজী গম্ভীর হলেন : 'মন্তোর আর কি। প্রভু বলতেন, মন তোর মন্তোর।'

বাড়ি এসে তুফানি বললে সব দিদিকে।

শুনে সতীশ বললে, 'বেশ তো, বোস্টমি হবি। নিন্দে কি,

দেশে তো ধান ভাঙা, আর গোবর কুড়োনো। পরের ভাতে পেট নষ্ট। এ বেশ থাকবি। ফোঁটা-তিলক কাটবি, দোরে-দোরে ডাক-হাঁক দিয়ে বেড়াবি। এক দুয়ার বন্ধ তো হাজার দুয়ার খোলা। নিজের জোরে দাঁড়াবি, পর-ভরসা করতে হবে না। বুয়ো আসে আমের ক্ষয়, তাল-তেঁতুলের কিছুই নয়।'

'দিদি, তুই কি বলিস ?' ভয়ে-ভয়ে তাকাল তুফানি।

'ভবে যাবি লো ভবে যাবি।' দিদি বাঁকা চোখে ঝিলিক মারলে : 'গোঁসাই ধরা কি সোজা কথা ?'

পাঁচ

'তিন-তিনখানা চিঠি দিলাম, একটা খবব নাই। ছুঁড়িটার ভাবনায় বেতে ঘুম হয়না। ওজকাব বলতে লবডঙ্কা। সংসাব কেমন কবে চলে ? লিজে মেয়ে হয়ে বাসনেব কাববাব কবলাম। যা দু পয়সা পেলাম তা সব পেটে ঢুকে গেল। এখন কবি কি ? তার উপরে ছুঁড়িটা বেপাত্তা—'

আপনমনে গজগজ করছে সন্তোষী।

'কি একটু বকেছি-ঝকেছি, তাইতে একেবাবে মা-ভাবত অশুদ্ধ হয়ে গেল—আগ কবে দেশান্তবী হলি। যাবি তো যাবি, কেউর সেথো হযে যা, ঠাঁই-ঠেকানা বলে যা আমাকে। তা লয়, পাখিব মত উড়ে পালালি—'

'ওগো, 'আজ চিঠি এসেছে।' পটু বায়েন বললে ঘবেব ভিতর থেকে।

'এ্যাঁ! কই তা তো তুমি বলো না—'

'এই তো এলে দাপাতে-দাপাতে। এসেই তো গলাব ত্যাজ ছেড়েছ। বলি কখন ?'

'বলো গো বলো। কি নিখেছে ? গলা আব নাই। গলা বসে গিয়েছে। আছে ওখানে ? হে বাবা রুদ্দব দেব!

হে বাবা কালী!' গলায় আঁচল জড়িয়ে সন্তোষী ভুঁয়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

কাশি উঠেছে পটু বায়েনের। পাঁজর-ঝাঁকানো কাশি।

'কি হলো গো' আ বাড়ছ না ক্যানে? তবে কি তুফনি—'

একটা বোল তুলতে যাচ্ছিল সন্তোষী, কাশি থামিয়ে পটু তাকে বাধা দিলে। বললে, 'ভালো আছে গো ভালো আছে, তুফনি ওদের কাছেই আছে, এক আখড়ার কাজে নেগেছে। সে সেঙা-সামোদ কিছু করবে না, প্রভুর দয়া হলে মন্তোর নিয়ে বোষ্টমি হবে।'

'বটে? মাইরি? সত্যি?' সন্তোষী কোমর বাঁধলঃ 'তবে এসে পড়ো সব!' গলার উড়ন-তুবড়ি ছুঁড়ল গাঁ-ঘর লক্ষ্য করেঃ 'লোকে তো থা পাত্তে দেয় না। বলে বাড়ি হনে বেরিয়ে গিয়েছে, মোছলমানের বিবি হয়েছে। জেতে লোবনা, পতিত করব, বহিত করব। তু-সাঁজ ভোজ, পঞ্চাশ টাকা জরিমানা—সহজে ছাড়ব? বাবাঃ, কত কথা সব! কত শাঁসানি! এমন ছোটলোক জাত—তা লইলে মুচি ছোটজাত বলবে ক্যানে?'

পটুও মনের সুখে গলা তুলল।

'আমার বিটি কাকে লিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে? ধরে দিক দেখি কেমন সব মরোদ! বাড়িতে গেঁাজের গোড়ায় হামলালে

তো হবে না—রীতিমত পেন্নাম দিতে হবে। তা না হলে পটু খায়েন মানবেনা কিছুতেই। ডুবরল পেয়ে সবাই ঠুকতে এসেছে! মেয়ে একটু বাইরে গেলেই বেরিয়ে যাওয়া হল! আপন নুন-ভগিনপোতের বাড়ি যেতে পারে না? দাঁড়াও সব—'

আবার কাশি উঠল পটুর।

কিসের হল্লা—দু একটি পড়শি এসে উঁকিঝুঁকি মারলে।

'হা গো, বকবক করছ ক্যানে? কি, হলো কি?'

দাখু কাকীকে বেছে নিল সন্তোষী। হাত ধরে টেনে আনল কাছে।

'এই দেখ কাকী—শোনো একবার—আমার তুফানি নবদ্বীপের বিটির কাছে আছে। আজই চিঠি এল। আফিস থেকে পড়িয়ে এনেছে মিন্সে। তাই বুলছি পাড়ার কথা—যার যা মনে আসে সে তাই বলে—'

'বলুক, লোকে বলে লোক। দিন পেয়েছে বলবে বৈ কি মা। তাতে আর আগ-দুঃখু কি?' দাখু কাকী সোহাগের সুর ছাড়ল। 'এ তো লিত্যিই দেখতে পাচ্ছি।'

'আমাদেরো দিন আসবে। তখন দেখে লোক একবার—'

'লিবি বই কি। উদু-খুদু মানুষ হোক—'

"ও দুটো বনমানুষ হয়েছে। ওদের ভরসা করি না। এ ছ্যাখো কাকী—'কাকীকে আরো ঘনিয়ে আনল সন্তোষী: 'আমি আগেই কানাঘুষো শুনেছি, নবদ্বীপ আছে, তাইতে চুপ করে

আছি। তা না হলে কি চুপ করে থাকতাম? বিধি-বেপার করতাম। জামাই আমার সতীশ বেশ বুদ্ধিমান, বেশ ওজকার করে, বেশ বেবসা। বিটি তো আমার আনী গো! বাড়ি থেকে এক পা বেরতে হয় না। উপ যেন ফেটে পড়ছে। বুনকে নিজের কাছে এনে রেখেছে। সেঙা-টেঙা দেবেনা, মানুষ করে দেবে—'

দাখু কাকীর চোখের তারা এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে রইল।

'তেমন কিছু নয় গো—বোষ্টমের আখড়াতে কাজ নিয়েছে। চাই কি, ভগমান করেন একদিন বোস্টুমী হবে।' যেন কত সৌভাগ্যের কথা এমনি ভাব দেখাতে সন্তোষী গলা নামাল শেষ দিকে।

'ভাগ্যিমানের বোঝা বাসুদেবে বয়। তোর মেয়ের বরাত ফিরেছে। একালের কথা কে ভাবে, সব পরকালের লেগে। তোর মোয় তরে যাবে —'

'তাই তরুক কাকী, তোমরা একবার বলো। ইদিকে মেয়ের আমার কত নিন্দে। ওই পেমির মা কি মুখনাড়াটাই দিলে। বলে, ঐ তো উপ, শ্যাওড়াগাছে বসে থাকলে লোকে দিনে-দুপুরে ভিরমি খাবে, তার জন্যে আবার শোক কি। নিজের গরু নিজে সামলাতে পারিসনি তাই পরের চালের খ্যাড় কেড়ে খেতে উদোম হয়েছে। আবার যদি ফিরে আসে, ঘরের কোণে বেন্দে

থুস। একবার শোনো কাকী—পরের মন্দ দেখতে সবাই উস্তাদ—'

'মনে-মনে গাল দেয়, মন-সাপে খায। উদের সুখ নেই অদেষ্টে।"

'তাই বুলছি, দেখ তো—কি সব অলক্ষুনে কথা! এই মাসটা বাদ আমি একবার ধাঁ কবে যাব—'

'তা যাবি বৈ কি, পবাণ কাঁদে বৈ কি।' দাখু কাকী গা তুলল: 'আগে খায আগে যায় তাব লাগাল কে পায়!'

দু' একটা সোহাগেব কথা পটুকেও বলা দরকাব। তাই দাখুকাকী ওদিকে মুখ ফেবাল: 'আজকাল কেমন আছ পটু?'

কযেকটা কাশ ছেড়ে পটু বললে, 'আগেব চেয়ে একটু ভালো। এ তো জুয়াড়ি ওগ, তখুনি কমে তখুনি বাড়ে। মবব না কাকী, কপালে বত কষ্ট আছে—'

'ষাট, ষাট, অমন ছিবিব কথা বলতে নেই। মববি ক্যানে? ওগে তোকে বুড়ো ববেছে, লইলে তোব বয়েস কি। তা, এ ওগে ধুঁকে-ধুকেও বেঁচে থাকবি অনেক দিন। কাজেব মধ্যে চাষ, আর ওগের মধ্যে কাশ—'

সন্তোষী পিছু ডাকল। মনের কথা এখনো সব বলা হয়নি।

'শোনো কাকী। ছুঁড়িকে সেদিন আগের মাথায় কুকুব-মাবা মেরেছিলাম। তা বলো ক্যানে, মাযে কি ছেলে মারে না? তাই আগ করে অভিমান করে চলে গেলি? সব দোষ আমারি।

প্যাটে যখন জায়গাঁ দিয়েছি তখন থাকতেও জায়গা দিতে হবে। তা আব পারিনে কাকী, দেখছ তো অবস্তা। উদু-খুদুর বাবার কি টাঁকশাল আছে যে এত-এত পয়সা দেবে! লিজের গতব খাটিয়ে গুষ্টির পিণ্ডি খাবার জোগাড কবতে হচ্ছে—'

ওদিক থেকে পটু খনখনিয়ে উঠল: 'বেশি মুখ লাড়িসনে বাপু। কান ঝালাপালা হয়ে গেল। একা লিজে তিন-তিনটে জোয়ান মবদেব ভাত না খেয়ে ওকে দু-মুঠো দিতে পাত্তিস না ক্ষেমা-ঘেন্না কবে?'

সন্তোষী নতুন লডাইয়ে কোমব বাঁধিতে যাচ্ছিল, দাখু কাকী আগ বাড়িয়ে এসে সন্তোষীব পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল: 'কাঁদিসনে লো কাঁদিসনে। জন্মেব বাপ-মা কম্মেব কে। তুব মেয়ে তো কম্মী মেয়ে লো। আব আমাদেব ঘবেব গুলো? কম্মে কুডে ভোজনে দেড়ে, পাত পেডেছে মেঝে জুড়ে।'

প্রশ্রয় পেয়ে সন্তোষী কাপড়ে চোখ মুছল। বললে, 'তা গেল তো না বলে গেল ক্যানে? বুলে গেলে আমাব এত দুঃখু হত না কাকী—'

'কিসেব দুঃখু? সে বেশ কবেছে, বেশ আছে। কথায় বলে, যাকে ভাতাবে করে হেলা, তাকে বাখালে মাবে ঢেলা। আটকুঁড়েব ব্যাটা সেই সোয়ামী যখন লিলে না, তখন কি কববে? ও তো আব যাবনা-খাবনা বলে নি—ওব দোষ কি। বাপের সংসাবে কুলোয় না তাই খাটতে-পিটতে গেছে। বেশ

করেছে। বেশ সময়ে বেশ কাজ। কুলে কালি দিয়ে তো যায়নি—'

'তেমন মেয়ে ও লয় কাকী। ওর জ্ঞান-গতর কম। ওকে কেউ না ধরিয়ে দিলে ওর থেকে কিছু হবার জো নাই। তাই যখন ও চলে গেল তখন মনে ঠিক আন্দাজ করলাম ও বুনের বাড়িই গেছে। বুনে-বুনে বেজায় টান। লদীতে-লদীতে দেখা হয় তো বুনে-বুনে দেখা হয়না—তেমন বুন! তাই শুদু চিঠি ঠুকছি সেখানে। হাবু ছোড়া সেই নবদ্বীপ যেছল না? ঘুরে এসে বললে, তুর তুফানিকে দেখে এলাম মাসি। মুখের কথায় কান দিচ্ছিনা বাছা, চিঠি চাই। সেই চিঠি আজ এল। লোকের যত কুট কাটা—সব শত্তুর, সব শত্তুর—যে হাঁড়িতে কালি পড়েনি সে হাঁড়ি হাটে ভেঙে কি হবে?'

'তা ভাবিসনে, মেয়ে তুর সুখে থাকবে। দুটি খেতে-মাখতে পাবে। গা-হাত-পায়ে একটু ছিবি হবে। আবার দুটাকা হাতে হবে। ধুলধুলে ত্যানা ছিল, শাড়ি জামা হবে। কাণা-খোঁড়া-কুঁজো লয় তো? কাণা-খোঁড়া-কুঁজো, তিন না হয় উজো। যা কাঁদিসনে, ভালো জায়গায় পড়েছে—ওর নিকালান্ত ভালো হবে—'

'তোমরাই পাঁচজনা আছ—' সন্তোষী আবার চোখ মুছল।

ছয়

আদি অক্ষর নিয়ে নাম রাখতে হবে। তুফানি শব্দের আদিতে তু।

তুষ্ট বালা, তূষানল, উঁহু, বড্ড স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তুঙ্গভদ্রা, তুরঙ্গমা—বড্ড কঠিন-কঠিন ঠেকে। তুতিয়াকালী, তুলোসালি তুকুমণি—বড্ড গেঁয়ো-গেঁয়ো শোনায়। একটু সভ্য-মত নাম দরকার। তু—তু—তুল—তুলসী। আহাহা, যার গোড়ায় তিন বেলা মাথা ঠুকি, তার নামটাই মনে পড়ছিল না? নিতাই-চাঁদের খেলা। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।

মন্ত্র নিজে দেবনা। অন্য মারফৎ করিয়ে নেব। নিজেই দিতে হবে। তা হলেই একটা বাঁধন থাকবে। সহজে ছিঁড়তে পারবে না।

'কি গো, তুফানের নদী, দিদি সে কথায় কি বললে?' বাবাজী আড় চোখে তাকালেন: 'রাজি?'

এক ভুর আঁচল মুখের মধ্যে পুরে তুফানি বললে, আজ্ঞে।' আধেক-বোঝা আধেক-না-বোঝা কি-রকম ভয়-ভয় মেশানো তুষ্টু তুষ্টু হাসি তার চোখে।

'তা বেশ, তা বেশ, প্রাণগৌর নিত্যানন্দ! পরাণটা ঠাণ্ডা করলি। দিদি ভগ্নীপোত ঠিকই বুঝেছে—বুঝলে, মানুষ হয়ে

যাবে, সংসারে থেকো হয়ে থাকবেনা কারু কাছে। একটা কিছুর হদিস পাবে এতদিনে। অষ্টধাতুর বিগ্রহ আছে আখড়ায়, ফুল তুলবে, বেলপাতা তুলবে, সেবাপুজা করবে। তুলসীতলায় [illegible]—নামটিও হবে তুলসী, তুলসীমঞ্জরী। [illegible] [illegible] আর বলবে তোমাকে মুচির মেয়ে? প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। এসো, ভেতরে এসো। পাঁজি-পুঁথি দেখে দিন-ক্ষণ এবার ঠিক করে ফেলি। আর দেরি নয়'

গুটি-গুটি পায়ে ভিতরে ঢুকল তুফানি।

মা-গোঁসাইর জিম্মায় বাবাজী গছিয়ে দিলেন তাকে। ওগো একটু ধোয়া-মাজা সাফ-সুতরো করে দাও। ইল্লুতে মেয়েটার ভোল ফেরাও।

'কিলো ছুঁড়ি, বোষ্টুমি হবি?' মা-গোঁসাই তুফানিকে নিয়ে পড়ল একান্তে। বাবাজীর অগোচরে।

কি বোঝে না-বোঝে কে জানে, তুফানি বুকের কাছে চিবুক নামিয়ে হাসে। বোষ্টুমি হওয়া যেন কি কেষ্ট-বিষ্টু হওয়া।

'তোর দিদি কি আর তোর মরণের জায়গা পেলনা? আর জায়গা নেই ভূ-ভারতে? কেন, পাঠাতে পারলে না কলকাতা?'

সে কোন ইল্লি-দিল্লি তুফানি ফ্যাল্-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'এ পথে এসে তোর কী ভাল হবে? জাতও খোয়াবি,

পেটও ভববে না। কাঁধে করে বদনামেব ঝুলি বয়ে বেড়াবি সারা জীবন। অথচ এদিকে অষ্টবস্তা। ভেকই মিলবে ভিখ মিলবেনা। তোর ভোজের ঘরে কেন তুই উপোস করে মরবি? এমন বয়েসে তুই ঝাটি বয়বি কেন? কেন আখের খোয়াবি? তোর দিদিটা কি চোখে দেখতে পায়না? কাণা?'

'আমি কি জানি—'

'জানো নাই জানবা, ছেড়া কানি গায়ে দিয়ে পথে বসে কাঁদবা।' চাবদিক চেয়ে গলা ঝাপসা কবল মা-গোঁসাই। 'আমি তোব ভালোব জন্যেই বলছি। থাকতে সোনাব মান হযনা, হাবালে সোনাব মান। আমি নিজে এখন বুঝছি। লোকই যখন ধববি, বাবাজী ধরাব কোন দুঃখে? বাবুজী ধরবি। আমাব সঙ্গে যাস গঙ্গাব ঘাটে, ঠিক লোক ধবিয়ে দেব। হিল্লে হয়ে যাবে। বসতে জানলে আব উঠতে চাইবিনা। উডতে জানলে ঠিব জুডে বসবি।'

'দিদিকে গিযে বুলব।' তুফানি ভাসা-ভাসা চোখে বললে।

'এ কি তোব মানতেব ঢোল বাজানো? যখন বাডি থেকে পয়লা বেবিয়ে এসেছিলি, দিদিব কাছে শোধাতে গিযেছিলি? দিদির তো এই বিবেচনা! মাথা মুডিয়ে চুল বেঁধে দিচ্ছে! শোন, এইখানে লেগে থাকলে তোব ধানও যাবে, ধুকুড়িও যাবে। তাব চেয়ে—আসিস বিকেলে গঙ্গাব ঘাটে, সবে-বাস্তা দেখিয়ে দেব তোকে। বোষ্টুমি হবাব দিন কি তোর ফুরিয়ে

গিয়েছে ? তুলসীতলায় দিয়ে বাতি, বুড়ো বোষ্টুমি হয়েছে সতী—'

অনেক পরে তুফানি বললে, 'আমাব ভয় কবছে।'

মা-গোঁসাই বললে তার চিবুক ধবে : 'ওলো, বাডব-বাডব বড় ভয়। বাডলে পবে সকলি সয়।'

'চিনিনা-শুনিনা যে কাউকে—'

'যেন আমাদের সবাইকেই চিনিস। বুদ্ধির গোডায একটু ধোঁযা দে। কি কবে ধুলোমুঠো ধবতে কডিমুঠো হয শেখ।'

ধোয়া মাজা করে তুফানিব চিকণ বুনটেব চামডাতে জেল্লা ফুটল। সন্ধেব দিকে গঙ্গাব ঘাটে তাকে নিযে গেল মা-গোঁসাই।

গায়ে একটু হাওযা লাগুক। মনটা একটা উডু-উড হোক। চলন-দোলনে ঢেউ খেলুক।

'কি মন্তোব দিচ্ছ ওব কানে-কানে ?' বাবাজী একদিন আটকালেন মা-গোঁসাইকে।

'ঠিক মন্তোবই দিচ্ছি। মন তোব, মন্তোব। ওব মন বলছে, সুখের ঘবে রূপেব বাসা, কেন ও এই আকালেব দেশে পড়ে থাকবে ? কেন ও পবেব ভবসা কবতে যাবে ? পবভবসা তো নদীকূলেব চাষেব সামিল। নদীকূলে চাষ, ভাবনা বারোমাস। ও নিজের পায়ে দাঁড়াবে। ভিক্ষে ও দেবে, ভিক্ষে ও মাঙবে কেন ? আমি ঠিক মন্তোরই দিচ্ছি—'

বাবাজী গম্ভীর হলেন। বললেন, 'প্রাণগৌর নিত্যানন্দ!

কার কর্ম কে বা করে! শোনো,' লক্ষ্য কবলেন মা-গোঁসাইকে: 'তুফানিকে একটু নিরিবিলি পাঠিয়ে দিও আমাব কাছে। সচল-পিছল পথে প্রথম পা বাড়াচ্ছে—'

কিন্তু তুফানিকে আব ধরা গেল না। আজই সে পগার-পাব!

'একটু দেখা কবিযে দিলে পাবতে শেষ বারের মত।' বাবাজী ধবা গলায় নালিশ করলেন।

'আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।' বললে মা-গোঁসাই: 'যে যা চায় তাই পায়, দুধ বেচে মদ খায়। তুমি যদি না পেয়ে থাকো তোমাব অদেষ্টকে মন্দ বলো।'

'কেউই পায় না। যা আছে অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে। এ সবাই ভাবে। কিন্তু কিছুই যায় না। কথা আসলে তা নয়। যাবাব আগে ওকে একটা জিনিস শিখিযে দিতাম।'

'থাক, ঢের শিখিয়েছ!'

'আধ-আখুরে মাস্টাব, কি আর শেখাতে পারি? শুধু ছোট্ট একটা নাম—হবিনাম শিখিয়ে দিতাম। কানে দিয়ে দিতাম সেই নামের কণাটুকু। সমস্ত সংসার ফাঁকা হয়ে যেত—'

'যেমন এখন তোমাব হচ্ছে!' মা গোঁসাই গর্জে উঠল: 'যে খেটে মবে তার নাম নেই, আর যে ফাঁকিবাজ, যে ফাঁকি দিয়ে উড়ে পালাল তারই দাম। আপন শাক-বেগুন পরে খায়, পরের শাক-বেগুন তুলতে যায়! এমনি অদেষ্ট!'

'সব যেখানে ফাঁকা, সব সেখানে সমান। ভেবেছিলাম চিঁড়ে দই খাব, জুটল সেই ধানশুদ্ধু খই। কিন্তু আমার সেই ধানশুদ্ধু খইই সমান মিষ্টি। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ!'

'বুড়োকে বেশি খই দিতে নেই।' মা-গোঁসাই চিপটেন কাটল: 'বলে না সেই, ছেলেকে বেশি নাই আর বুড়োকে বেশি খই, যত দেবে ততই কই-কই! তোমারো হয়েছে সেই দশা! মরণের আর দেরি কত?'

কিন্তু মরবি যে পাটুনীর কড়ি যোগাড় হয়েছে? কানের নাম অন্তরে আনতে পেরেছিস?

সাত

গাঁয়ে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ পূজোর তুমুল ধূমধাম। কিন্তু এবার সবাই নিস্তেজ। সব দিক ঢিমে-তেতালা।

এইবারে আয়-আদায় কম। পতিত-রহিত করবার কেউ নেই, ভোজ-জরিমানারও লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জাত-নাশা কোনো ব্যাপার ঘটেনি। কারু সঙ্গে কারুর ঘটনা হয়নি একটাও। বড় মন্দার বাজার। বড় মনমরা।

গাঁয়ের মাথারা মন্দিরে বসেছেন সবাই। যামিনী ভটচাজ, করালী মুখুজ্জে, হরিনাথ বাঁড়ুয্যে আর কমলকৃষ্ণ গোঁসাই। গোল হয়ে বসেছেন পরামর্শে। গাঁয়ের আরো বহু লোক উপস্থিত। কিন্তু সবাই গা-ছাড়া, কারুর কোনো ফুর্তি নেই। টাকা-পয়সা যা আছে—তা দিয়ে পূজো কোনো মতে হবে, কিন্তু কবি-যাত্রা কিছুই হবে না। আর কবি-যাত্রাই যদি না হয়, তা হলে আসল আমোদই মাটি।

রামহরি মণ্ডল এগিয়ে এল টিপে-টিপে। চারদিকে তাকিয়ে চোখে একটা ঘুরন দিলে।

'সবাই তো দেখি, এলিয়ে পড়েছেন,' রামহরির মুখে-চোখে একটা চাপা হাসি খেলে যাচ্ছে: 'এদিকে কিন্তু কতক টাকা

আপনা হতেই হাতে আসতে চাইছে। একটু উদ্‌জুগ করলেই হয় বোধ হয়—'

বামুনের দল্ল হকচকিয়ে উঠল। তাব মানে ? তার মানে ?

'তার মানে কেউ হাত পেতে নেছে না। শাস্তবে বলে, যাচা ভাত আব কাচা কাপড ফেলতে নাই। ধম্মবাজের যাত্রা যদি শুনতে চান, তা হলে একটু মাথা নাড়া দিলেই হয়।'

কি বকম ? কি বকম ?

এ ওর মুখ-তাকাতাকি কবতে লাগল।

'আজ্ঞে, বায়েন পাডায যে বেজায় ধুমধাম। মাহা ফুর্তি—' নাচেব মত একটা ঘুবন দিল বামহবি।

কি রকম ? কি বকম ?

লোকটা খুব টেনেছে নাকি ? বলে কি লক্ষ্মীছাড়া ?

'আরে মাশায়, পটু বায়েনেব কন্যা কলকাতা হনে আলছে। আজব শহর-ওই কলকাতা! তাব কি গযনা গো! তাব চহট দেখলে তাক লেগে যাবে। সঙ্গে আবাব এক ল্যাং-বোটও এসেছে। দাঁডিযে-দাঁডিয়ে খুব খানিকক্ষণ দেখলাম। খুব ঘটা! খুব ঘটনা! যদি যাত্রা শোনবাব ইচ্ছা হয়, তবে, বলতে হবেনা, একাই একরাত্রি।'

সে কি কথা ? পটু বায়েনেব কন্যা সাঙা কবল কবে ? কোন দেশে ?

'হায়-হায়-হায় মাশায়, সাঙা-নিকের কম্ম নয়। এক সাঙায়

কি এত আঙা হতে পারে ? এত ঝলস ! সোয়ামীর ঘর ছাড়লে কি ফের সোয়ামীব ঘবেব লে.গ ?' বলেই রামহরি গান ধরল :

'এত করে ভালোবেসে
বোয়ের মন তো পেলাম না—
ও সে তবলা মুখ নামিয়ে থাকে
কথা বলে না ।
নবদ্বীপেব গডন খাসা
পবিয়ে দিলাম কানেব পাশা,
তবু তাব মেটেনা আশা—
লোককে ধ'বে বলে, আমায
ভালোবাসেনা ॥'

এইখানে নাচেব একটা ঘুরুলি দিল বামহবি । মুখে লহব তুললে—উব্‌ব্‌ব্‌—

তখুনি ধবলে আবাব গান :

'লিত্যি যেতাম আদব পুবে
পান আনতাম পঁচিশ বিডে
মুখটি আঙা কববাব তবে ।
খয়েব আনলাম সোহাগপুবে—
কিনলাম চডা আক্রা দবে
ছটাক তাহাব চৌদ্দ আনা—
ও সে পান সে মুখে করেনা ॥

উব্‌ব্‌ব্‌—

টাকা দিলাম পনেরো কুড়ি
গড়িয়ে দিলাম ভাটিয়া চুড়ি
কত কারদার কারিকুরি।
ও তবু সে হাতে পরে না—
লোককে ধ'রে বলে, আমায়
ভালবাসেনা ॥

উর্‌র্‌র্‌—'

রামহরি দম নিলে। বললে, 'জনে-জনে যে বুলতে পারে আমায় ও ভালোবাসেনা গো ভালোবাসেনা, তারই তো ভালো-বাসার পেতুল মাশাই। তারই তো পোয়া বারো।'

বলেই আবার সে তাল-ফেরতা ধরলে:

'মোটা সুতোর কাপড়ের পাড়
কোমরেতে রয়না,
বাবু-ধাক্কা পাছা পেড়ে
এক মাস বই যায়না—'

'কি হয়েছে সোজাসুজি খুলে বল—'

'গরুর গাড়ির টপ্পর হয়েছে। এত সোজা কথাটাও খোলসা হয়না মাশায় ?' রামহরি আকাটের মত দাঁড়িয়ে পড়ল: 'পটু বায়েনের কন্যা কলকাতার বাজারে লাম লিখিয়েছে গো লাম লিখিয়েছে—তারপর গাঁয়ে এঁসে—'

তারপর গাঁয়ে এসে ঢিটপনা সুরু করেছে। জুটিয়ে এনেছে এক বিদেশী লোককে।

এত আস্পর্ধা! এই গাঁ-ঘরে বসে কেলেঙ্কার! মাথার লোকেরা ফণা তুললেন। শাসন করো। শায়েস্তা করো।

তবে আর কি। ধরো এবার পটু রায়েনকে। এ সব অন্যায় সহ্য করা যাবেনা।

নিষ্কর্মা গাঁয়ের ছোকরারাও তেতে উঠল এতক্ষণে। চলো, চলো মুচি-পাড়া। ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে।

পটুর বাড়ি ঘেরাও করল সবাই। শুনব না কিছু। বিদেশী লোককে হাজির কর্। ধর শালাকে, বাঁধ শালাকে। ছুঁড়িকে টেনে আন্। গাঁয়ের বার করে দে। সহজে ছাড়ন-ছোড়ন নেই। গাঁয়ের মতের বাইরে চলবে না এই অনাসৃষ্টি।

রৈ-রৈ ব্যাপার।

মুচি-পাড়ার যত মুচি-মুচিনী পটু আর সন্তোষীর সৌভাগ্যে পুড়ে যাচ্ছিল হিংসেয়। রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে তারা—এ কি সহ্য হয়? এবার তারাও গাঁয়ের পক্ষ হল, হানাদারদের সঙ্গে সুহৃদ করলে। সত্যিই তো, বিদেশী লোকই তো, চোর-ছেঁচোড় না গুণ্ডা-ডাকাত, তার ঠিক কি। কাকে ঘরে ভরেছে তা কে বলবে। এ বাবুলোকের গাঁ। দশটা ভালো ভদ্দরলোকের বাস। ভদ্দরেরবস্তের গাঁয়ে চলবেনা এমন ঢলাঢলি। চলবেনা এমন রস-বিলাসের লহর ছুটানো। পারবেনা সারা গাঁ

খজিয়ে যেতে। হ্যাঁ বাবু—আমরা তোমাদের পক্ষ। আমরা ওর সাত-পুরুষের গয়ার ব্যবস্থা করব বেখরচা।

গলায় কাপড় দিযে পটু বায়েন বেরিয়ে এল। বললে, 'থামুন, মাশায় থামুন। আমাব উপর এত খাপ্পা ক্যানে? আমি গরিব, এই গাঁয়ে বহুদিন আছি। আমার অপবাধ কি হল?'

'ওহে অপরাধ-টপরাধ বুঝি না। তোমাব লতুন জামাই-বিটিকে হাজির করো। ছাডবনা, এক ধাব থেকে পেটন জুডব। মুচি মেরে আসর জাগাব। বিদেশী লোককে ঘরে ভবো—কই সে শালা? মারো সে শালাকে—শালো আমোদ মারতে এসেছে দাসপুরে। আব জায়গা পেলেনা! মনে ভেবেছে, গাঁয়ে লোক নাই, চ্যাংরা নাই? বের কবো সে শালাকে—'

'কত বছর পরে বিটি আমাব বলকাতা হনে আলছে—' মেয়ের কথা বলতে কত যেন গর্ব আজ পটুব: 'সে আব তেমুন নাই বাবু—'

'দেখি না কেমন হয়েছে! কেমন লোককে লেঙ্গুব কবেছে! বের করো সে হনুমানকে।'

'ওরে, ছুঁড়িকে ধর। কান ধবলেই মাথা আপনি আসবে।'

'মাথাব মতই লোক বটে সে।' পটু আবার গবম দেখাল: 'মোটা লোক মাশায়। ভোজপুরী।'

'তা ভোজ কি শালা একাই মারবে? আমরা কি ধম্মের

উপোস করে আছি? কই হে, শালো, ঢাকের বেঁয়ো, বেরিয়ে এসো—'

কোঠার উপরে তুফানি আর তার সেই লোকটা ভাম হয়ে বসে আছে দরজা এঁটে। পলকে এ কি প্রলয় ঘটতে যাচ্ছে ঠিক দিশপাশ পাচ্ছে না।

লোকটি বললে, 'কি বিপদ হলো দিখো দিখি। তোমার মুলুকে হে রকম বেপার আছে আমায়তো আগু বোলো নাই—'

'দাঁড়াও, দরজা খুলো না। বুঝি ব্যাপারটা—' তুফানি জানলার ফাঁকে চোখ রাখল: 'নিজের ঘরে বসে বিশ্রাম করছি তাতে কার কি মাথাব্যথা!'

হঠাৎ বাইরে কি শুনে ঘরের লোকটি তেরিয়া হয়ে উঠল: 'আও না শালা উল্লু, হামভি লড়াই জানে। দিখিয়ে দিতে পারে কুস্তি—' লাফিয়ে পড়ল দরজার কাছে।

তার বিশাল গায়ে নরম করে হাত রাখল তুফানি। বললে মিনতি করে: 'ওগো তুমি যেয়োনা, তুমি থামো। মারামারি করবার সময় নয় এখন। কোনো ভয় নাই। আমি সব বুঝেছি। কিছু টাকা নেবে আর কি। তুমি সরো, আমিই যাই।'

তুফানি আস্তে-আস্তে নেমে জনতার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সাহসে শিরদাঁড়া সোজা করে।

সবাই একেবারে হতভোম্ব। সেই মুচির মেয়ে তুফানিই কি এই? তারই এত রং-চং, এত ঝলস! আচোট মাটি কেটে

কুপিয়ে একেবারে সোনা-ফলন্ত হয়ে উঠেছে যে। চোখের পলক যে আর পড়তে চায়না। বুকের নিশ্বাস যে বুকেই বেধে যায়।

পরনে হাবডাব ডুরে, নীল রং—তার উপরে শাদার বড়-বড় খং দেওয়া। গায়ে আঁটা হাতা-কাটা ব্লাউজ। গলায় বিছে হার, উপর হাতে আমলেট নিচে হাতে ঝুরো চুড়ি। কানে মোটা ট্যাপ ফুল, নাকে আপেল। কপালে মনমোহিনী টিপ। চুলটা বিনুনি করে ঝোলানো, ডগায় জরির একটা ঝাপটা। কোমরে খুব কসে কাপড় পরা, কিন্তু আঁচলটা এলোথেলো। ঠোঁট দুটি পানের ছোবে লাল, মুখখানা নেশায় টুসটুসে।

নাটুকে ভঙ্গিতে কোমর হেলিয়ে দাঁড়াল তুফানি। তারপর ঘাড় হেলিয়ে জিগগেস করলেঃ 'এখানে এত হাল্লা কিসের? আমাদের অপরাধ কি?'

কোনো মুখেই চট করে কোনো কথা আসেনা। এত যেখানে রূপের চমক, চোখে আচমকা ধাঁধা লেগে যায়। লকলকে জিভও অসাড় হয়ে পড়ে।

'সাত গোয়ালের গরু এক জায়গায় জড় হয়েছেন কেন? কি হয়েছে? কোথায় গুনাগার?'

একটা বগ-চটা ছোকরা তুড়ুম ঠুকলেঃ 'বিদেশী লোকে গাঁয়ে চ্যাংবামি করতে আসবে? এ হতে পারবেনা কিছুতেই।'

'কিছুতেই না।' সবাই ধুয়ো ধরল।

টাস-টাস করে বলতে লাগল তুফানিঃ 'বিদেশী লোক থেকে

দেয় পবতে দেয়, আপদে-বিপদে দেখে, বিদেশী লোকে চ্যাংবামি কববে না তো দিশি লোকে কববে নাকি ? থাকতে দিলেনা ভাত কাপড, এখন মববাব পব দান-সাগব কবতে এসেছেন ? আব কিসেব চাাংবামি ? চ্যাংরা কে ? আমবা মুচি, আমাদেব সেঙা আছে, আমি সেঙা কবেছি। পুনুবিবযে—সেঙা, সমাজেব নিয়মে তা আমি পাবনা ?'

'কেনে, গেঁযো জুগী ভিখ পায না নাকি ?' ভিডেব মধ্যে থেকে মুখ লুকিযে কে বললে নিচু হয়ে।

'কেমন কবে পাবে ? গাঁযেব কনেও যে পোঁটা লাগা। গবিবকে কেউ পোঁছে না। এখন একটু অবস্থা ফিবিযেছি, অমনি সবাই পেছনে লেগেছে।' চোখ দুটো বাগে ও নেশায় টলটল কবতে লাগল তুফানিব।

'এই দেখ, বেশি তিডিং-বিডিং কোবোনা।' কে একজন বললে মাতব্ববেব মত ঃ তোমাকে ধর্মবাজ তলায় যেতে হবে। সেখানে বামুন-পণ্ডিতেবা গোল হযেছেন, তোমাব সেখানে বিচাব হবে। যা তোমাব হলফান জবানবন্দি বা যা তোমাব সওয়াল-জবাব সেখানে গিযে বলো।'

'কিসেব বিচাব ?' ঝুমকে উঠল তুফানি ঃ 'ভাত দেবাব ভাতাব কেউ নয়, কিল মাববাব গোঁসাই ? আমি কি কবেছি ? নিজের ঘবে দবজা দিযে বসে ফুর্তি কবছি, তাতে কাব বাপের কি ? গাঁয়েব ভেতব তো আমি গোলমাল কবতে যাইনি ? কারু

তো শান্তিভঙ্গ করিনি ? খিটকেল করিনি তো কারু সঙ্গে ? বিচার ? বিচার অমনি মুখের কথা ?'

'না যাবে তো মুচির বংশ থাকবে না। বাবুদের হুকুম অমান্য করবে তো ঘর জ্বালিয়ে দেব।'

'ওরে আরো জনকতককে ডাক—' কে একজন হেঁকে উঠল ভিড়ের থেকে : 'লইলে সুবিধে হবেনা। ওরে, গামছা কই ? শক্ত দেখে লে একখানা। ছুঁড়ি লেশা কবেছে। অমনি না যাবে তো গামছা দিযে টেনে নিয়ে চল—'

'ওগো, আপনাবা ভদ্দলোকেব ছেলে, আপনাবা মুচিপাড়ায আলছেন কেনে ?' সন্তোষী এগিয়ে এল।

ইচ্ছে করলে যে সে জাঁকিয়ে ঝগড়া করতে পাবেনা তা নয়। কিন্তু বিরুদ্ধ দল দেখে সে ঘাবড়ে গেছে। অথচ অপবাধের মধ্যে যে কি আছে তাও ঠিক করতে পাচ্ছে না।

ভয়-খেকো চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল সন্তোষী। বললে, 'ধম্মবাজতলায় যাব এতে অমত-আপত্তি কি ? ডাক দিলেই তো আমরা সবাই গিয়ে হাজিব হতাম, তা এত গোলমাল কেনে ? আসামী হই, বিচেবে দণ্ড হয়, হবে—এত তাতে চোটপাট কিসেব ? যখন যেতে বুলছেন তখন যাব—এতে আবার তুনুমনু কি ? চলুন, আপনাদের পেছু-পেছু যেছি আমরা—ওবে ঘরে কুলুপ দে—'

সবাই চলল মিছিল করে। মুচিপাড়াব যত জোয়ান বুড়ো

ছিল সবাই। কি অপরাধ আর কি বিচার—কে জানে ভদ্র-লোকদের, গাঁয়ের মাথা-মুরুব্বিদের কি রীতকরণ!

কুলুপ-আঁটা ঘরে তুফানির সেই ভোজপুরী পালোয়ান আইঢাই করতে লাগল।

আট

'এক গপপা তামাক দাও হে চৌকিদাব।'

বাবুরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কান্নিকখেকো ঘুডিব মত বসে-বসে ঝোঁকবার আব সময নেই।

গলায় কাপড দিয়ে জোড হাতে দাঁডাল সন্তোষী। বললে, 'আমাকে ডাকো কেন মাশায় ? আমাব অপবাধ নাই।'

'নাই ?' একমুখ ধোঁয়াব মধ্যে থেকে ভটচাজ গর্জে উঠলেন।

'কি তসকিব হুজুব ?'

'কিছু জানিসনি ? হয়-হবু ন্যাকা সাজছিস ? ছোটলোকেব এত আস্পদ্দা ? এত আস্ফালন ?'

'নগদ একশোটি টাকা এই ধর্মবাজেব তুযোবে দিয়ে উঠে যা। ফেব যদি গিঁটকিবি কববি ভালো হবেনা বলে দিচ্ছি। কি হে মুখুজ্জে, কথা বলছনা যে—' বাঁডুয্যে ঘাড বাঁকালেন।

মাথা নাডতে-নাডতে মুখুজ্জে বললে, 'হ্যাঁ, যখন ধর্মবাজ আদেশ কবেছেন তখন আব নডচড চলবেনা।'

ভয়ে একেবাবে ভেঙে পডল সন্তোষী। গলাব কাপড আবো আঁট কবে ধবল। বললে, 'আমবা যখন কোনো কথাই বলতেই পাবনা তখন আমাদেব গলায় পা দিয়ে টিপে মারুন কেনে। পাড়ার লোককে শোধান, কি হালে আমাদের দিন

যায়। জমি নাই জিবেত নাই, বিত্তি বুনে শুয়োব ভাগে নিয়ে দিন চলে—'

'কিন্তু তোমাব বিটি ?' হুমকে উঠলেন ভটচাজ।

'বিটিব কথা বুলছেন ? বিটি সাত আট বছব বাদে এই দেশে আলছে। এত দিনে এই একটু মন পাতিয়ে বসেছে কোনো বকমে।'

'কিন্তু, কে, কে ঐ লোকটা ?' বাঁড়ুয্যে খেঁকিযে উঠলেন।

সন্তোষীব চোখ লাল হযে উঠল: 'মান্যেব লোক মাশায়। পশ্চিম মুলুকে ঘব। কলকাতায ভুষিমালেব কাববাব।'

সভায একটা চাপা বাগেব বোল উঠল: 'কিন্তু এই গাঁয়ে এসেছে কেন সে ঢলাঢলি কবতে ?'

'তাকে আমাব বিটি সাঙা কবেছে। এই তো মাশায দোষ।' সন্তোষী এগিযে এল দু পা: 'তা, আমব তো উঁচু জাত লই, আমবা বেহদ্দ ছোটলোক। আমাদেব সমাজে ও সব বিধি আছে।'

'বিধি না ব্যাধি বাব কবছি আমবা—কই হে, কিছু বলছ না যে হে—'

'বেশ তো দোষ হয, বিটি আব গাঁযে আসবেনা। আমরাও না হয় উঠে যাব।' সন্তোষী একেবাবে মিশে গেল মাটিব সঙ্গে: 'কি কবব! আপনাবা পেচণ্ড আব আমবা গবিব। আপনাদের সঙ্গে কি আমবা যুঝতে পাবি ?'

পটু হাত জোড় করে আছে দাঁড়িয়ে একধারে। নড়াও নাই চড়াও নাই, একেবারে পাথর। তার বলবার-কইবার কিই বা আছে? সে বোঝেই বা কতটুকু? দেবতা-গোঁসাইরা যা বিচার করে দেবে, তাই সে মেনে নেবে ঘাড়কাৎ করে।

যত মুচি, সবাই ভয়তরাসে চোখে হাঁ করে চেয়ে আছে সামনের দিকে। কি বিচার হয়। কতক্ষণে মজলিশে তেহাই পড়ে।

'পাপ মানেনা আপন বাপ। শালা পটু বায়েনের এবার তেল মরবে। আঙুল ফুলে মুলো-বেগুন হ, কলাগাছ হতে যাস না।'

ও কি। হঠাৎ সবাইর চোখ পড়ল তুফানি এগিয়ে আসছে।

সবাই হকচকিয়ে উঠল। নিজের সাফাই সে নিজেই গাইবে না কি? মেয়েটার তো বড় তেজ।

একেবারে গোলের মধ্যে এসে পড়ল তুফানি। গলার স্বর মোলায়েম করে তাতে মিঠানি ঢেলে সে বললে, 'মহাশয়রা, আমার অপরাধ হয়েছে। আমার জন্মভূমি এই গ্রাম—আমার মা-বাপ-ভাইদের অনেক দিন দেখি নাই—তাই এসেছিলাম। যদি জানতাম, যে বিদেশে যায় সে আর তার জন্মভূমিতে ফিরে আসতে পারে না, তা হলে আমিও আসতাম না। এই দেশভক্তির মাতৃপিতৃভক্তির অপরাধের দরুণ আমায় কি দণ্ড দিচ্ছেন দেন, আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু আমার একটা কথা—'তুফানি

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল : 'আমাব মা বাপ ভাই যখন খেতে পাযনা, রোগে ভোগে, তখন আপনাদের ভেতর থেকে কে দেন, কে দেখেন ? থাকবাব সামান্য কুঁড়ে ঘবে যখন জল পড়ে, ভিজে সবাই একশা হয়ে যায়, তখন কোন মহাজন এগিয়ে আসেন ? আমিই মা-বাপেব জ্যেষ্ঠ সন্তান, নিজেব পায়ে দাঁড়িয়ে সংসাবের দুঃখ দুর্দশা দূব কববাব চেষ্টা কবছি, এই যদি আমার অপবাধ হয তো আমি অপবাধী, একশোবাব অপবাধী। যদি ছুটি-ছাটায় বিদেশী সন্তানেব দেশে ফিবে আসা অপরাধ হয়, আমি অপবাধী, হাজাব বাব অপবাধী—'

যেন যাত্রা হচ্ছে ধর্মবাজেব থানে। যাত্রা নয়, বাঁধানো স্টেজে সিন-ফেলা থিয়েটাব। যেন কোন অভিনেত্রী অভিনয় দেখাচ্ছে।

এতগুলো লোককে চুপ কবিয়ে রেখেছে তুফানি! বা রে তুফানি! বা রে মুচিনি। বা বে সেই প্যানাদেব দুযোবের ঘুম!

অনেকক্ষণ থ হয়ে বইল সবাই। বাঁড়ুয্যে বললে, তুফানির দিকে মুখ কবে নয, ভিড়েব দিকে মুখ কবে : 'গাঁয়েব মেয়ে গাঁযে এসেছে তাতে আপত্তি কি ? কিন্তু সঙ্গে ঐ ল্যাং-বোট কেন ?'

'ল্যাং-বোট কাকে বলছেন ?' আওয়াজটা কোথা থেকে এল চোখ চেয়ে ধবতে চেষ্টা কবল তুফানি, কিন্তু বড কবে পুবোপুরি চোখ মেলতে পাবলনা। বললে, 'সবাইবই একটা আশ্রয় চাই,

অবলম্বন চাই, নইলে বাঁচবে কি করে সংসারে ? কারুর চাকরি, কারুর দোকানদানি, কারুর জ্যোতজমি, কারুর বা লাটদারি। যার যেমন ব্যবসা তার তেমনি। আমার তেমনি বাবু—কাপ্তেন। যেমন কলি তেমন চলি—'

'না, চলবে না, চলবে না এসব।' মুঠ-করা হাত তুলল কে শূন্যে।

'কেন চলবেনা ? এত চলে আর এ চলবেনা ? না চললে চলবে কি করে ? খাব কি ? আপনারা খেতে দেবেন ? এ সংসারে সকলেরই সুখী হবার অধিকার আছে,—নেই ? যার যেমন ধারণা তার তেমনি সুখ। যার যেমন ধারণা তার তেমনি ধর্ম্ম। আমার মন যদি চায় দুধ বেচে মদ খাব তাতে কার কী ? আমি তো কারু সুখে বাদ সাধিনি। নিজের ঘরে বসে ফুর্তি করছি। আপন-আপন ঘরে কে না করে ? ফুর্তি ফুর্তি—তার কি আবার জাত বিচার আছে ? ল্যাং-বোট ? আপদে-বিপদে দেখবে, মাথার উপরে ছাতা-মাথা ধরবে, মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাবে সে ল্যাং-বোট বোটের চেয়ে ভালো। ভাত দেবার ভাতার নয় কেউ, সব কিল মারবার গোঁসাই—'

'পরের পয়সায় খুব যে হামখোদাই করছিস—'

'কে না জানে ! সবই তো পরের পয়সা।' তুফানির পায়ের সঙ্গে মুখের হাসিও পিছলে গেল : 'তাই তো লোকে লক্ষেশ্বরী

বলে। পবের ধনে পোদ্দাবগিরি, লোকে বলে লঙ্কেশ্বরী—আপনাদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

'ও সব চলবেনা এখানে। জরিমানা লাগবে। জরিমানা দিতে হবে। তা নইলে—'

মুখের কথা কেড়ে নিল কেউ-কেউঃ 'তা নইলে লঙ্কেশ্বরীকে বঙ্কেশ্বরীকে বানিয়ে ছাড়ব। এ বগ্‌গ থেকে মুচি লোপাট হয়ে যাবে।'

'জবিমানা যে লাগবে তা বুঝেছি। চিৎ হাতেই তো অভ্যস্ত আপনাবা, উপুডহস্ত হতে শেখেননি। কিন্তু দেশে এসে পা দিযেই কিছু ব্যবস্থা করবাব আগেই জবিমানা ধার্য হবে তা বুঝিনি, তা হলে টাকা আনতুম। টাকাব বদলে আমাব গাযেব গয়না একখানা দিচ্ছি, তাই নিন। পবে যদি সুযোগ পাই টাকা দিয়ে ছাড়িযে নেব। কাব কাছে দেব বলুন—'বাঁ হাতেব কগাছা চুড়ি টেনে খুলে ফেলল তুফানিঃ 'তবে এব জন্যে একখানা বসিদ চাই—কে জানে যদি গাপ হযে যায় গযনা!'

বা বে তুফানি! বা বে চুড়িব ঝিকমিকানি।

ভদ্রলোকদেব মধ্যে কানাকানি সুরু হল। গযনাব বসিদ কি বলে বে বাবা? ও সব বসিদ-টসিদ বুঝিনা। নগদ টাকা চাই। জবিমানাব টাকা সব সমযেই নগদ। কি বলো হে গোঁসাই? কিছু না নিলে তো চলেনা। একটা মান-সম্মান তো আছে।

'কই। কার হাতে দেব? আসুন,এগিয়ে আসুন। চিংহস্ত হোন।' তুফানি হাতের চেটোয় চুড়ি বাজাতে লাগল।

না, নগদ চাই। আমরা নগদ বিদায়ের কারবারী।

নগদ টাকা পাবে কোথা এখন? কোন এক ছোকবার চোখে বোধহয় এতক্ষণে ঘোর লেগেছে। ভিড়েব মধ্যে থেকে বলে উঠল মাথা তুলে: 'ও গাঁয়েব মেয়ে, আমাদেব আপনাব লোক। সময় দেয়া হোক ওকে দিন দুই। ও পালিযে যাচ্ছেনা। আমি ওর জামিন হব।'

'আমি জামিন হব।' কে আবেকজন মাথা তুলল: 'ও এমন নয় যে টাকা মেবে দেবে। ও আমাদেব গাঁযেব মেয়ে। ওকে আমবা জানি ছেলেবেলা থেকে—'

এ আবার কোন খেলা হে মুখুজ্জে? যাবা ফবিযাদী তাবাই যে আসামীর কোলেব দিকে ঝোল টানে। চাকা পাক ঘোরে নাকি?

মুখুজ্জে তম্বি করে উঠলেন: 'ও সব ইযার্কি-ফাজলামো চলবে না। জামিন-টামিন নেই, গয়না-গাটিতে আমবা হাত দিই না। নগদ টাকা চাই, কবকবে টাকা। গাঁযে-ঘবে দুর্নীতি সহ্য করবনা আমরা। যত সব ছোটলোকী নোংরামি। জরিমানা আদায় কবব তো ছাড়ব। বেশ তো, একশো না দাও, পঞ্চাশ। কি বলো হে গোঁসাই প্রভু?'

'মন্দ কি! পঞ্চাশই সই। আলটপকা যা হাতে আসে।'

এক চমক ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন গোঁসাই, আচমকা বলে ফেললেন।

'তবে বেশ, বাকি্যই ব্রহ্ম।' ভটচাজ্জ ফরমান ঝাড়লেন: 'পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড। যাও, আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে টাকা এনে দিতে হবে। এর আর হেরফের নেই। যদি খেলাপ হয়, তবে ভীষণ কাণ্ড হবে বলে দিচ্ছি, মুচির পাট লোপাট হয়ে যাবে গ্রাম থেকে।'

রাম-রহিম আর কিছু বললে না তুফানি। চাপা রাগের গরমে চোখে-মুখে গায়ে-গতরে ঝলস দিতে লাগল। মাকে সঙ্গে ক'রে চলল বাড়িমুখো।

মনে থাকে যেন, আধঘণ্টা। খোঁদ ধর্মরাজের হুকুম।

কেমন চলন-দোলন-হেলন দেখেছ—পিছনে আবার ভিড় জমল তুফানির। কিছুটা তফাৎ রেখে সঙ্গে-সঙ্গে চলল পিছে-পিছে।

ছোকরাদের মধ্যে থেকে কেউ-কেউ জোট পাকিয়ে তুলেছে। এ কি অন্যায় জুলুম! এ কি জবরদস্তি। আমি ঘরে বসে যাই কেন না করি তাতে পরের কি আসে যায়? আমি যদি আপন ঘোড়ায় খাঁজ কেটে চড়ি তাতে কার কি মাথাব্যথা? আমি তো পরের পাকা ধানে মই দিতে যাই নি! কাউকে বলিও নি আমার মাঠে এসে মোড়লি করতে। শুধু টাকা

আদায়ের ফন্দি। এ বাবলাবনী বিচাব আমবা ববদাস্ত কবব না। আমরা আছি পিছনে। আমবা পাঁচজন। আমরা একজোট হব। একেব বোঝা দশের লড়ি।

'ঠিক, ঠিক।' ল্যাদাডে মুচিব দলও সায় দিয়ে উঠল: 'ঠিক বলেছ। আমাব যেমন বিয়ে তেমনি বাজনা হবে, তাতে তোদের কি?'

বাইবেব ব্যাপারে কিছুই নয-ছয বোঝেনা, শুধু এক জায়গাব খাল কেটে আরেক জায়গাব খাল ভবায়।

যখন একবাব হাওয়া ফিবল তখন সবাই ধবল আবার উলটো সুর।

এক বাড়িতে কি কাণ্ড হবে তাব জন্যে গোটা মুচি পাড়া লোপাট হবে—এ কেমনতব পাঁতি? আব কাণ্ডটাই বা কি! অমন নটঘট কাব বাড়িতে না হয? তাব জন্যে জবিমানা কিসের? কোন আইন? না, বববাদে যেতে দেব না টাকা। আমরা বদ্ধ-বাধ্য হব না। আমবা মুচিবা একজাত—এক-জোট। আও শালা বামুন-বষ্টুম।

তুফানি কারু সঙ্গে কথা বললনা, পবামর্শ নিলনা কারুব। নতুন সুটকেশ খুলে পাঁচখানা দশ টাকাব নোট বেব কবে দিল। মাকে বললে, 'যাও শিগগিব দিয়ে এসো। ছাড নিয়ে এসো। আর শুধিয়ে এসো, গাঁয়ে থাকতে পাব কি না।'

সবাই থ বনে গেল।

মুচির দল বললে, কত টাকা রে মাইরি। সব নতুন লোট। দেখেছিস ? আম্বু পয়সা হয়েছে তুফানির।

কেউ বললে, টাকা হলে টাকার ফুর্তিতে শাক-কচু খেয়েও ভালো থাকা যায়—

কি লেখন রে বাবা অদেষ্টের। দেবাংশে জন্ম মেয়েটার।

আর আমাদের না খেতে পেয়ে আঁত মরে গিয়ে পেটের চামড়া পিঠে এসে ঠেকেছে।

শীতে গায়ে কোঁচার টেপ দবার পর্যন্ত সাধ্যি নেই।

আর যারা মুচিপাড়ার নয়, তাদের অন্য রকম কথা-বার্তা।

পিঁপড়ের পাখা হয়েছে মাইরি।

দিনে তারা দেখছে।

বাবার কালে নাইকো গাই, চালুন নিয়ে দুইতে যাই।

গররে গা ধরেনা সন্তোষীর। আমার মেয়েকে কি তোমরা হেঁজিপেঁজি পেয়েছ ? এ কি তোমাদের সেই এঁটো-কাঁটা ধোয়া বাসন-কড়া মাজার ঝি ? আত্তান্তরে আর নাই হে কত্তারা যে নরমকে ধরম দেখাবে। নিকোলে চুকোলে মাটি, সাজালে-গুজোলে বিটি। বিটি আমার এখন বিদ্যেধরী গো।

'এই নাও টাকা।' মজলিশে পঞ্চাশ টাকা ফেলে দিল সন্তোষী।

সভাস্থ সকলে চমকে উঠল। গোনাগুনতি পঞ্চাশ টাকাই

দিল সত্যি-সত্যি? একটু কাকুতি-মিনতি করল না, একটু রফা-রেয়াৎ চাইল না! এত তেজ!

'একশো টাকাতেই থাকলে পারতে হে মুখুজ্জে! মুচিনীর অঢেল পয়সা—'

ডগমগ চোখে তাকিয়ে রইল সন্তোষী। জোড় হাত করে বললে, 'মাশায়রা, পাঁতি দিন, আমার মেয়ে থাকতে পারে তো গাঁয়ে?'

'হ্যাঁ পারে। তবে ঐ বিদেশী লোক থাকতে পারে না।'

'তার মানে', কে এক ছোকরা টিপ্পনি কাটলে: 'পগাড় ডিঙিয়ে ঘাস খেতে পারে না। দিশি লোক থাকতে কেন বিদিশির আমদানি?'

এখন আমবা কেউ ওর কাছে-ভিতেও দাঁড়াতে পারবো না। এখন ওব গায়েব গন্ধে তেভুবন আমোদ হবে।'

'ও নোকটি কি নোক হা তুফনির মা ?' কানের কাছে মুখ এনে জিগগেস কবলে একজন।

'পশ্চিমে ছত্তিরি গো—'

'বামুন ?' চোখ কপালে তুলল শিবে মুচিব পরিবার।

'গলায় পৈতে আছে গো, গোছা পৈতে। লিত্যি কাচা হয় সাবন দিয়ে—' সন্তোষীব মুখ সুখে থমথম কবছে।

'করে কি গো ?'

'কলকাতায় মস্ত কাববাব। চাল-ডালেব দোকান। ফালাও ব্যবসা।'

'বলো কি, এতো পেকাণ্ড নোক ?' সুবনিও চোখ গোল করল: 'এমন নোক পাকড়েছে তুফানি ? তাকে আবার তোমাব ঘবে নিয়ে এসেছে ?'

'কাঙালের ঘবে মা পিতলেব গোঁসাই—আমরা কি তেমন লোকের যুগ্যি ?' সন্তোষী জোবে একটা নিশ্বাস ফেলল: 'চাকা কখন পাক ঘোবে তা কে বলবে ?'

'একেই বলে মাসি, যাব সঙ্গে যার মোজে মন কেবা হাঁড়ি কেবা ডোম। লইলে আমাদের সেই তুফনি—'

'নোকটি কেমন ?' জিগগেস করলে ছিরু মুচির বউ।

'নোকটি ভাল, ঠাণ্ডা নোক। হাত খুব দরাজ। মন খুব খোলসা। দেব চরিত্তির!' বলল সন্তোষী।

'আমাদের একবারটি দেখাবে না?'

'কালকে দেখো কেনে। এখন একটু ঘুমুচ্ছে বুঝি।' সন্তোষী একটু গম্ভীর হবার ভান করল।

'হাঁ গো হাঁ, লাক ডাকাচ্ছে। খুব জোয়ান-মদ্দ লোক। বেশ ফর্সা—'

'কই কই দেখি'—এ ওর গা ঘেষাঘেঁষি করে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল পাশের ঘর থেকে।

'দেখবি লো দেখবি।' বললে দাখুকারী: 'যার দৌলতে এমন চারচৌকস কপাল হয় তাকে দেখবি না? সে তো ছ্যারতার সামিল গো—'

'সত্যি মাইরি। মানষের কখন কি হয় তা বুলবার জো নাই। দেখতে হবে বৈ কি। আজ না হয়, কালকেই দেখব। বলতেই বলে না, মানুষের দশ দশা, কখন হাতি কখন মশা। নইলে আমাদের সেই তুফানি, যার মাথায় উকুনে উড়ুলি-ঝুড়ুলি, নাকে বারো মাস পোঁটা—তার আর কোন চিক্কৎ নাই গো—'

'তোরা তো একেকজন এক উপের ডালি—যেমন চাল তেমনি চুলো। ধর না অমন তুকি ঘোড়া, অবস্থা ফেরা না দেখি—'

এ ওর গায়ে হেসে ঢলে পড়লো। কি সৃষ্টিনাশা কথা গো! কি কেলেঙ্কার!

'ওলো অমন মেয়ে আমাদের মুচি বগ্‌গে নাই।' বললে দাখুকারী: 'শুধু কি উপ? আচারে নক্ষী বিচারে পণ্ডিত। কিবা মুখের বাণী। মন ঠাণ্ডা করে দেছে। তখন তো বাপু সবাই ঘেন্না করতে, কেউ ভালবাসতে না, কাছে ডাকতে না। সমারি যেন চক্ষের শূল ছিল। আর এখন?'

'এখন সবাই চোখের কাজল করতে চায়।' বললে শিবে মুচির পরিবার।

'খায় ভালি কি মায় ভালি। সব অদেষ্টের লীলে-লেখন! দেশের গুণ। বেশ বাপু, এখন দুদিন এখানে থাকুক। সমারি সঙ্গে আলাপ-মিলাপ করুক। মা-বাপের হিয়ে ঠাণ্ডা হোক।' বললে আর-আর কাকি-মাসিরা।

'চো চো রাত হয়েছে! পরের ধনে পোদ্দারি করে আমাদের নাভ কি? আমাদের যা আছে তাই ভালো।' যেতে-যেতে সুবান বললে।

'আসলে মুষল নাই ঢিসকেলে চাঁদুয়া।' বললে জগু মুচির বউ: 'কি আর করি? আমাদের কি আর সেই অদেষ্ট আছে মা? তাই পরের দেখেই আমাদের সুখ।'

'চো চো, আমাদের ধান-ধুকুড়ি দুই যেছে। পরের দিকে চেয়ে হা-পিত্যেশ করে আর কি হবে?'

একে-একে খসে পড়তে লাগল যত মাঝ-বয়সী আধা-বয়সী মেয়েদের দল। কিন্তু ছোট-ছোট ছুকবিগুলো তুফানিব আশ-পাশ আর ছাডতে চায় না। এটা ধবে ওটা ধবে এটা দেখে ওটা শোঁকে—সর্বক্ষণ ঘুবঘুব করছে। চোখ সেই যে ড্যাবডেবে করে রেখেছে আব তা ছোট কবতে চায়না।

'এটা কি তুফানি দিদি ?'

'ওটা স্যুটকেস।'

'সটকেস দিয়ে কি হয় তুফানি-দিদি ?'

'এটাতে কাপড-জামা থাকে। এটা চামডাব বাক্স।'

'চামডাব প্যাঁটরা ? কি কবে খোলে তুফানি-দিদি ?'

দুদিক থেকে টিপ-কল টেনে ধবতেই খুলে গেল ডালাটা। আরো কি যেন আশ্চর্য জিনিস আছে এব মধ্যে। এবই থেকে নতুন নোট বাব কবেছিল তুফানি-দিদি। অবাক হযে আঙুল চুষতে লাগল মেয়েটা।

'টিপলেই কেমন আলো বেবিয়ে আসে ধক কবে। দেখেছিস ?' ওদিকে আবেকটা মেযে টর্চ নিযে টেপাটেপি স্নরু করেছে: 'এটিব নাম কি তুফানি-দিদি ?'

'এটাব নাম টর্চ।'

কি করে নামটা আওড়াতে হবে ঠাওবাতে পাবে না মেয়েটা। ঠোঁটের ফাঁকে ভাবি-ভারি জিভেব ডগাটা বেব বরে দাঁডিয়ে থাকে।

'টিপবাতি লো টিপবাতি। কি বললে বুঝবি ? লাঠি-লণ্ঠন—হল ?' মেয়েগুলোর আদেখলাপনাতে তুফানি নিজের মনে হাসে।

'আর এই থলের মধ্যে বিছানা ? এই থলের মধ্যেই শোও নাকি গো ? মশারি কুথা ?'

হেসে কুটপাট তুফানি। হোলড-অলকে বলে থলের মধ্যে বিছানা!

'আর এটা কি তুফনিদি ?'

'ও নাম তোরা বুঝবিনা।' তুফানি মুখের হাসি মুখেই লুকায়।

'তবু শুনিনা—'

'ও হচ্ছে ভ্যানিটি ব্যাগ।' তুফানি গম্ভীর হয়।

'ভান্‌তি বাঘ ? একবার খোলো না মুখটা। কামড়াবে না তো ?'

একটার মধ্যে আরেকটা তারো মধ্যে আবার আরেকটা—এমনি কত বাঘ গো! কত সাজ-গোজের দব্য গো! এ সব বুঝি মুখে মাখে! আর এ সব বুঝি ঠোঁটে ঘসে। গালে-ঠোঁটে সন্ন-বন্ন!

এ সব কার তুফনি-দি ? তোমার ? মেয়েমানুষেরও জুতো হয় ? তারা পায়ে দিয়ে হাঁটে ? পড়ে-পড়ে যায় না ? হাসেনা আশ-পাশের লোক ? একবার পরে দেখাও না তুফনি-দি।

'কাল দেখিস।'

'আর ছোট-ছোট এগুলো কি অং-বেঅঙেব? গামছা?'

'দূর পোড়াবমুখি। ও কখানা রুমাল।'

'উমাল! উমাল কি গো? উমাল দিযে হয় কি?'

'তোদের মাথা হয়। রুমাল দিয়ে হাত মোছে মুখ মোছে, দোব থেকে কেউ চলে গেলে ও নেড়ে-নেড়ে তাকে বিদায় জানাতে হয়—কোণে বা কেউ চাবি বাঁধে।' দেখিযে-শিখিয়ে দেয় তুফানি।

'আখো কুথা?'

'চাবি বাঁধা থাকলে হাতেব মুঠেই রাখি, নইলে কোমবে ঝুলিয়ে দিই—এমনি কবে।' মেয়েটাব কোমবে একখানি রঙিন রুমাল গুঁজে দিল তুফানি।

আর অমনি মেয়েটাব সরু কাঁকাল ঢলে পডল লজ্জাব ঢেউয়ে, চোখে বাঁকা চাউনি যুটল, চটুল একটি হাসিব ছটা ছুটোছুটি করতে লাগল চোখে-মুখে।

কি মনে হল তুফানিব, বললে, 'আয তোকে একটু সাজাই।'

বলে মেযেটার মুখে খুব-খানিক পাউডাব ঘসে দিলে। চোখে আঁকল সুর্মা, ঠোঁটে বং-টান। চুলগুলো জড় করে মাথায় আলতো করে বাঁধলে একটা বেশমি ফিতে।

সুখে ঢলঢল হযে তুফানি বললেঃ 'বাঃ, বেশ মানিয়েছে তো! যাবি আমাব সঙ্গে কলকাতা?'

'মাকে বলো ক্যানে ?'

সবাই যার-যার মার কাছে বলতে গেল।

শুধু কি জিনিস ? কত আজ্যিব শাড়ি! কত পেকারের গয়না! ভয়ে সবাই টটবস্থ, মা। ধরতে-ছুঁতে ভয় ধরে।

শুধু কি তাই ? কথার জলুস নেই ?

জানো মা, তুফনি-দি আখাকে উনুন বলে, ঘসিকে বলে ঘুঁটে। গোঁজাকে বলে জঞ্জাল, এঁটুকে বলে সকড়ি। দেয়া-কাটিকে বলে দেশালাই আর কাঁসাকে বলে পেলেট। আর সব চেয়ে মজার কথা মা, আমাদের পাঁচুই মদকে বলে মাল!

'জানো মা, পেমিকে কেমন তুফনি-দি সাজিয়ে দিলে, এক-তেলো পাউডার মুখে দিলে ঘসে। আরো কি সব মেখে দিলে ঠোঁটে-মুখে। বললে, সঙ্গে কোকিলপাতা না কুথা লিয়ে যাবে। আমি কাছেই ছিনু—আমায় কিচ্ছু দিলে না, বললে না—' কান্নায় মেয়েটার চোখ প্রায় ভরো-ভরো।

'ক্যানে, লিজে চাইতে পারিসনি ?' মা মেয়ের গালে এক ঠোনা বসিয়ে দিলে। 'চাইতে লারিস তো চুপ করে থাক। বুদ্ধি-দোষে হা-ভাত, বুদ্ধিগুণে খা-ভাত। তেমন বুদ্ধি কি আছে ? তেমন বুদ্ধি থাকলে আর রূপদস্তার চুড়ি পরতিসনা, অমনি সোনার চুড়ির বাহার দিতিস। তোর বুদ্ধির কথা থো—'

'আর পেমিরই যেন কত বুদ্ধি ফেটে পড়ছে—'

'থো, চুপ মেরে থাক। কত সাধের একটি বেটি, চুল নাই

আর দড়ির ঝুঁটি। ঐ তো উপের চি-ক্ষেত্তর। থো, কোথা কোসনা। দুখের কপালে সুখ নাই, ভোজের ঘরে ভাত নাই। কোকিলপাতাই যাবি তুই—'

'কেন, তুফনি-দি নিজে যায়নি ? তারই বা অমন কি অঙ্গ-চালা উপ ছিল ?'

'ওলো, কোকিলপাতা নয় লো কলকাতা, কলকাতা। বলি, কলকাতার নাম শুনিছিস কখুনু ? .কান্দি হয়ে খাগড়াঘাট হয়ে যেতে হয় ট্রেনে করে। বাপের জম্মে নাম শুনিছিস হা টে ?' মেয়ের চুলে ঝুঁটি ধরে দিলে এক ঝাঁকি মেরে।

কলকাতার কি মাহাত্ম্য। কিংবা কলিকালের কি মাহাত্ম্য! ধর্মরাজের থানে মাতব্বররা বলাবলি করতে লাগল।

কিন্তু যাই বলো, ছুঁড়ি কিছু অর্থসঞ্চয় করেছে। যে না-রাম না-গঙ্গা পঞ্চাশ টাকা ঝপ করে ফেলে দিতে পারে, তার বাক্সে শুধু ঐ পঞ্চাশ টাকাই ছিল না। বেশ গুছিয়েছে নিশ্চয়। একেই বলে দৈব।

দৈব নয় হে, দৈব বলে কিছু নেই। সব প্রাক্তন পুরুষকার। যোগবাশিষ্ঠ পড়োনি ?

রাখো এখন ওসব কাষ্ঠতর্ক। ছুঁড়ি বেশ বোলচাল শিখেছে সত্যি। শিখেছে বেশ চটক-ভড়ক। স্টেজে নেমেছে নাকি ?

বুঝলে, একেই বলে, পুলি-পিঠের লেজ বেরুনো। একেই বলে ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

'যাত্রা হবে, না, ঢপ হবে ?' সভায় জিগগেস করল এসে রামহরি।

'ঢপ এ গাঁয়ে কোথায় ?'

রামহরি মাথা চুলকোলো : 'ছুঁড়ি একটু ঢপ শিখেছে শুনছি—'

'কে, ঐ তুফনি ?' ভটচাজ হেলে-দুলে উঠলেন : 'মেয়েটা যে দেখছি গুণের সাগব হে। এদিকে এমন বক্তৃতা, ওদিকে আবার কীর্তনাঙ্গ !'

'ভালো কথা হে ভালো কথা।' গোঁসাই-প্রভু মাথা ঝাঁকালেন : 'মুচি হযে শুচি হয় যদি হরি ভজে আব শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হবি ত্যজে। আহাহা ঢপ—তাব কাছে যাত্রা সমুদ্রেব কাছে সবোবব !'

'ঢপ না হয় আরেকবার হবে।' খেঁকিযে উঠল বাঁড়ুয্যে : 'গাঁযে যখন থাকতে দিয়েছি তখন যাবে কুথা ?'

'হ্যাঁ হে, আরেকবাব। শনৈঃ শনৈঃ।' উঠে পড়ল মুখুজ্জে : 'এবার যাত্রা দিয়েই যাত্রা হোক। চলো হে, রাত ঢেব হয়েছে। এবাব ওঠো—' বলে হাঁক দিল লম্বা গলায : 'ওহে চৌকিদার, থানেব বিছানাটা তোলো হে—'

দশ

'ডিম আছে গো ?'

'কে রে মুখপোড়া ?'

'ডিম আছে ?'

গলাটা যেমন মাজা-মাজা। ভদ্দরনোকের গলা নাকি ?

কে জানে। কতই বঙ্গই দেখতে বাকি। ফোঁপরা ঢেঁকির গুমোর বেশি। আগে কেউ ছায়াও মাড়াতনা, এখন ছোঁক-ছোঁক করে। ধনের আদর না মানের আদর ? না, শুধু চেহারার খোলতাই ?

গলা ঠাণ্ডা করল সন্তোষী। বললে, 'হাঁসে আর ডিম দেয় না—'

বলতে-বলতে বেরিয়ে এল। এসেই লজ্জায় জিভ কাটলে। কি সব্বনাশ !

পেচণ্ড ভুল হয়েছে মাশাই। কি করব বলুন। তুফানির খবর গাঁ-ময় চালু হয়ে যাবার পর থেকে এ পথে লোকের আনা-গোনা বেড়ে গিয়েছে। বেড়ে গিয়েছে গলা-খাঁখারি, সাপ-খোপের ভয়ে হাততালির শব্দ। আমি ভেবেছি তেমনি ধারারই লোক বুঝি কেউ।

কিন্তু না, এ যে আপনি। এ যে ধলুবাবু। স্বয়ং গোঁসাই-প্রভুর ছেলে! পায়ের ধুলো মুখে করি!

কে জানে! হাঁসের ডিম পাওয়া যাবেনা শুনেও তো তখুনি-তখুনি চলে যেতে চায়না। চলতে-চলতে ঠেক খায়। বলতে-বলতে ঢোঁক গেলে।

কি জানি কি মতলব। কথা তো একটা কিছু বলতে হয় গায়ে পড়ে।

'আমরা তা হলে গাঁয়ে থাকতে পাবো?' গায়ের কাপড় আরো আঁট করল সন্তোষী।

'তোমরা সব ভারি মজার লোক। জরিমানা দিলে, তবু থাকতে পাবেনা?'

'কি জানি কি বাপু। একে ছোট জাত—তায় পেটের ধান্দায় শহরে-বাজারে আনাগোনা—'

'তোমরা যত ইয়ে! একদম ভীতু। জরিমানাই বা দিতে গেলে কেন?* সব স্বাধীন ব্যবসাই অমনি। আমি তখন জামিন হতে চাইলাম, তোমরা কেউ তা কানেই তুললে না। টাকাটা আগে থাকতে সব দিতে আছে?'

আশ্চর্য, সন্তোষী একটুও আপশোষ করল না। দরাজ-ভঙ্গিতে বললে, 'দান-ধ্যান তো ভালো মাশায়। এক ভগমান দেলেন এক ভগমান লেলেন। এতে আর দুঃখু কি? টাকা যার আছে সেই তো দেবে। নইলে কি আমি দেব? সাজ পূজনী

জানে না, অনন্তবতে হাত!' মেযের গর্বে জমকে উঠেছে সন্তোষী!

'তোমাদেবো যেমন! কিছু দিয়ে কিছু বাকি রাখতে হত। নাকে দড়ি দিয়ে ঘোবানো যেত দিন কতক। যাকগে, যা হয়ে গেছে। তুফনি কোথায়?' এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ধলু।

'ঘুমুচ্ছে। আহা ঘুমুক। এখন যে সুখেব শবীল মাশায়। ধুলোমুঠ ধরতে কড়িমুঠ হয়। এখন ঘুমুবে বৈকি। ঘুমুবে না?'

'সে বিদেশীটা চলে গেছে?'

'কারবারী নোক মাশায়, দুকান কামাই করে কদ্দিন বসে থাকবে?'

'তা তো ঠিকই। বেশ, একটু আগুন দাও দিকি। বিড়িটা ধরাই।' ধলু হাঁটু-মুড়ে বসে পড়ল।

কি মতলব কে জানে, আগুন দিল সন্তোষী।

বিড়ি ধরিয়ে ফস-ফস কবে দু-টান দিয়ে ধলু বললে, 'শোনো, যার জন্যে এসেছি। তোমার মেয়েব একটু গান-বাজনা চলে তো? এই একটু কীর্ত্তন-টির্ত্তন—'

'মেয়ের আমাব এখন জোলজমাট মাশায়—'

'একদিন একটু শোনাও না—'

উচ্চবর্ণের থেকে এই প্রথম প্রস্তাব। সন্তোষী চারদিকে চেয়ে লোকজন কেউ কোথা নেই দেখেও গলা খাটো করল। সম্পাদ থাকিয়ে নয়, কিন্তু বামুনেব ছেলেকে ঘরে পাওয়া কত বড

সৌভাগ্যের কথা। আরো একটু কাছে সরে এসে সন্তোষী বললে, 'একদিন আসবেন ইখানে ?'

'তোমাদের এখানে কেন ? আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিও।'

এ আবার কেমন কথা ! মুখ দিয়ে রক্ত বেরুলেও উট কাঁটা গাছ খেতে ভালোবাসে। এও কি সেই উট নাকি ?

'রাত্তিরে পাঠাব ?'

'না না, রাত্তিরে কেন ? বেলাবেলিই পাঠিও। বাড়ির মেয়ে-ছেলেদের সব সখ তোমার মেয়েকে একটু দেখবে। সেই সে তুফনি এখন কীর্তনাঙ্গ গায়—'

সন্তোষী হতভোম্বের মত তাকিয়ে রইল।

'ভয়-ভাবনা কিছু নেই তোমার। মায়ে-ঝিয়েই যেও ক্যানে একসঙ্গে। গান-টান একটু গেয়ে টাকা কটা উশুল করে নেওয়া মন্দ কি !'

এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল সন্তোষীর। শুধোলো : 'আপনাদের বাড়িতে বিকেলে গিয়ে দু-পদ গান গাইতে হবে ?'

'হ্যাঁ, মেয়েদের বেজায় সখ—'

'তার জন্যে তুফনি টাকা লেবে আপনাদের ঠেঙে ?'

'কেন লেবেনা ?'

'ছি বাবু ছি। দেশ-গাঁ তার আপনার জিনিস, সেখানে টাকা-পয়সার সম্পর্ক কি ? ব্যবসা-বাজারের কথা হবে গিয়ে

কলকাতায়—বিছ্যাশে, এখানে লয়। মেয়ে আমার অমন অভাবী লয় গো—'

তুফানিকে সন্তোষী বলল, যখন হাই তুলে আডমোডা ভেঙে সে উঠল ঘুমেব থেকে। বললে, 'দাঁড়াও, আগে চা খেয়ে গলা ভেজাই—বুদ্ধিব গোড়ায় ধোঁয়া দিই—'

'ওলো দাঁড়াবাব সময় নাই। গোঁসাই বাড়িতে নেমন্তন্ন—এ কখনো ভাবতে পেবেছিস ?'

'সংসারে হরিনাম আছে এ কখনো ভাবতে পারো ? এখন অনেক কিছু হবে। এক দুয়ার বুঁজবে তো হাজার দুয়াব খুলবে।'

বিকেলের দিকে গেল দুজনে মায়ে-ঝিয়ে। ভয়ে-ভয়ে। কে জানে কি মতলব! ভদ্দবলোকদের বিশ্বাস কি। বলাব এক কথা বুঝবে অন্য বকম।

সঙ্গে মা থাকাটা কত বড আশ্রয়। তুফানি মনেব মধ্যে জোব পেল। মা না থাকলেও বা ভযেব কি। তাব আব কি ভয কববাব আছে! মনেব আবো তলায সে চোখ পাঠাল।

না, বাড়ির মেয়েবাই তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। এখানে ওখানে সবখানে মেয়েব দল আগ বাড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখে মহাখুশি, হেসে লুটুপুটু। ওরে সেই গোবরকুড়ুনি তুফানি কলকাতা থেকে কী হয়ে এসেছে বে! ছাখ এসে, দেখে যা সকলে। রূপেব ঘরে সুখের বাসা বেঁধে বসেছে!

ঝটপট একখানি সতবঞ্চি বিছিযে দিল ওদেরকে।

মায়ে-ঝিয়ে গুনুমুনু করতে লাগল। এও কি সম্ভব না কি?

বোসো ক্যানে বোসো। এখন তো ভদ্দর লোক হয়ে গিয়েছ। খাতিব-সম্মানেব যুগ্যি হয়েছ। পাওনা-গণ্ডা আদায় কবে নেবে বৈকি। চেহাব থাকলে চেহার দিতাম।

মায়ে-ঝিযে বসল জডসড হয়ে। ধলুবাবু কই গো? ফেললে কী এ ফেবের মধ্যে। আমরা কি এত সাধ-সম্মানেব উপযুক্ত? উঠোনে না বসে একেবাবে ঘবেব মধ্যে? চাটাই না দিয়ে সতবঞ্চি? বলে কি না চেহাব দিতাম?

এবাব আব কি, গান শিখেছিস যখন—টকি এসেছে কান্দিতে, টকিতে নেমে যা।

কি লো, কদ্দূব শিখলি গান? একখানি গা ক্যানে।

কাঁধেব কাছে মুখ লুকিযে জিগগেস কবলে তুফানি: 'হারমোনিয়ম আছে?'

বলেহাবি তুফনি! তুইও হাবমোনি বাজাবি? ছিমরি মাছে তানপুবা বাজাবে?

জোগাড হল হাবমোনিযম। যেই আওযাজ বেরিয়েছে অমনি পাডাব ছেলে-মেয়েব দল একে একে এসে জুটতে লাগল। ওলো ঢোলক মাদল নয়, হাবমোনি—চেয়ে গ্যাখ, কে বাজাচ্ছে! কানে মদ গলেনা তোমার? শুনতে পাচ্ছনা? ঐ যে ঐ—

ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি—ভিড জমে গেল চাবদিকে। হিয়ে

খোলসা করে গাও। একখানি বং-টপ্পাব গান।

তুফানি ঠাণ্ডা গলায় একখানা মাথুর ধবল:

বিরহ-বিচ্ছেদে সখি জ্বলি দিবানিশি
পাগলিনী করে গেছে সেই কালোশশী।
(বলে দেগো) (তোবাই আমার মরম সখী)
(চিন্তামণির চিন্তার পন্থা বলে দেগো)—

সুন্দব কণ্ঠে সুন্দব গান। প্রাণ-হবা। সবাই অবাক। সবাই স্থির। এত গোলমাল, সব এক নিশ্বাসে শান্তি!

সন্তোষী ভাবে, এ বুঝি তাব মেয়ে নয়, কেউ নয়। এই এঁদেব মতন তুফানিও যেন কোন বড বংশেব মেয়ে! শুধু সেই পতিত, সেই অজাত-বেজাত।

ভাবে-ভবা কেমন ভাসা-ভাসা চোখ তুফানিব। মাথায একরাশ চুল! হেঁটে গেলে যেন বুকে বাজে। গান থামিয়ে আব কি তাকে সে মা বলে ডাকবে?

সদর ঘবে ধলুব বাবা কমলকৃষ্ণ গোঁসাই তাওয়াদার তামাক খাচ্ছিলেন, গানেব আওয়াজ পেতে চমকে উঠলেন। কে গায় বে! ও সেই পটু বায়েনের মেয়ে, তুফানি বুঝি? বা, বেশ গায় তো! তাল-মান সব ঠিক হচ্ছে তো বে, বা, খাসা গলা! কোথায় শিখল এই গান? চলকে উঠলেন গোঁসাই প্রভু। সামনে গিয়ে পড়বেন নাকি উপ করে? একটা জাত-খোয়ানো মুচিনির সামনে গিয়ে হাজির হবেন? মন-মাতঙ্গকে শৃঙ্খল দিয়ে

বাঁধো হে গোঁসাই। হরিনামের কাছে আবার জাত কি? হরির আমার কোন জাত? ঐ যে গলার মিষ্টি ওর মধ্যে হরি নেই? হরি নেই তো মন উতলা হয় কেন?

গোঁসাই কীর্ত্তনাঙ্গের লোক, চলনসই খোল বাজাতে জানেন। কিসের জন্যে খোল, যদি এমন গানের সঙ্গে এসে না মেলে! নামে শুধু কান থাকলে কি হয়, যদি প্রাণ না সাড়া দেয়!

গোঁসাই গানের ঝোঁকে লাফিয়ে উঠলেন। হঠাৎ কাঁধের উপরে খোল ঝুলিয়ে দেখা দিলেন সভাস্থলে। মরে যাই, মরে যাই। স্বয়ং গোঁসাই প্রভু মেতে উঠেছেন। নিজে খোল বাজাচ্ছেন নেচে-নেচে।

ভাবের ঘোরে তুফানির চোখ বোঁজা। সে গেয়ে চলেছে—

রূপা-সোনা চাইনা, আমি উপাসনা চাই গো
(বলে দেগো) (সেই কালোসোনার কি বাসনা)
(বলে দে গো)—

সরগরম হয়ে উঠল দশ দিক।

বা রে তুফানি! বা রে মুচিনি! তোর এমন সুকৃতি গোঁসাই প্রভুকে পর্যন্ত ডেকে এনেছিস আসরে। আর তোর কী চাই? নাম পেয়েছিস, গান পেয়েছিস, আর তোর কিসের অভাব! এমনি এখানে পড়ে থাকলে কী হতিস? ঝি হতিস। বাসন মাজতিস। লাথি ঝাঁটা খেতিস। এখন যে সাধ

হুকুমের চাকর হই, তোরই বাসন মাজি—

'ওগো, তুফানিকে প্রসাদের নেমন্তন্ন করে দাও'—গোঁসাই প্রভু বললেন তাঁর স্ত্রীকে।

গোঁসাই-গিন্নি পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন কিছু জল খেয়ে যেতে।

'না, মা, আজ থাক। খাওয়ার মধ্যে কি আছে—'

'আরেকদিন এসে তবে গান শুনিয়ে যাস।'

'যদি থাকি, মা, ঠিক আরেকদিন নাম শোনাব। দোতার ভিন্ন এ সব গান ভালো হয় না—তবু নাম, নাম। ভুল করে গাইলেও ভুল করে গাইলেও তা ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়—'

তুফানি উঠে পড়ল। সবাইকে একে-একে প্রণাম করলে। শেষকালে শ্রীখোলকে।

'ওলো তুফানি, শোন,' গোঁসাই প্রভু উৎসাহে উচ্ছলে উঠলেন: 'এ গান তোকে কে শেখাল?'

তুফানি হঠাৎ মুখ চোখ গম্ভীর করল বললে 'আমার নাম তুলসী।'

সন্তোষী বসেছিল ঝিম মেরে। সে যেন এ বাড়ির কেউ নয়।

'ওমা, ওঠ কানে—'তুফানি তাড়া দিল।

এঁ্যা, তাকেই ডাকছে মা বলে? তুফানিই তো ঠিক? সম্বিৎ ফিরে পেল সন্তোষী। বললে, 'চো, চো, দেরি হয়ে গেল খুব—'

এগারো

গোড়ায় বড় আতান্তরে পড়েছিল তুফানি। যার সঙ্গে পথ ধরেছিল সে যখন ক'দিন পরে পথে বসিয়ে সটকান দিল।

এর চেয়ে আখড়া অনেক ভালো ছিল। একজনকেই অবলম্বন করে থাকত। অটলঠাকুর বিগ্রহ ছিল সেখানে। সই তো সেই একজন। আর কে!

হায়, তার চেহারাও একবার নজর করে আসেনি তুফানি। অন্ধকারে হাত বাড়ায়, ধরতে পায়না।

বড় কষ্টের মধ্যে আছে। লোক নেই জন নেই বন্ধু নেই বান্ধব নেই। বাড়িভাড়া দিতে পারেনি দুমাস। রাত উপোস করে থাকে।

সেদিনটা ছিপছিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। মাটির দেওয়ালে গর্ত কাটিয়ে জানলা করা হয়েছে। পাল্লা নেই, ফাড়া বাঁশের দুটো চিলতে লম্বালম্বি করে লাগানো। তারই ফাঁকে আবোলা দুটি চোখ রেখে চুপ করে বসে আছে তুফানি। কোনো আশা নেই তারই সবল ভাবটা মুখের মধ্যে লেগে আছে।

হঠাৎ দুয়ারে খোল বেজে উঠল। বুঝি ভিখিরি এল কেউ। বাড়িউলি বুঝবে। কিংবা যাদের এখন পড়তার সময়। ক'দিন পরে তুফানিই ভিক্ষেয় বেরুবে। দেরি নেই।

বা, বেশ গলা! মুখে মিঠেখিলিব মত, নাকে যেন চামেলি ফুলেব বাস। মন আনচান করে ওঠে। ঠাঁয় বসে থাকা যায় না।

আব সকলেব সঙ্গে আঁচল এলো কবে তুফানিও ছুটে এল দোব গোড়ায়। সঙ্গে খঞ্জনী নেই, শুধু খোলেব উপব এমন কেবদানি! কে বাবা গুণধব!

ও মা, এ যে সেই নবদ্বীপেব ভাদু গোঁসাই।

লজ্জায় কুঁকড়ে গেল তুফানি। আব মাঝ-পথে গান গেল বন্ধ হয়ে।

'পথ হাঁটছি ক্রমাগত। কোথাও একটু জিবোতে পাবি কাব ঘবে?'

সব-কাছে যে দাঁড়িয়েছিল সে মুখ টিপে হাসল। বললে, 'যাকে পছন্দ—'

ভাদু গোঁসাই তুফানিকেই পছন্দ কবলে।

মবমে মবে গেল তুফানি। মাটিব সঙ্গে মিশে গেল। এও কি ঘটে নাকি? এও কি লেখা থাকে?

'চলো, কোথায় তোমাব ঘব? লজ্জা কি? অষ্টপাশেব শেষ পাশ লজ্জা! গোপীদেব সব পাশই গিয়েছিল, বাকি ছিল শুধু লজ্জা। প্রভু সে-পাশও তাদেব ঘুচিয়ে দিলেন। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ—'

মেয়ের দল হেসে উঠল খিলখিলিয়ে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত তুফানি ঘরে নিয়ে এল ভাদু-গোঁসাইকে।

মাটিতে খোল নামিয়ে রেখে ভাদু গোঁসাই বললে, 'আমার আখড়াতে তো আর এলে না, তাই তোমার আখড়াতেই আমি এলাম। সকাল-সন্ধে দিনরাতে খুঁজছি। গরু-খোঁজা বলো আর কৃষ্ণ খোঁজাই বলো—সব এক। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ—' মাটির উপরেই বসে পড়ল ভাদু-গোঁসাই।

'ছি, মাটিতে কেন—বিছানায়—' বলেই মনের মধ্যে জিভ কাটলে তুফানি।

'দেহ মাটির জিনিস, মাটিতেই রাখা ভালো। আসল হচ্ছে ধ্বনি, আসল হচ্ছে নাম।' বলে ভাদু গোঁসাই খোলে এক চাঁটি মারলে। আর চোখ বুজে আওড়াল: প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।' পরক্ষণেই চোখ মেলে বললে, 'আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো?'

'আমার হাতে জল খাবেন?'

'তোমার হাতেই তো খাব। সকল জাতের জঞ্জাল তুমি ঝাঁটিয়ে দিয়ে এসেছ—তুমি তো মুক্ত—'

তুফানি মাটির থেকেও মাটি হয়ে বললে, আমি ছোটলোক মুচি, আমি, আমি বিচ্ছিরি, হতচ্ছাড়া—কুচ্ছিত—' চোখে জল এসে পড়ল তুফানির।

'না, তুমি অমন করে ভাববে না। তোমাকে একটু অন্যভাবে ভাবাব। তারই জন্যে তো তোমার কাছে আসা। তার জন্যেই তো এত দিন এত খোঁজ-খবর।'

মাজা কাঁসার গ্লাশে করে জল নিয়ে এল তুফানি।

জল খেয়ে ভাদু গোঁসাই বললে, 'আজ যেমন জল দিয়ে তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মেটালে তেমনি নাম দিয়ে ত্রিভুবনের তৃষ্ণা মেটাবে। তবু জলের তৃষ্ণা মেটে কিন্তু নামের তৃষ্ণার নিবারণ নেই—'

পায়ের কাছে বসে পড়ল তুফানি। হাঁ হয়ে রইল।

'শোনো, আমাকে তুমি বান দেবে আর তোমাকে আমি নাম দেব। তোমাতে-আমাতে শুধু এইটুকু দান-প্রতিদান—'

'কি নাম?'

'তোমার নাম,' স্পষ্ট করে মধুর করে বললে ভাদু গোঁসাই: 'তুলসী। যার তুলনা নেই তাই তুলসী।'

'শুধু নিজের নামে কি হবে?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তার নাম চাই—হরিনাম। তোমাকে আমি সেই নাম দেব। কীর্তন শেখাব তোমাকে।'

তুফানি অনড়, অবোধ।

'তুমি আবার সেই নাম ছড়িয়ে বেড়াবে। বড় সাধ ছিল, মুচিকে শুচি করি, তুফানিকে মলয় হাওয়ায় নিয়ে যাই। তোমার মা-গোঁসাই ভুল বুঝল আমাকে। তোমাকে শহরে পাচার করে দিলে—'

কি বুঝল কে জানে, তুফানি হঠাৎ আকুল হয়ে বললে, 'আমাকে ত্রাণ করুন--'

'আমি ত্রাণ করবার কে। জগৎ সংসারকে যে ত্রাণ করবে তোমাকেও সেই ত্রাণ করবে। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ—'

'আমাকে মন্ত্র দেবেন?'

'মন্ত্র-তন্ত্র জানি না, দান-ধ্যান বুঝিনা—শুধু এক নাম জানি, সেই নামই তোমাকে দিয়ে যাব, সেই নামেই শুকনো ডালে ফুল ধরবে, আঙারে আগুন জ্বলবে। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। তোমার না-গোসাইর সঙ্গে ঝগড়া করেছি, ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। দেখি মুচিনিতেও ফুটতে পারে কি না হরিনামের বেভূতি—'

কাকাটের মতন চেয়ে রইল তুফানি।

'আগে একটা হার্মোনিয়ম জোগাড় করি, পরে সুরু করে দেব মচ্ছব। প্রাণগৌর নিত্যানন্দ। ও এমন নাম, যখন দেখবে কোথাও কিছু নেই, তখনও বুঝবে, সব আছে। দুদিন বাদেই আবার আসব।'

ভদ্র গোঁসাই চলে গেল।

সধবা কেউ-কেউ ঘিরে ধরল তুফানিকে: 'কি পেলি?'

গোম্‌সা মুখ করে তুফানি বললে: 'লবডঙ্কা।'

বারো

সন্ধে লাগতে না লাগতেই গোঁসাইর বৈঠকখানায় মাথালদেব মজলিশ বসে গেছে।

'ওহে মুখুজ্জে, কি আব বলব। ছুঁড়ি যা গান শিখেছে—খাসা! তুমি যদি শুনতে তাহলে মোহিত হযে যেতে।' কমলকৃষ্ণ গোঁসাই গদগদ হলেন।

'আমি হই আব না হই, আপনি তো হয়েছেন।' মুখুজ্জে চাপা বাগে ঝাঁজিযে উঠলেন: 'মানুষে বুডো হলে তাব আব হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। একটা হেটো মুচিনিকে বাড়ি এনে মহা ধুমধাম।'

'ভাবে আবাব এত বিভোব হযেছিলেন যে নিজে খাল না বাজিয়ে থাকতে পাবেন নি।' বাঁডুয্যে ফোডন দিল: 'ওকে নিযে-এবার একটা দল খুলুন ক্যানে—'

গোঁসাই গায়েও মাখলেন না। বললেন, 'ওহে ভাযা, হরিনামে দোষ কি? আহাহা, চাব দণ্ড হবিনাম হল। সে তো ভালোই হল। এতে নিন্দে-মন্দ কি হে? হবিনামে কি জাত বেজাত আছে? লাও, তামাক খাও, হুঁকো ধবো—'

'মুচিব দলেব বায়েনদের হুঁকো না খাওয়াই ভালো।' ভটচায চিপটেন কাটলেন। 'বলি, বৌদি কিছু বলেননি? ধন্যি আক্কেল তোমাব।'

গোঁসাই তবু চটলেন না। মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন।

'ওহে এসব হাসি-হাসি নয়—অমন চোরা হাসিতে চলবে না।' বললেন মুখুজ্জে।

'ও মাগীকে গাঁ থেকে না তাড়ালে গাঁয়ের প্রতুল নাই।' বাঁড়ুয্যে ক্ষেপে উঠলেনঃ 'ওর যে রকম চালচলন—যে রকম স্টাইল—দেখলে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। ওর সেন্টের গন্ধে নিশ্বাস ফেলা যায় না—'

'শালার মুচি, গো-খাদক, অস্পৃশ্য—ওকে আবার বাড়িতে ঢুকতে দেয় কেউ ভদ্রলোক!' ভটচাজও ওয়াক-থু করে উঠলেন।

'একবার জরিমানা দিয়েছে, ও আর যাবে কেন?' গোঁসাই ন্যায়ের কথা বললেন।

'উঃ, খুব দরদ দেখছি যে।' মুখুজ্জে মুখিয়ে উঠলেনঃ 'গাঁয়ে একবার থাকতে দিয়েছি বলে চিরকালই থাকবে নাকি? শেষে এইখানেই ও দোকান দেবে?'

কথা শেষ হতে-না-হতেই বাঁড়ুয্যে লাফিয়ে উঠলেনঃ 'ওকে মেরে তাড়াতে হবে। গোঁসাই-প্রভু গাঁ-গোঁ-গোঁ সাঁই-সাঁই করলেও ছাড়বনা। মুচির পাঁজা থাকবে না আর এ তল্লাটে। উড়কুড় তুলে দিতে হবে, তা না হলে জাত-ধর্ম সব যাবে। যে সব গুণধর ছেলে একেক জনের—'

'খুলু গোঁসাই ওরই মধ্যে যাতায়াত সুরু করে দিয়েছেন শুনেছি—'ভটচায চোখ টিপলেন। 'তারপর আবার যখন বাপের টান—'

নিজের মনেই হুঁকো খেতে লাগলেন গোঁসাই। যার যা খুশি বলে যাক।

'মাগীকে বলে দাও, কালই চলে যাক। আর জরিমানা দিলেও মেয়াদ বাড়ানো চলবে না। দিন-রাত আমাদের বুকে বসে ভাত রাঁধবে, এ অসম্ভব।' মুখুজ্জে হাত মুঠ করে নাড়তে লাগল শূন্যে।

'যত সব বে-আক্কেলে লোক। বামুনের মান-ইজ্জত সব গেল এবার। কথা আছে যে হয় ঘরের শত্রু, সেই যায় বরযাত্রী।' বাঁড়ুয্যে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালেন তেরছা চোখে: 'আপনি একটা বামুন-পণ্ডিত হয়ে একটা ছোট জাতকে আদর যত্ন করতে গেলেন? আর এত মোহিত হলেন যে আরের দিন আবার নেমন্তন্ন করে দিলেন—'

"ভজুনে লোকদের জ্ঞান-বুদ্ধিও ঐ রকমই হয়ে থাকে। কাছা-কোঁচার সামেল্য বলতে পারে না। যত সব—হয়ে।' ভটচাযও গরম হয়ে উঠলেন: গোসাই, ওয়ার্নিং দিচ্ছি। যদি আরেক দিন আসে—'

গোঁসাই মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'তোমরা বড় পরশ্রী-কাতর। এত খুঁটিনাটিও তোমাদের চোখে পড়ে।'

'আমরা পরশ্রীকাতর?' বাঁড়ুয্যে আবার তেলে-বেগুনে হলেন: 'বেল পাকলে কাকের কি হে? মুচিনির খাপরা জ্বলনে আমরা ম্যাড়মেড়ে হব কেন? আপনি তো আচ্ছা আদমি—'

'বনের অগ্নি দিগদাহ করে বলেই আমাদের ভয়। বেশ, আপনি যা ইচ্ছে তাই বকুন গে, আমরা একপ স্থানে থাকতে রাজি নই—এক মুহূর্তও নয়—' প্রায় বেরিয়ে গেলেন মুখুজ্জে।

'আরে ভাই, সামান্য বিষয় নিয়ে কেন মাথা গরম?' গোঁসাই মিনতি করলেন। 'পরের ঝগড়া কেন ঘরে আনা? বিদেশ নিয়ে কেন দশের মধ্যে ঝগড়া বাধানো? বোসো ভাই বোসো,

'তাহলে আপনি অন্যায় করেছেন স্বীকার করুন—' ভটচায নাকের ডগাটি উঁচিয়ে ধরলেন।

'আরে ভায়া, হরিনামে বিপত্তি অনেক। তা জানি। ন্যায়-অন্যায় কে কি বলবে—যে যেমনি বোঝো।' বললেন গোঁসাই।

'ও সব ভড়ঙে কথায় ভুলছিনে। দোষ আগে স্বীকার করুন।' মুখুজ্জের ভঙ্গি একেবারে আস্তিন-গুটানো।

ধলু পাশের ঘর থেকে শুনছিল এতক্ষণ। সে এবার উপ করে লাফিয়ে পড়ল। পড়েই মারমুখো ভঙ্গি করলে: 'যত দোষ গোঁসাই বাড়িরই হয়, আর কোনো বাড়িতে হয়না? জানিনা কিছু? মরে আর সকলে?'

'আহাহা সে কথা নয়, সে কথা কে বলে?' সবাই এক বা তুললে: 'কিন্তু হলো একটা মুচিনি নিয়ে এত বাড়াবাড়ি—'

'কেন, মুচিনি কি গোসাই বাড়িতে ভোজ বেঁধেছে—না,

পরিবেশন করেছে? মুড়ি ভেজেছে, না, ঠাকুরের ভোগ-রাগ করেছে? একটা তামাসা জুড়ে দিয়েছে সবাই—'

'আহাহা, সে কথা নয়, সে কথা কে বলে?' সবাই আবার ডাক ছাড়লেন।

'বাবাকে নিরীহ মানুষ পেয়ে যার যা খুশি তাই বলছেন। আর আমি গিয়েছিলাম মুচি-বাড়ি?' কোমরে হাত রেখে তেরিয়া হয়ে দাঁড়াল ধলু: 'কেন গিয়েছিলাম জানেন?'

'আহাহা, তোমার কথা কে বলছে? তোমার কথা কে বলছে?'

'তোমার কথা কে বলছে!' টিটকিরি দিয়ে উঠল ধলু: 'যখন একধার থেকে বলতে লাগব সবাইর কুলের কথা খুলে, কুলীনের কুল বনকুল শেয়ালকুল করে দেব। বেশি চ্যারক-ফঁ আমার কাছে করতে হবে না—'

'আহাহা, সে সব কথা কেন তোলো?' মুখুজ্জে উঠে ধলুর পিঠে হাত রাখলেন: 'কথা হচ্ছে, ও জঞ্জালটাকে কি করে তাড়ানো যায় গাঁ থেকে—'

'হ্যাঁ, সবাই মিলে যুক্তি আঁটো।'—বাঁড়ুয্যে ও সালিশের সুর ধরলেন।

'কেন যাবে ও শুনি? ও অন্যায়টা কি করেছে?' ঘাড়ঝাড়া দিল ধলু।

'আহাহা, ন্যায় অন্যায় ছাড়ো, এত বড় একটা জলজ্যান্ত

পাপ গাঁয়েব মধ্যে মাথা তুলে থাকতে দেয়া উচিত নয়।'

বললেন ভটচাজ: 'বানেব ঘোলা জল ঢুকে গাঁয়েব জল ময়লা কবে দিক এই কি চাও হে বাপু?'

'আহাহা, কি একেকখানি নির্মল সরোবর আপনাবা।' ঝাজিযে উঠল ধলু: 'কেন, এত ভয় কিসেব? না, আবো কিছু আদায় কববাব মতলব?'

কি গেবো বে বাবা! কি কুগ্রহ এসে জুটল!

'তা হলে, কি বলেন গো গোঁসাই, মেয়েটা এখানে বাবোমেসে বাসিন্দে হবে?'

'আব বোজ তোমাব ঘবে মালিনী-মিলনেব গান গাইবে?'

'মেযেটাকে তাড়াবাব মধ্যে তাহলে আপনি নেই?' বাড়ুয্যে গনগন কবতে লাগলেন।

'আছি বৈ কি।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন গোঁসাই: 'সৎকর্মে বাগড়া দিয়ে ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী হবাব ইচ্ছে নেই।'

'সৎকর্ম?' বাপেব দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কবল ধলু।

'তা ছাড়া আবাব কি। এখানে বসে থাকলে ওব ব্যবসা চলবে কি কবে? বসে খেলে বাজাব ভাণ্ডাবেও কুলোয না। যাবে বৈ কি একদিন—'

'তাই বলুন। ও আপনা থেকে যাবে, যে দিন ওব খুশি। আমরা তাড়াবাব কে?'

'ও একই হল। ও ভাবল, নিজেব থেকে গেলুম, আমবা

ভাবলুম, তাড়িয়ে দিলুম।' গোসাই আবার ধোঁয়া ছাড়লেন ঃ 'সব মায়া। সব ভাব উঠছে। কার কর্ম কে করে। কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।'

'চলো হে—' উঠে পড়লেন ভটচাজ। 'বাপে-পোয়ে মায়াবাদ সুরু হয়েছে—'

'মায়া বের করছি।' রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলেন বাঁড়ুয্যে।

'ওহে, আমিও আছি হে একযোগে—' মুখুজ্জেও সঙ্গ নিলেন। বললেন, 'দেখো হে, সাবধানে, বাটিও না ভাঙে, বাঁকাবটিও না টুটে—'

ছোটনোক, ছোটজাত—এ গাঁ হেঁজিপেঁজিব গাঁ, এখানে কি আব তাব আঙা চরণ পড়তে পাবে ?

'বলিস কি ? জন্মদাতা বাপেব মবাব খবব পেযেও আসবেনা একবাব ? চিঠিও দেবে না একটা ?'

চিঠি ফিটি সে দেয় না, কাকি। বলে, সোময় নাই। মাস কাবরায় শুধু টাকা পাঠায়। কই, টাকাও তো এখনো এলো না। কি হবে গো—

সন্তোষীর শোকেব পাথাবে আবার ঢেউ জাগল : 'হা কাকি, আমার মরণ হল না ক্যানে ? উদুব বাবা ক্যানে মলো ? আমাব কোনো কাজ কবতে না পাবলেও আমাব দুযোব আগলে বসে থাকত। কথা না শুনতাম, তাব কাশিব বজটাও তো শুনতাম কাকি। এখন আমাকে কি বেপদে ফেলে গেল গো—যদি উ না মবত তবে তো আমি এমন খবচাব তলে পডতাম না—'

'ওগো, এই পাডায় তুলসী দাসী কে আছে গো ?' দবজায় ডাক-পিওন এসে হাঁক দিল। 'ঠিকানা দিয়েছে পটু মুচিব বাডি। কই গো, কাব নাম তুলসী দাসী ?'

সন্তোষী উথলে উঠল। আলথাল শাডী ঠিকঠাক কববাব সময় না নিয়েই ছুটল সে দরজার দিকে। চেঁচিয়ে বললে, 'ওগো আমার মেয়েব নাম —[illegible] সমাচার ?'

'তোমার মেয়ের নাম তো তুফানি। সে নয়, আর কেউ হবে। তুলসী দাসীর নামে একশো টাকার মনি অর্ডার আছে—'

সন্তোষী এক গাল হেসে ফেলল। বললে, 'ঐ তুফানিই এখন তুলসী। তার মান-সম্মান কত এখন, কত মোকদ্দমা! কিছু জানোনা বুঝি? আর কি তাকে আগের ঐ গাঁ-ঘরের নামে মানায়? তার এখন শহুরে বোলচাল, শহুরে কায়দা কানুন। চটক-চমক কত, রাব-দাব কত গো। ক্যানে, দেখনি আমার বিটিকে?'

ডাক-পিওন চুপ করে রইল।

'তাই তো বলি, মেয়ে আমার কি অমনি কঠিন হবে। ঠিক-ঠিক টাকা পাঠিয়ে দেছে। ওগো তুমি ক্যানে চলে গেলে, এক সঙ্গে এই এত টাকা, একশো টাকা দেখতে পেলেনা—কত কষ্ট পেয়ে গেলে গো—' সন্তোষী আবার শোকের ঢেউ তুললে।

ডাক-পিওনের তবু সন্দেহ যায় না।

'ওগো, এ পাড়ায় আমার মেয়ে ছাড়া আর কারু সাধ্যি নেই তুফানি থেকে তুলসী হয়। টাকাটা দয়া করে দেন মাশায়।' সন্তোষী হাত বাড়াল: 'টাকা ফেরৎ গেলে আমার স্বামীর ছাদ্দ-কিরিয়া কিছুই হবে না। সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

পাড়ার দু-তিন জন পুরুষ হাঁ করে শুনতে লাগল দূরে দাঁড়িয়ে। বিধিও নেই, ব্যাপারও নেই—এমনি ভাব।

একটা মেয়েছেলে কে আসছে এদিকে।

'হ্যাঁ গা, তুলসীকে চেন?' জিগগেস করলে পিওন।

'আজ্ঞে মাশায়, না। এ পাড়ায় তুলসী বলে কেউ নাই। অত ভদ্দর-শদ্দর নাম মুচি-পাড়ায় হয় না।'

আবো একজন মেয়েছেলে দেখা গেল।

'হ্যাঁ গা, তুলসী বলে কেউ আছে হেথা ?'

'তুলসী। সে আবার কি। তুলসী তো মাশায় গাছ, মানুষ হলো কবে ?'

'তুমি বাপু ডাকঘবে একবার যেও। টাকা তো আমাব সঙ্গে নেই, সেখান থেকেই বিলি হবে। মাস্টাববাবুব কাছে গিযে সাক্ষী পেবমান দিও, তিনিই সব ব্যবস্থা কববেন—' পিওন চলে গেল।

সন্তোষী পডল এবাব শুষনিব মা'কে নিযে।

'আচ্ছা নেকি বটিস তো তোবা! তুফানিকে কলকাতাব সুবাদে তুলসী বলে না ? ভাত কবে খায, তাব জগৎ বৈবী। আমাদেব সুখে কি তোদেব মন পোডে না ? এমন চোখখাগী হলি কবে ?'

'ওমা, আমবা কি জানি ? তুফানি আবাব তুলসী হল কবে ?'

'ডাক-নাম আব ভাল-নাম থাকে না ভদ্দবনোকেব ? তোবা যি খোকা-খুকি বলিস, সিই কি তাদের নাম হয় ? তোরা কি কেবল মুচিই হা লো ? কোনদিন তোদেব জ্ঞান-ঘেন্না হবে না ?'

'তা আমবা কি কবে জানব কোন নামটা ভাল আর কোন নামটা মন্দ ? আমাদের টুকচে বলে দিলিনা ক্যানে ?

'এ আবার বলতে হবে কি ? নাম আজানা হলে কি হয়,

আন্দাজ কবতে পাবিস না ? এক মুস্তে একশো টাকা ওজকার কবাব মত কেউ আছে আব এ পাড়ায় ? তোবা কি কোনদিন সাবালক হবি না টে ?'

গজবাতে লাগল সন্তোষী। উদুকে নিয়ে হাজির হল গিযে ডাকঘবে।

'ওগো তুলসীব নামেব টাকাটা দিযে দাও। মবাব উপরে আব খাঁড়াব ঘা দিও না। তুলসী আমাব কন্যে। কলকাতায় গেলে কথা-বার্তা সব সাফসুতবো হয়ে যায়। নামেও চূনকাম পড়ে। দযা করুন ক্যানে। এক জায়গায় আছি সকলে, শকুনি-গৃধিনী হযে আব কাকেব মাংস খাবেন না।

ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টাব নাকেব ডগায় চশমা বেখে বললে, 'টাকাটা তুলসী দাসাব নামে আছে। তোমাব নামে নাই। পাঠাচ্ছে দেবদাস হাড়ডি—মার্চেণ্ট—কলিকাতা। তা তুলসী তোমার মেযে না কে তা কে জানে ?

'কে না জানে মাশায় ? সমাই জানে। বুদ্ধিব গোড়ায় ধোঁয়া দিলে আপনিও জানবেন। বলি, পটু মুচির বাড়ি বলতে আব কোন বাড়ি আছে মুচি-পাড়ায় ?' সন্তোষী কোমব বাঁধল।

'তা তোমাব সেই মেয়েও তো গাঁয়ে নাই—'

চাবদিক আঁধার দেখতে লাগল সন্তোষী। শুধু নামেব গুমোব কেউ বুঝবেনা এই পাড়াগাঁয়ে ? হায়, হায়, তুলসী

বলে সন্তোষী কি চালান হতে পারত না ? কেন বলতে গেল ও মেয়ের নাম ? মেয়ে তার কে ? পর, পর একশোবার পর। পর-পিত্যেশী না রাত উপোসী। পরের হাতে থাকে ধন, পেতে হয় অনেকক্ষণ। আর তোরেই বলি, হাড়ডি না চামড়া, টাকাটা শাশুড়ির নামে পাঠাতে পাল্লি নে ? আমি কি এতই ফেলনা ?

পটুর উদ্দেশে শোক তুলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি ভেবে সন্তোষী জিজ্ঞাসা করলে, 'দেখেন তো, কোনো চিঠি নাই ?'

সত্যিই তো, চিঠি আছে একটা খোদ সন্তোষীর নামে।

কে নিখেছে দেখেন না।

আর কে। তুলসী ওরফে তুফানি।

কি, বলেছিলাম না ? মেয়ে আমার নোক্‌খি গো—আর ভদ্দরনোক সাক্ষাৎ জনারদন গো। কথায়ই বলে, নোকখি জনারদন ! মেয়ে আমার আখ-গাছটি দেবেনা, গুড়-ভাড়টি দেবে। খুব বুঝদার মেয়ে।

'কাঠটা পড়ে দিন ক্যানে—'সন্তোষী এগিয়ে এসে একটা আনি দিল।

মাস্টারবাবু পড়তে লাগল: 'খুব ভুল হয়েছে মা। আমি দোকানদারকে বলেছিলুম যে আমি আজই দেশে রওনা হব। তাই দোকানদার আমার নামে টাকা পাঠিয়েছে। বোধহয় টাকা পাবে না। আমি বুধবার যাব। বিশেষ কাজে দুদিন

দেরি হয়ে গেল। স্টেশনে যেন লোক থাকে, আর কান্দিতে এসে যেন গরুর গাড়ি পাই। তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করব। ইতি—তুলসী ওরফে তুফানি।'

'তাই বলেন। তাই বলেন। মেয়ে আমার অত কাঁচা লয়। হাড়ডিকে যে ঘাল করেছে তার নিজের হাড়ে ভেলকি খেলে। বেশ ঘাগু মেয়ে, চোস্ত মেয়ে পয়মন্ত মেয়ে—'

সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল, তুফানি আর সেই তুফানি নেই, তুলসী ব'নে গিয়েছে।

'কি ভাগ্যমানি মেয়ে মা! চেহারা বদলাল, অবস্থা বদলাল, কথাবার্তা বদলাল—শ্যাষকালে কিনা লামটাও বদলে গেল। ই একেবারে লতুন মানুষ হয়ে এল ধরাধামে। কি অদেস্ট করেই এসেছিল! কি পাশাই খেললে এসে তুনিয়ায়।'

বলাবলি করতে লাগল মায়ে-ঝিয়েরা।

'ঘর করতে দড়ি, আর বিয়ে করতে কড়ি। আর বাবু করতে হরি। হরির দয়ায়ই এত ঐশ্বয্যি। লামই বলো টাকাই বলো রূপই বলো সুখই বলো—'

আর আমাদের সব লাম কি? খুদি-বুধি-গুষনি-ভুতনি। চেহারা নাই পয়সা নাই, লামটাও কি একটা ভাল দেখে থুতে পাল্লি না?'

তুফানিরই বা কি চেহারা ছিল, কি ছিরির ছিরকুট! ওলো

আগে খায়, আগে যায তার নাগাল কে পায। তোবা অমন অদেষ্ট কবে এসেছিস ? ভদ্দবনোকী লাম থুলেও এমনিই বেহাল থাকতিস। অদেষ্টেব নেখন আব গোববেব মবণ। আব ওব ? ওর এখন বাবো মাসে তেরো পূজো—

চৌদ্দ

নবদ্বীপ থেকে সতীশ এসেছে সস্ত্রীক।

সতীশই লোক আর গাড়ি নিয়ে গেল ইস্টিশানে। যেন পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে গাঁয়ের কোনো মহারাণীকে আনতে গেল।

তুফানি এবারও একা আসেনি—সঙ্গে তার দুটো প্রাণী। তবে এবার আর মানুষ-পুরুষ নয়, একটা কুকুর আরেকটা পাখি। পাখিটা খাঁচায়, কুকুরটা শেকলে বাঁধা।

আরো জমকালো হয়েছে তুফানি। আরো ভারিক্কি। আরো মজবুত।

দিনে-দিনে এসেছে ট্রেনে, কিন্তু গাঁয়ে এসে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে রাত। তবু সেই রাতেই মেয়ে-বউর দল ভিড় করে এসেছে দেখতে, কারু হাতে লম্প, কারু হাতে বা লণ্ঠন। এবার তুফানির আরো বেশি চোট-চাপট। আরো বেশি ভোগ-রাগ। শরীরে যেমন মাংসও বেড়েছে তেমনি বেড়েছে গয়নার গরম, সঙ্গে-সঙ্গে বয়সের গরিমা। মুখখানিও বেশ পুরন্ত হয়ে উঠেছে। দু কানে ঝুলছে দুটো গোলক লণ্ঠন। আগের বার শুধু একটা 'সটকেস' ছিল, এবার দু-দুটো টিনের সিন্দুক। এবারে চাবির গোছারও ওজন বেড়েছে। সঙ্গে আবার একটা হারমোনি এনেছে, কি মজা, গাওনা চলবে দিন-রাত। বিলিতি কুকুর একটা সঙ্গে, খাঁচায় ওটা কি পাখি গো ঠাকুরঝি, হরিয়াল না ময়না?

একেই বলে বুধাদিত্য যোগ। গোলের মাথালবা বলাবলি করতে লাগল, মুচিদের যারা ঠাকুর-পণ্ডিত। এ ইন্দ্রের সভায় অম্বুবতী নর্তকী ছিল হে। সে আবার কে? কি বিপদ, তা জাননা? ইন্দ্রের সভায় নাচতে গিয়ে সামান্য তালভঙ্গ হয়েছিল তার। সেই অপরাধে মর্তলোকে জন্ম নিলে। তালভঙ্গ কোথায় হে খুড়ো? চলন-দোলন দেখেছ? মেদিনী যে লজ্জা পাচ্ছে।

তুফানি নিজেই সব কাজের ভার নিলে। জিগগেস করলে সতীশকে, 'জাত-জ্ঞাতদের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত হল?'

সতীশ বললে নিরীহের মত, 'পয়লাই তারা গাঁয়াতদণ্ডি চায় পঞ্চাশ টাকা—'

'বেশ তো দেব। দেশাচার মানতে হবে বৈকি—'

'আর বলে কি, ডাল-ভাত খাবেনা, লুচি মিষ্টি খাবে।' সতীশ পিটপিট করে তাকাল।

'নিশ্চয়। একশো বার। আমার পিতার শ্রাদ্ধ—তাতে কি কলাইয়ের ডাল আর তেঁতুল-টক খাবে? মনে থাকে যেন এ-গ্রাম ও-গ্রাম সব কুটুমকে নেমন্তন্ন করা চাই। সব কুলকুষ্ঠী জেনে নিও ঠিক-ঠিক।'

'শুধু লুচি মিষ্টিতে তারা সন্তুষ্ট নয়।' মাথা চুলকাল সতীশ: 'মদ চায়। কতজন বংশকালে খায়নি পেট ভরে। তোমার দৌলতে এ যাত্রায় যদি—'

'সতীশদা, সেই মদের গোলা? সেই গরম জল? উঃ,

হাউ ন্যাস্টি।' তুফানি নাক কুঁচকাল: 'আচ্ছা, ভাল জিনিস দিতে পার না কিছু? একদিন একটু ভাল জিনিসের স্বাদ বুঝত ওরা।'

'ওরা ওসব কিছু বুঝবেনা দিদি। দেশ-নিয়মে যা চলে, ওদের তাই পছন্দ। ভাল জিনিস দাও, ওরা ভাববে, ওদেরকে ঠকাচ্ছ বুঝি। ওরা ওদের চেনা মালেই সন্তুষ্ট—পরিমাণটা একটু অধিক হলেই—ব্যস।'

'কি ব্যাকওয়ার্ড ওরা।' যেন মায়ায় বললে তুফানি। ঘৃণায় নয়।

'তা আর বলতে। কেউ ছালা বয়, কেউ মুনিষ খাটে, কেউ বিবিয়ানি করে—'

'তবে তাই। যাতে ওদের মন ওঠে, যাতে ওদের পেট ভরে। ডুলির কড়িতে বিবি বিকিয়ে যায় সোভি আচ্ছা—ওদের খাওয়াও ইচ্ছে মত।'

'দানের মত মানুষ হয়েছ, খাওয়াবে বৈকি।' সতীশ বললে, 'কালকেই কাঠুরেদের খাওয়াতে হয়।'

'সে আবার কে? কাঠ কেটেছে নাকি?'

সতীশ হেসে উঠল: 'এত বিদ্বেন হয়ে এ জাননা? কাঠুরে মানে যারা শ্বশুরমশাইকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়েছিল।'

'শ্মশানযাত্রী বলো। এদেশের অনেক কথা ক্রমে-ক্রমে ভুলে যাচ্ছি। হারিকেনটা এগিয়ে দাও তো—'

'হারিকেন নয় দিদি, হাঁরকল।' সতীশ আবাব হেসে উঠল।

'উঃ, কি 'সিলি'। এ দেশ কবে সভ্য হবে?' তুফানি ফিবল, হঠাৎ বললে, 'আচ্ছা বোষ্টমদেব বলবেনা?'

'ওদেবও বলবে নাকি?'

'বা, নিশ্চয়ই বলব। একটু নামকীর্তন হবে না? বাড়ি আব মাঠ, মাঠ আব বাড়ি, এই নিয়েই তো ঘবগুষ্টি তাঁত-বোনাবুনি কবছে, মাঝে মাঝে এক-আধবাব ওপবেব দিকে তাকাক, তাকাক একটু হিয়েব অন্ধকাবে—'

'তোমার এখন উঠতিব মুখ, তুমি যা বলবে তাই সমাজে বিকুবে দিদি—'

'না, বোষ্টমদেব বলো। আমাদেব এখানে না খাক, সিধে নিতে তো ওদের বাবণ নেই। যাদেবই বাধা-বারণ নেই, তাদেবই নেমন্তন্ন। তুমি ধোম্বল দিয়ে দাও।'

তুফানির দিদি কাছাকাছিই ছিল। শুকনো মুখে বললে, 'তোর দেখি অনেক পয়সা—অনেক টাকাবড়ি—'

'অনেক নয দিদি, অনেক নয়। অনেক কি কাকব হয় কখনো? তবে যুগ্যি সন্তান হয়ে বাপেব শ্রাদ্ধটা একটু জাঁক-জমক কবে করবনা? কি বলো তুমি?' তুফানি একটা ঘুবনা দিল।

'তা করবি বই কি, কর। কিন্তু খোলামকুচির মত টাকা নষ্ট করিসনে।' দিদি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল: 'আমাব পেটে

কটা গুঁড়োগাঁড়া আছে তাদের দিকেও একটু তাকাস চোখ তুলে—'

'অনেকের দিকেই তাকাতে হবে দিদি। তুমি কিছু ভেবো না। সব হবে। যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধেনা? প্রথমত বাড়ি-ঘরটা মেরামত করতে হবে। দোকানদারকে বলে খুড়কে কলকাতায় চাকরি দিয়ে দিয়েছি। উদু বাড়ি আছে, ওকে ভালো দেখে কিছু জমি করে দেব। বছরের ধান যাতে চলে যায়। নতুন একখানা ঘর তুলে দেব মাকে। আমি বাড়ি এলে থাকতে পারব। এখনো অনেক কাজ পড়ে আছে। তা তোমার কিছু ভাবনা নেই দিদি—' ঠাট্টার ভঙ্গিতে তুফানি হাসল: 'রস এখনো মরে যায়নি—'

দিদির বদলে সতীশই পালটা টিপ্পনি ঝাড়ল: 'রস মরে গুড়, গুড় মরে ভুরো। তোমার কিসের অভাব?'

'বয়স কিছু নয়, সতীশদা। আসল হচ্ছে হাসি।' তুফানি হাসির পাখা মেলল: 'আসুক দেখি মুন্সি মশায় পেড়ে দেব পাটি, হেসে হেসে কইব কথা সকল করব মাটি।' পরে দিদির দিকে তাকাল: 'এখনো আউট হয়ে যাইনি। তা ছাড়া পুরোনো চালে ভাত বাড়ে।'

'আবাগী দিদিকে ভুলে যাস না। চিমড়ে শুকনি হয়ে পড়ে আছি, খাদ্য-খরচেরই অভাব মেটেনা—'

রাত ভোর হতে না হতেই গাঁয়ের ছেলে-মেয়ের আমদানি সুরু হল।

এবার তিনটে জিনিসই ভয়ের। কুকুর, পাখি আর হারমোনিয়ম। ভয়ে-ডরে কেউ কাছে ঘেঁসতে ছুঁতে-ধরতে সাহস পায়না। হাত বাড়ায় আবার গুটোয়। একবার এগোয় আরবার পেছোয়। কোথায় কি ভোজবাজি ঘটে যাবে কে জানে।

বেলা করে ঘুম ভেঙেছে তুফানির। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বাসি মুখে ককিয়ে উঠল: 'ও সতীশদা, একটু চায়ের ব্যবস্থা করোনা ভাই। বেড-টি তো আর জুটবেনা এ দেশে—'

হন্তদন্ত হয়ে উঠল সতীশ: 'এই যে দিদি করে দিচ্ছি। গরমজল চাপানোই আছে।'

'শুধু চা-চিনি-দুধ হলেই তো চলবেনা, কাপ-পট লাগবে। সেবার আঁচলে করে ধরে কাঁসার গ্লাশে চা খেয়েছি, উঃ বাবা, সে কি দুর্দশা! এবার তাই সব কাপ-পট ছাঁকনি-চামচ নিয়ে এসেছি—'

দিদি বললে, 'তুমি যাও, নিয়ে এস সরঞ্জামগুলো, আমি দেখছি ইদিকে—'

সতীশ হুকুম তামিল করতে ছুটল।

'বাবা, কাল রাত্রে সেই এক কাপ খেয়েছি ইস্টিশানে। তোমাদের যে কি ব্যবস্থা—'

তুফানি-দিদিকে উঠতে দেখে ছেলেমেয়ের দল এগিয়ে এসেছে।

'দেখ, দূরে দাঁড়িয়ে দেখ—' তুফানি গম্ভীর হয়ে বললে, 'কেউ কুকুরের চেন ধরে টেনো না যেন, ঢিল ছুঁড়ো না। বদরাগী ইংরেজ কুকুর—রাগলে কারুর নিস্তার নেই। আমারই তখন থামাতে কষ্ট। এসো, বসো, দেখ, পাখির বুলি শোন—আহাহা, খাঁচা ধরে নেড়ো না—'

'আমরা বাজনা শুনব।' বললে একটা মেয়ে।

'বিকেল বেলা শুনোখন।' হাসল তুফানি।

'আমরাও আপনার সঙ্গে গাইব—'

'বেশ তো—'হাসির গররা তুলল তুফানি।

'মা বলেছে, আপনার মত গান শিখতে পারলে শহরে গিয়ে লহর তুলতে পারব।'

হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়ল তুফানি।

পনেরো

কমলকৃষ্ণ গোঁসাইর বৈঠকখানায় আগের মতই দু-কলকে তামাক পোড়ে, খোসগল্প হয়, খোল-করতাল বাজিয়ে হরিনামের কীর্তনও ওঠে। বেহিসাব কেচ্ছা ওড়ে দুনিয়ার।

রাত প্রায় নটা, আসর ভাঙো-ভাঙো, দু-তিনটে লোক হেরিকেনের আলো হাতে চলে যাচ্ছে দেখা গেল।

'কে যায়?' গোঁসাই হাঁক পাড়লেন।

'আমরা গো। ভজহরি, ত্রিলোচন—'

'কোথা যাও?'

'বাড়ি ফিরছি।'

'গেছলে কোথায়?'

'আমরা একটু হরিনাম গেয়ে এলাম।'

'কোথা হে?'

'এত কথা পথে দাঁড়িয়ে বলা যায়না মাশাই।'

ভজহরিরা বৈঠকখানায় উঠে এল।

'কি ব্যাপার হে?'

'পটু বায়েনের বিটি তো জবর দরের লোক হয়েছে মাশায়।' ভরা গলায় বললে ভজহরি, 'খুব জোর আয়োজন করেছে বাপের শ্রাদ্ধের—'

'তাই নাকি ?' সকলে চোখ তাকাতাকি করতে লাগল ঃ 'তোমাদেরও নেমন্তন্ন ছিল নাকি হে ?'

'আমরা বোষ্টম গোঁসাই গেলাম নাম গাইতে—বিদায় যা দিলে—'

'বলো কি ?' সবাই খাড়া হয়ে বসল।

'প্রত্যেককে একখানা করে নতুন কাপড, নগদ পাঁচ টাকা—একটা সিদে, তাও প্রায় পাঁচ টাকার হবে গো। তা ছাড়া একসের ময়দা, এক পো ঘি আর মিষ্টির বাবদ এক টাকা—'

'খুব নেশা লাগিয়ে দিয়েছে নাকি হে ?' বললে বাঁড়ুয্যে, 'গুল মারছ খুব—'

'মিথ্যা কথা লয় বানিজ্যে মাশায়। এই দেখুন—' ঝুলি-ঝোলা ফাঁক করল বোষ্টমেরা, ট্যাঁক থেকে টাকা খুলে দেখালে। 'মিথ্যা বলে আমাদের লাভ কি ? এমন একটা ভীম-ভৈরব কাণ্ড দেখিনি দেশে-গাঁয়ে। কি দরাজ হাত —'

'তেমনি দরাজ গলা!' বললে ত্রিলোচন, 'আমাদের সঙ্গে হরিনাম যা করলে, আহাহা, আমরা তো বাজাতেই পারলামনা।'

'বলো কি, হরিনামও হল নাকি ?' গোঁসাই উৎসাহে উলসে উঠল।

'আহা, সে কি নামগান! দীনের হীন দীনের দীন হয়ে সে কি ভক্তি! গলায় সে কি মধু!'

'নইলে কালাকালের কর্তা এ ভেলকি দেখাবেন কেন প্রভু ?'

ভজহবি বললে, 'গান ভাঙাব পর জানলাম, অনেক টাকাব মানুষ হয়েছে আজকাল। ব্যাঙ্কে ছ-হাজাবেব মতন নাকি আছে, গায়ের গহনাও প্রায চল্লিশ-পঞ্চাশ ভবি। তা ছাড়া কলকাতায় ডালেব দোকান, বাড়িও নাকি একখানি হয়েছে। সোজা কথা লয় মাশায—'

'বাজে কথা। বিশ্বাস কবিনা।' মুখুজ্জে সবলে মাথা ঝাড়া দিলেন।

'কি বল্লেন দাদাঠাকুব, আমাদেব মিথ্যা বলবাব দবকাব? আপনারাই খোঁজ লিযে জানতে পাবেন। লোক মাশায় ভালো। খুব উচ্চ লজব। আমবা দু'পযসা পেযেছি বলে খোসামুদিব কথা বুলছিনা—'

ত্রিলোচন আবো একটু বং চডাল: 'শুনছি খুব বড কবে খাওযা দেবে জাত-গিযাতদেব। মোটা টাকা খবচ কববে। তাবপব কিনা জোলান জমি কিনছে ক বিঘে, ঘব তুলছে—খুব জোল-জমাট দেখাচ্ছে। বটে কিনা বলুন ক্যানে—'

এ ওব মুখেব দিকে চেযে সবাই চকিতে স্তব্ধ হযে গেলেন।

এত যার টাকা, এত যাব প্রতাপ, তাকে কি আব তাডিযে দেওয়াব কথা ভাবা যায়? আব কি তাকে ধবম দেখানো চলে?

'যিনি পাপ হরণ কবেন তিনিই হবি। তাঁব নামই হরি-নাম।' আপন মনে বললেন কমলকৃষ্ণ: 'ওবে একদিনে

হযনা, কিন্তু একসময়ে না একসমযে হবেই। বাডিব কার্নিশে যদি বীজ পড়ে, তাহলে বাডি ভেঙে পাডে গেলেও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হবে। যদি একবাব অাঁকুব হয তা হলেই ফল —'

'কি, যাবেন নাকি একদিন সঙ্গ কবতে?' মুখুজ্জে মুখ টিপে হাসলেন।

'ডুবে-ডুবে জল খেতে?' বাঁডুয্যে চোখ ছোট কবলেন।

'কোলে বসে খোল বাজাতে?' ভটচাজ্জেব বাগটা সব চেয়ে ঝাজালো।

'কি দবকাব। আমাব নিজেব হাতেই লণ্ঠন আছে, আমি টিকে ধবাবাব জন্যে কেন পবেব দোবে প্রত্যাশী হব?' বললেন কমলকৃষ্ণ: 'গামছা কাঁধে ফেলে আমি গামছা খুঁজতে বেরুইনা।'

ষোলো

উঃ, কী খাওয়াটাই খাওয়ালে বলো তো! উঃ, কী মেঠাই! আঃ, মদের কী সোবোত!

জটু মুচির খুব নেশা হয়েছে। টলে-টলে পড়ছে। বাড়িতে ঢুকেই পরিবাবকে ডাকলে: 'ও নোক, ও নোকটা, ইধার আও। হিঁয়া খাড়া হও। হামারা বাত শোনো।'

কোলের ছেলেটা কাঁদছিল, তাকে বুকের গরমে ঠাণ্ডা করছিল সুবাসী। আঙনায় নেমে কাছে সরে এসে বললে, 'কি বুলছ?'

'বুলছি ভালো। ত্থাখ দেখি চোখ মেলে, বেশ ভালো করে তাকিয়ে—আমার মাইরি চোখ বুজে যাচ্ছে—ত্থাখ দেখি ওই দিকে, ওই নীল শাড়ির দিকে—অমন শাড়ি কখনো দেখেছিস? দেখেছিস অমন ঘুবন-পাক?'

'তুমি দেখ।' ঘাড় বাঁকিয়ে ছিটকে চলে এল সুবাসী।

'আমি দেখব বটে, তুইও ত্থাখ। বাপরে বাপ, যা শুনিনি কানে তা দেখলাম নয়ানে। শালোর ভগমান আমাদিকিন কেন মানুষ করেছিল তাই ভাবছি। হাবে, কথায় বোলে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। তা দেখছি হয়।'

সুবাসী উঠে এল ঘরের দাওয়ায়। বললে, 'কলাগাছ ছেড়ে শাল গাছ হয়।'

'আরে, শাল গাছ ছেড়ে শাদা চন্দনের গাছ। সেই যুবতি-চণ্ডী তুফানি, তার শাড়ির আজ প্যাঁচ কত রে! বাহবা মেয়ে, বাহবা কপাল! আমি তো বাপের জন্মে শুনিনি কি দেখিনি মুচির ভোজে লুচি-ফলার। বাবাঃ, দেশের মুচিকে তাক লাগিয়ে দেছে।'

'নাগাবে না ক্যানে? টাকার কুমির হয়েছে যে।' যেন কত তাচ্ছিল্যের এমনি ভাবে বল'ল সুবাসী।

'তুমিও তো মেয়ে বটো। ঐ রকম বরো দেখি! টাকার কুমির না হও টাকার একটা টিকটিকি হও দেখি। অত গয়না, অত কাপড়, অত টাকা—'

'আমি ওর মত ব্যবসা করব নাকি?' সুবাসী রাগের ঝাঁজ আনলে চোখে মুখে: 'আমি অমন গয়না-টাকায় নাথি মারি।'

'আহাহা, নাথি মেরোনা, পায়ে নাগবে। একটি পয়সা আনবার ক্ষেমতা নাই, আগটুকু আছে। বিষ নাই কামড়ানি আছে।' মুখিয়ে এল জটু: 'তোর হাতে লক্ষ্মী আছে হা টে? তুই তুফানির পায়ের কাছে বসতে পারিস?'

'তবে তুমি শোদ্দ চলো ক্যানে কলকাতা,' সুবাসী ঝামটা মেরে উঠল: 'ব্যবসাটা একবার দেখে আসি। চলো, ওর সঙ্গেই যাই, ঘর-দোরের ঠিকানা নিই। কিছু বলতে পারবেনা কিন্তু। কান ঠসা চোখ অন্ধ করে বসে থাকতে হবে। কি, পারবে? বলো, আজি হও, দেখি তুমি কেমন মরোদ!'

'তোর সুবোদ আর দেখিয়ে কাজ নাই। ঢের দেখেছি—' বাঁশের একটা খুঁটি ধরে জটু সামলাল নিজেকে।

'মদ মেরে এসে হুচুক জুড়ে দিয়েছে। ভগমান যাকে দেবে সেই পাবে। গয়না পরলেই সে ভাগ্যিমানি হয় না কি?' কোলের ছেলেটাকে বুকের উপর ঘন করে টেনে আনল সুবাসী: 'আমি কি কম ভাগ্যিমানি?'

খলখল করে হেসে উঠল জটু মুচি। বললে, 'তুই ছিরাধিকে।'

'আর তুমি বংশীবদন। তুমিও তো দেশে-দেশে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আসছ, তুমি কই ওন্নতি করতে পারলে? তুমি কই পয়সার মুখ দেখলে? নিজে পারবেনা, পরের দেখে টাটানি ক্যানে? যাকে দেখতে নারি তার চলন ব্যাঁকা, তার সঙ্গে হয় সদাই দেখা। নিজের মাগকে বুলছে বাজারে যেতে। এত কাল গেল, বুলে কেউ থো পেল না—'

'তাইতো বুলছি এখন, পারিস এমন বড়নোক হতে?'

'কে বুলবে বলুক তো দেখি কেমন বাপের বেটা, চড়িয়ে মুখ ভেঙে দেব না? মুচি হলেই হল, পথে পড়ে আছে। গরিব হলেই হল, তার আর সাধ সম্মান নাই? ভগমান যাকে যেমন থোবে, সেই তেমনি থাকবে—এতে আবার কথা কি! নালিশ-আপত্তি কি!' গজগজ করতে লাগল সুবাসী।

'তুকে থুয়েছে শ্যাওড়া গাছের মগ-ডালের উপর বসিয়ে।' জটু মুচি গাছে বসাবার ভঙ্গি করলে।

'বেশি বোকোনা বলছি। তাহলে আজ ঝগড়ার চরম হবে। তুমি যেখানে মদ ঠেকেছ সেইখানে যাও। তুমি গিয়ে বড়নোক হও।'

'ওরে আমি যদি বড়নোক হই, তা হলে কি তোকে থোবো ?' জটু মুচি নেশার ঝোঁকে দু-পাক ঘুরে গেল: যদি থাকে আমার চাঁড়াবাঁশি, বাই হেন কত মিলবে দামা—'

'ক্যানে ?' খচখচ করে উঠল সুবাসী: 'এখন ধান ভেনে গোবর কুড়িয়ে খেয়ে-না-খেয় ঘরকন্না করছি, দু'বেলা পিণ্ডি আঁদছি, তুমি বড়নোক হলে থাকবনা ক্যানে ? তা হলে আমি যদি বড়নোক হই, তা হলে তোমাকে খেতে পরতে দেব ক্যানে ?'

'তা হলে কারে দেবে নাইবি ?'

'আমার ভাইদিকিন দেব। যাকে খুশি তাকে দেব। বিলিয়ে দেব, ছড়িয়ে দেব—'

আহাহা, অত ঢেলে দিও না, নদমা দিয়ে ভেসে যাবে—'

যায় তো যাবে। তোমার আজকাল ভারি পয়সা-পয়সা টান ধরেছে। নিজে ওজকার করো, তবু পরের ধন দেখলে হিংসে হয়। ওর কি ওই সব কিছু ধন না দৌলত ? আখার ছাই, আখার ছাই।'

'আর তুর ?' তেড়ে ফুঁড়ে এল জটু মুচি: 'তুর এই ঢেড়া কানি, চামদড়ির মত চেহারা ?'

'ওব চেয়ে আমার অনেক বেশি ঐশ্বয্যি।' বুকেব ছেলেটাকে দুই বাহুর দোলায় দোলাতে লাগল সুবাসী।

জটু মুচিব চোখ তখনো সেই প্যাঁচালো নীল শাড়িব দিকে। চোখ না ফিবিয়েই সে বললে, 'ঐশ্বয্যি আব তুব গায়ে ধরেনা। কুকুরেব পেটে ঘি তো সয় না, তাই ঘা হযে বেবিযেছে সেই ঐশ্বয্যি।'

'ঘি সযনা বলেই ঘিয়েব পতি লোভ নাই। তবু তোমাব মত কুকুব-ভাতুডে হতে চাই না—'

বকাবকি ঝকাঝকি অনেকক্ষণ হল। আব আবাম পাচ্ছে না জটু মুচি। এবাব একটু হাতেব সুখ দবকাব। মদেব মুখে চাট, মদেব পবে চোট। তাই বলা নাই কওয়া নাই সুবাসীব পিঠে সে গদাগদ বসিয়ে দিল।

উলটে মারতে পাবল না সুবাসী, কেননা তাব দুই হাত জোড়া। বুকের উপব ঘুমন্ত ছেলে।

হল্লা চেঁচামেচি শুনে চলে এসেছে তুফানি। তাকে দেখে জটু মুহূর্তে হাত গুটিয়ে নিল। পাকানো চক্ষু স্থিব হয়ে গেল। মুখেব হাঁ থেকে আওবাজ না বেকলেও হাঁ বুজলো না।

তুফানি মুরুব্বিযানাব সুবে বললে, 'এখনো এমনি আছিস তোরা সব? সেই বকাঝকি, সেই গালাগাল? কি বে,' জটু মুচিব দিকে ঘনিয়ে এল তুফানি: 'এখনো সেই মদ খেলে মন মেতে যায়, বউকে একটু না বকে-মেরে থাকতে

পাবিস না ? ও কি কথা, মাববি কেন ? তোব বউ, তোর হাডেব হাড, মাংসেব মাংস। মদ খাবি তো গান করবি—'

তাবপব সুবাসীব দিকেও ে গিযে এল।

অনেক কাছে থেকেই তাকে দেখল সুবাসী। মহামহিম কিছুই খুঁজে পেলনা। নিজেব কান্না ভুলে গিযে বুকেব গরমে ছেলেব কান্না ভোলাতে বসল।

দেখল, আশ্চর্য, তুফানিই তাকে বেশি দেখছে। যেন তারই সংসাব-সম্পাত্তিব অন্ত নাই।

সতেরো

সকলবেলা ঝুরঝুরে হাওয়ায় তুফানি গাঁয়ের রাস্তায় হাওয়া খায়। সঙ্গে চেন-বাঁধা কুকুর।

শ্রাদ্ধ শান্তি কবে হয়ে গিয়েছে। নতুন চৌরিঘরও তৈরি হয়েছে একখানা। বিঘে চারেক জোলান জমির রবলাও সম্পাদন হয়েছে। রেজেস্ট্রিটা হলেই চলে যাবে কলকাতা।

চা খেয়ে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে তুফানি, এমন সময় একজন লোক এসে বললে, করালী মুখুজ্জে মশায় তাকে ডেকেছেন। যদি কিছু মনে না করে, যেন বেড়াতে-বেড়াতে একবার যায়।

কি ব্যাপার ? থমকে গেল তুফানি।

'কেন বলো তো ?'

'তা জানি না।' লোকটার মুখে এতটুকু ইঙ্গিত নেই।

'কোথায় যেতে হবে ?'

'আর কুথা ! তাঁর বাড়িতে।'

'কখন ? সন্ধের ? গা ঢাকা দিয়ে ?'

'না। বলেছেন, এখুনি। এমনি বেড়াতে-বেড়াতে। কি কথা আছে গোপনে।'

কে জানে রে কি কথা। খটকা লাগল তুফানির।

আজকাল অবিশ্যি তুফানিকে তাড়াবার কথা কেউ ভাবতেও

চায়না। তার কুকুর লেলিয়ে দেবে সে ভয়ে নয়—তার টাকা হয়েছে, সে টাকার ভয়ে। এখন সে মাথা উঁচু করে উঁচু খুরের জুতো পায়ে গ্যাটগ্যাট করে ঘুরে বেড়ায়—সবাই পথ ছেড়ে দেয়। বাড়িতে বসেও যা খুশি সে করে, ঘুমোয় বা গান গায়, একটা পাটকেলও কেউ ছুড়ে মারে না। সব টাকার কারচুপি। জমির জোটপাট।

হঠাৎ নতুন রকম লাগল। কেন ডাকছে কে জানে। দিনের বেলায় অথচ লুকিয়ে-লুকিয়ে। বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ গিয়ে পড়েছে এমনিভাবে যেতে হবে। যেন কী গোপনীয় কথা। কেউ না দেখে ফেলে। কেউ না শুনে ফেলে। অথচ গা-ঢাকা দিয়ে এখানে সটান চলে আসা নয়। নয় বা কোনো দাদনের দরবার।

একটু সাজগোজ করেই বেরুল তুফানি। বেড়াতে-বেড়াতে একেবারে করালী মুখুজ্জের বাড়ির দরজায়।

বাড়ির কর্তা স্বয়ং এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, 'বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি।'

বিনয়ের ভঙ্গিতে হাসল তুফানি: 'হ্যাঁ, গ্রামের সকালের হাওয়াটা বেশ স্বাস্থ্যকর—'

'অনেকদূর এসে পড়েছ তো! নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়েছ। ভিতর বাড়িতে এসো না—একটু বসে যাও—'

'বাড়ির মেয়েরা কিছু মনে করবেন না তো?'

'কেন মনে করবেন ? শাপভ্রষ্টা বই তো আব কিছু নয়। অহল্যাব তুল্য। দেব চবিত্র কে বোঝে। কিন্তু পুণ্যাংশ না থাকলে কখনো এত শ্রীবৃদ্ধি হয় ?'

ভয়ে-ভয়ে ভিতর বাড়িতে ঢুকল তুফানি। দেখল ঢাকা বাবান্দাব এক কোণে সতবঞ্চি আগে থেকেই পাতা আছে, কিন্তু কাছে-ভিতে কেউই নেই মেয়ে-ছেলে। লক্ষ্য কবে দেখল আশে-পাশে উঁকি-ঝুঁকি মাবছে তাবা।

বুঝল, সাবাসবি কাছে আসবাব মত উদাবতা নেই, অথচ অসমর্থনও নেই তাব এই আবির্ভাবে।

সতবঞ্চিতেই বসতে যাচ্ছিল তুফানি, মুখুজ্জে তাকে জল-চৌকিতে বসালেন। পা দিয়ে গুটিযে ফেললেন সতবঞ্চি। বললেন, 'উচ্চ লোককে উচ্চ আসন দিতে হয়। ভগবানেব কৃপা না থাকলে কেউ উচ্চ হয় না। আর যাব উপব ভগবানেব কৃপা হয়েছে তাকে সম্মান না দেখালে পাপ হয়।'

মরমে মবে যাচ্ছিল তুফানি। এব চেয়ে তাব গায়ে জল-বিছুটি দিলে সহ্য হত।

কিন্তু এত ভণ্ডামি কিসেব জন্যে ?

অনেকক্ষণ এটা-সেটা আগড়ম-বাগড়ম কবে শেষকালে মুখুজ্জে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'তোমার কাছে আমাব একটা নিবেদন আছে।'

এতক্ষণ অথৈ জলে খাবি খাচ্ছিল তুফানি, এবাব যেন

ধোঁয়া-ধোঁয়া পাড দেখা গেল। কিন্তু গোপে-চুপে নিবেদন, অথচ বাড়িব ভিতবে নিয়ে এসে, নেপথ্যেব মেয়েছেলেদের মোকাবিলায়,—এ কি ব্যাপাব ?

'আসছে তাবিখে আমাব মেজ ছেলেব পৈতে দেব ঠিক কবেছি—'

ও। এতক্ষণে আন্দাজ কবতে পাবছে তুফানি। মুচকে হেসে বললে, 'আমাকে মাথুব গাইতে হবে নাকি ?'

'না। তুমি আমাব ছেলেব মুখ দেখবে।'

সে আবাব কি ?

উপনয়নে ব্রত-ভঙ্গের পব বামুনেব ছেলেব মুখ দেখতে হয় না ? যাব সন্তান নেই তেমনি মেয়েছেলে এসে মুখ দেখে। জানো না তুমি ? ছেলে এসে সেই মাব কাছে ভিক্ষে চায়, আব সেই মা ছেলেবে কিছু ভিক্ষে দেয় ? শোননি কিছু ?

'শুনেছি বই কি।' মন্ত্রমুগ্ধেব মত তুফানি বললে।

'তেমনি ধাবা তুমি হবে আমাব ছেলেব ভিক্ষে-মা! আমার ছেলে তোমাকে মা বলে ডাকবে।'

সকালে উঠে নেশা কবেনি তুফানি। কিন্তু মনে হল সমস্ত শবীব যেন একটা চাপা সুখেব ভাবে থমথম কবছে। দুচোখে লেগেছে যেন মত্ততার ঘোব।

প্রথম বয়সে বুকের উপর একবাব একটা হাঁস চেপে ধরেছিল তুফানি। মনে পডল তার পাখাব পালকের কোমল ছটফটানি।

'আমার ছেলে তোমার কাছে এসে বলবে, মা, উপোসী সন্তানকে ভিক্ষে দাও—দেহি ভবতি ভিক্ষাং—আর তুমি মা, তাকে, তোমার ছেলেকে, কিছু দান করবে—যা তোমার ইচ্ছে—মা'র যুগ্যি দান —'

'আমি ? আমি কি দান দেব ?' ঢোঁক গিলল তুফানি।

'যা তোমার খুশি। নগদ টাকা, নয় ধান-খড়, নয় বা কিছু জমি-জমা। তোমার ছেলেকে তুমি দেবে—যা তোমার মনের মতন। তা আমি কি বলব!'

'সে তো ভালো কথা।' কি রকম একটা আচ্ছন্ন আবেশের মধ্যে থেকে তুফানি বললে।

'ভালো কথা মানে ? মহাপুণ্য!' মুখুজ্জে লাফিয়ে উঠলেন, নেপথ্য থেকে শোনা গেল সম্মতির ফিসফিসানিঃ 'বামুনের ছেলে মুচির মেয়েকে মা বলবে, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা ? বহু জন্মের সুকৃতি থাকলে তবে এ সম্ভব হয়—'

অন্তরে বিভোর হয়ে বসে রইল তুফানি।

'ইহজন্মের মত পাকাপাকি একটা রিশ্তে হয়ে যাবে তোমার—মা হয়ে যাবে।' ধূসর স্বপ্নে মুখুজ্জে যেন সোনালি সুতোর টাক দিতে লাগলেনঃ 'সে একটা অঘটনের ঘটনা। পাষাণে ফুল ফোটার মত, আচোটে শস্যের ফলন। তোমার বল-ভরসা হল ছেলে, ছেলের বল-ভরসা হলে তুমি। বুড়ো বয়সে আর তোমাকে পাঁচ-দুয়োরে দুখ-ভিখ করে খেতে হবে না।

আর জানো তো, মা-ছেলের সম্পর্কে শুধু তো ইহকাল নয়, পরকাল অবধি পার হয়ে গেল। পুন্নরকে আর যেতে হলনা। কি গো, রাজি ?'

আনন্দে সায় জানাল তুফানি। বললে, 'রাজি বৈ কি। এ সৌভাগ্য কে পায়ে ঠেলে। এ পুণ্যি কাজের সুযোগ কজনের মেলে পৃথিবীতে ?'

হঠাৎ কাছে মুখ নামিয়ে আনলেন মুখুজ্জে। বললেন, 'এ কথা কাউকে বোলোনা যেন। এ গাঁয়ের লোক সোজা নয়।'

কাঁধের কাছে মুখ লুকিয়ে হাসল তুফানি।

'খালি হিংসে আর হিংসে। পরের সুখ কেউ দেখতে পারে না। পরহিংসে নরকে বাস। বুঝবে সব একদিন। আমি তা হলে সব ঠিকঠাক করি—'

তুফানি উঠে পড়ল। বললে, 'আমি তো শিগগিরই কলকাতা ফিরব ভাবছি।'

'তারি জন্যেই তো তাড়াতাড়ি করছি। বুঝলে না ?' আত্মীয়তার গম্ভীর ইঙ্গিত করলেন মুখুজ্জে: 'তোমারই সুবিধের জন্যে। দেখো, লোক-জানাজানি হয় না যেন। আর মনে রেখো, আমিই প্রথম বললাম তোমাকে।'

আঠারো

বুকের উপর নরম একটা হাঁস খলবল করেছে, প্রথম বয়সের সেই অনুভূতিটা বারে-বার মনে পড়ছে তুফানির। হাঁসটা পাখা ঝাপটে নেমে যেতে চাইছে আর তুফানি জোর করে তাকে চেপে ধরে রাখছে। সব মিলে একটা নরম, দুর্বল চঞ্চলতা!

মাঠের পথে নিরিবিলিতে বাড়ি ফিরছিল তুফানি। দু পাশে ধানখেত, তার মধ্যে দিয়ে আল-পথ। একটু আনমনা হয়েছে বলে এই নিরালা পথটা ভালো লাগছে।

হঠাৎ কে একটা লোক যেন তার গায়ের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কি রে বাবা, গুণ্ডা বদমাস নাকি? ধানখেতের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসেছিল নাকি? দিনে-দুপুরে ডাকাতি নাকি রে বাবা?

'আমি রে আমি। চিনতে পারো না? আমি হরিনাথ বাঁড়ুয্যে—'

সত্যিই তো। বানিজ্যে মশাই-ই তো! কি কেলেঙ্কারি। ভয়ে-লজ্জায় কেঁচো হয়ে গেল তুফানি! আর একটু হলে ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল আর কি? হাওয়া তো লেগেইছে গায়ে। রোদ উঠেছে বলে মাথায় একটু কাপড় তুলে দিয়েছিল

তুফানি। ইচ্ছে হল এ লজ্জা ঢাকতে মুখের উপর ঘোমটা টেনে দেয়—

'আজ এত দেরি করে বেড়াতে বেরিয়েছ? তোমার সেই কুকুর কই?'

কি রকম একটা জ্বালা হচ্ছিল রক্তের মধ্যে, তুফানি বললে, 'কুকুরটাকেই খুঁজছি—'

'আহা, বড় ভালো কুকুর, বাধ্যের কুকুর। ঠিক বাড়ি গিয়ে হাজির হবে দেখো। চিন্তা করো না—'

'আপনি খুঁজছেন কাকে?' অনেক সাহস সঞ্চয় করে জিগগেস করলে তুফানি।

'তোমাকেই।'

এতটা ভাবতে পারে নি তুফানি। কি বলবে বুঝতে পারলে না।

'দেখলাম বড় রাস্তার দিকে না গিয়ে আল-পথে ঢুকলে। তাই উলটো দিক থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলুম। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল—'

হাসবে না রাগবে ভেবে পেলনা তুফানি। এই ধানখেতের মধ্যে কথা?

'বেশ তো, যাব একদিন আপনার বাড়ি। যখন বলবেন—'

'না, না, বাড়িতে সুবিধে হবেনা। দেয়ালের কান আছে

শুনেছি এ দেশে, জানো তো, দেয়ালের শুধু কান নেই চোখও আছে।'

'তবে আমার ওখানে যাবেন ?'

'আগে সম্পর্কটা হোক, তারপর যাওয়া যাবেখন।' বাঁড়ুয্যে অতিকষ্টে ঢোঁক গিললেন : 'এ দেশ তো বড় সুবিধের নয়। কুচ্ছা করার জন্যে সব সময়েই এদের মুখ কুটকুট করছে—'

'তবে এইখানেই হবে ?'

'মন্দ কি। স্থানটি বেশ নিরিবিলি। কেউ কোথাও নেই আশে-পাশে।' চারদিকে একবার চোখ বুলালেন বাঁড়ুয্যে।

'বেশ তো, বলুন কি কথা—'

'কথাটা যৎসামান্য।'

'তবু, শুনতে তো হবে—'

'এই, কিছু না, এই আসছে তারিখে আমার ছেলের পৈতে হবে।'

বুকের ভারটা খসল তুফানির। মুখ টিপে হেসে বললে, 'আমাকে নেমন্তন্ন করবেন নাকি ?'

'তোমাকে নেমন্তন্ন মানে ?' উত্তেজনায় হাত ছুঁড়লেন বাঁড়ুজ্জে : 'যদি বলো তো পঙক্তির প্রথম পিঁড়িতে তোমাকে বসাই—'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ—বড় সাধ—এই প্রার্থনা, তুমি আমার ছেলের ভিক্ষে-মা হও।'

'সে আবার কি!'

'উপবীতধারী বামুনেব ছেলে তোমাকে মা বলে ডাকবে, তোমাকে বলবে, ভবতী, ভবতাবিণী। তোমার কাছে ভিক্ষে চাইবে। হাত পেতে বলবে, দেহি ভবতি ভিক্ষাং। এ কি চারটিখানি কথা? আমার ছেলেটিকে তুমি দেখনি। হীবের টুকরো ছেলে। কি মিষ্টি কথা—'

আনন্দে চোখ জ্বল-জ্বল কবে উঠল তুফানির। বললে, 'নিচু কুলে জন্ম, আমাব কি এমন ভাগ্য হবে?'

'তুমি একবাব বাজি হলেই এ সম্পদ তোমাব হাতের মুঠোয় চলে আসে। নিচু কুল থেকে হাত বাডিয়েই নাগাল ধবতে পাবো ব্রাহ্মণকুলেব। বামুনেব ছেলের মা-ডাক শুনে হিয়াব তাপ ঠাণ্ডা কবতে পাবো এক নিমেষে। বলো, রাজি?'

'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব এমন আমি ছারকপালী নই।' একবাক্যে রাজি।'

'তুমি লক্ষ্মীশ্বরী। লক্ষ্মীশ্ববী বলেই লক্ষেশ্ববী।' বাঁড়ুয্যে গলার স্ববটাকে মুহূর্তে ফ্যাকাসে করে ফেললেন: 'তোমাকে এই সঙ্গে সাবধান করে দিচ্ছি, আবো তোমাকে ধরাধরি করতে আসবে হয়তো, তুমি কারু কথায় যেও না। আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। বুঝলে না, তোমার টাকা-পয়সা

জমি-জায়গার ওপরে সবাইর লোভ, তাই হয়তো জল ঘোলা করে চায় ফেলবে। কোনো কায়দায় কিছু তোমার থেকে বাগানো যায় কিনা। আমি শুধু তোমার ব্যবহারটি ভালো বলে তোমাকে বলছি—'

লজ্জা মিশিয়ে হাসিতে একটু মিঠানি দিল তুফানি।

'চাল-চলতি ভদ্র, দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাভক্তিও অজস্র। তার উপর নাকি হরিনামের ঝুলি না হোক বুলি ধরেছ—মোট কথা তুমি সেবক-পূজকের দলে। তাই ছেলের মঙ্গলের জন্যেই তোমাকে ধরা। তোমার জমি-জায়গা যা করেছ তার উপর আমার নজর নেই। এখানে জমি নিয়ে আমার কিই বা হবে? আমার ঠিক নিজ বাড়ি এ গ্রামে নয়—এখান থেকে খাড়া উত্তরে আঠারো মাইল দূরে নবগ্রামে।'

'তার জন্যে ভাবতে হবে না আপনাকে—'

'হ্যাঁ, ঠিকই তো, তাতে আমার ভাবনা কি। ভাবনা তোমার, ভাবনা যার। তা তোমার যা ইচ্ছে হয় তোমার ছেলেকে দেবে—ইচ্ছে না হয় দেবেই না। এতে আমাদের কি মাথাব্যাথা। কি বলো ঠিক বলছি কি না।'

'ঠিক বলছেন। সব ঠিক করুন আপনি।' তুফানি এগিয়ে যাবার উদ্যোগ করল, 'এ চান্স জীবনে একবারই আসে। আমি ছাড়বনা কিছুতেই।'

'গোঁসাই' যতদূর সম্ভব পথ জুড়ে দাঁড়ালেন বাঁড়ুয্যে

"এ কথা কাউকে প্রকাশ কোরো না যেন। পাজির পা-ঝাড়া সব। কেবল হিংসে, কেবল মন-সাপের দংশন। আর দেখ', ছুঁতে-ছুঁতে ছুঁলেন না বাঁড়ুয্যেঃ 'আমিই প্রথম—তোমাকে একেবারে পথের মধ্যে ধরেছি।'

উনিশ

সন্ধ্যের ঝোঁকে ছু' ঢোক খেয়ে আপন মনে একটু হরিনামের তোড়জোড় করছে এমনি সময় বাড়ির বেড়ার বাইরে কে ফ্যাপসা গলায় ডাকতে লেগেছে: 'তুফানি, ও তুফানি, বাড়ি আছ গো—'

মর মিনসে, বাড়িব মধ্যে চলে আয়না যদি আসবি। বাইরে থেকে ডাকাডাকি কিসের?

উঁচু ছিল কাছাকাছি, তাকে উদ্দেশ করে তুফানি বললে, 'বলে দে এ বাড়ি তুলসী দাসীর বাড়ি—এ বাড়িতে তুফানি বলে কেউ নেই।'

'ওরে ওতেই হল।' বাইরের লোক বললে মস্করার সুরে: 'যা তুফানি তাই তুলসী। যা দুগগা তাই কালী।'

কেমন জ্ঞানী-মানীর গলা। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে আলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল তুফানি। ওমা, এ যে ভটচাজ মশাই, যামিনী ভটচাজ।

'আপনি?' গাঁয়ের আঁচল কি ভাবে পাট করবে দিশা পায়না তুফানি।

'আর বলিস কেন? অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে এলাম। বুড়ো মানুষ, ঠোক-ঠোকর খেয়েছি অনেকগুলো। সাপে-খোপে

যে ধরেনি রাস্তায় এ চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। তোর ঐ কুকুর-টাকে থামতে বল তো। আশে-পাশের লোক না কিছু সন্দেহ করে—'

'পাপ্, চোপ—' কুকুরকে ধমক দিল তুফানি।

'পাপই বটে। বাবাঃ, কি চেঁচাচ্ছে দেখনা। যেন কোন অসৎকর্মে এসেছি।'

'ওর আসল নাম পাপি, ছোট করে ডাকি ওকে পাপ্ বলে।'

'ও একই কথা। পাপ থেকই পাপী আর পাপী থেকেই পাপ!'

তুফানি হেলে-দুলে হেসে উঠল। পরে কি বলবে কিছু ঠাহর করতে না পেরে বললে, 'ভেতরে আসবেন?'

'তারি জন্যেই তো আসা। জীবনে এমনি লুকিয়ে-চুরিয়ে চারপাশ দেখে-সমঝে কখনো কোনো বাড়ি ঢুকিনি। কিন্তু কি করবো বল, ধর্মকাজে সব সয়।'

ঘরের ভিতরে নিয়ে এল তুফানি। মোড়া দিল বসতে।

'আচ্ছা তোর এই তুলসী নাম কোথায় পেলি বলতো?'

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল তুফানি। বললে, 'নবদ্বীপের ভানু গোঁসাই দিয়েছেন—'

'সে আবার কে? বল আমাকে সব খুলে-খেলে—'

সে এক ইতিহাস মাশায়।

'হোক। ভেতরে যখন এসেছি অন্তরেই এসেছি বলতে পারিস। অন্তর আর অন্দর বেশি তফাৎ নয়।'

প্রথম এসে ঠাঁই পাই এই ভাদু গোঁসাইর আখড়ায়। ভাদু গোঁসাইর বড সাধ ছিল আমাকে ওর কাছে বেখে দেন, মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করে নেন, তুফানিকে ধুয়ে-মুছে ক্রমে-ক্রমে তুলসী বানান। কিন্তু ধূর্ত্ত মা-গোঁসাই হিতমঙ্গলেব পথ দেখলেন অন্যরকম। বললেন, তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল দুই কুল খোয়াবি কেন? একটা লোক ধবিয়ে দিলেন কলকাতা মজিয়ে বেড়াবাব জন্যে। কিছুদিন পবে সুরকি কুটতে রাস্তার ধারে ফেলে বেখে লোবটা লম্বা দিলে। দশ দিক অন্ধকাব, যাই কোথা? বিপদেব সময় সব্বাইব আগে যাকে মনে পড়ে তাকে স্মবণ কবলাম। একদিন, এক বর্ষার দিন, স্বয়ং ভাদু গোঁসাই আমাব দুয়োবে এসে উপস্থিত। বললেন, তুমি আমার আখড়াতে না যাও আমি তোমাব আখড়াতে এসেছি। কি দয়া কি কৃপা কি করুণা। পাযেব উপব লুটিয়ে পড়লাম, বললাম ত্রাণ করুন। বললেন, জগৎ-সংসাব যে ত্রাণ করবে তোমাকেও সেই ত্রাণ কববে। বললাম, মন্ত্র দিন। বললেন, এখন আর মন্ত্র নয়, এখন নাম দেব। যা নাম তাই মন্ত্র। তাই ধ্যান তাই স্নান তাই জ্ঞান। এক নাম তুলসী, আমার বড় সাধের নাম—আব—আবেক নাম—

'আর?' কান খাড়া করলেন ভটচাজ।

'আরেক নাম হরিনাম।' যুক্তকব কপালে ঠেকাল তুফানি :

'কীর্তন শেখাতে লাগলেন ভাদু গোঁসাই। বললেন, নাম পেয়েছ এবার সব পাবে, সব যাবে। টাকা পাবে মান পাবে উঁচু নিচু সকলের স্নেহ ভক্তি পাবে। আর যদি কিছু নাও পাও, সব যাবে —এমন কি পাপটিও খণ্ডে যাবে। আর কী চাই? আর কী চাইবার আছে?'

'খাসা! তুই তো একটা মহা বোষ্টমি। আমি তা হলে ঠিক লোকের ঘরেই এসেছি।'

'আমার এই অপবিত্র ঘরে আসতে আপনার দোষ লাগবেনা?' তুফানি চোখ নাচাল।

'এইখানা নতুন ঘর তুলেছিস তো?'

'হ্যাঁ।' গর্বের চোখে তুফানি তাকাল চারদিক।

'নতুন মাটিতে দোষ নাই।'

'আমাদের কোনো মাটিতেই দোষ নাই। আপনাদের বিয়ের সময় আমাদের ঘরের মাটি লাগে। আমরা চির এয়ো। আমাদের সিঁথির সিঁদুর মোছেনা কিছুতেই—'

'মুছবেনা রে মুছবেনা। তোর সঙ্গে আমার নতুন সম্বন্ধ হচ্ছে। তাও মুছবেনা।'

'কি সম্বন্ধ?'

'তুই আমার বিয়েন।'

'বিয়েন?' কাঁধে মুখ লুকিয়ে হাসল তুফানি।

'ভারি মধুর সম্বন্ধ। শোন,' মোড়াটাকে আরো একটু কাছে

টেনে আনলেন ভটচাজ: 'আমার একটা নামলা বেটা আছে—বুড়ো বয়সেব ছেলে—তার এই আসছে তারিখে পৈতা দেব ঠিক করেছি। আর তুই তার মুখ দেখবি—কি বলিস—তুই হবি তার ভিক্ষে-মা, তোকে সে মা বলে ডাকবে।'

'আমি হব ভিক্ষে-মা?' গরবে গদগদ হল তুফানি: 'আমাব এমন ভাগ্যি হবে? একেবাবে এক চোটেই তৈবি ছেলেব মুখে মা-ডাক শোনা?' আবেগে আরো ভারি করল গলাব স্বর: 'এ বিশ্বাস কবি কি ক'রে?'

'আর এ তোব মুচি-মুর্দাফবাসেব ছেলে নয়, বামুনের ছেলে। কি রে, বাজি আছিস?'

'এ আবার জিগগেস করছেন কি? হাতে চাঁদ পেলে কেউ কি হাত মুঠ করে থাকে?'

'বেশ বিয়েন, বেশ। কিন্তু কি দিবি আমাব ছেলেকে?' বকের মতন গলা কবলেন ভটচাজ।

'মা ছেলেকে দিতে কি কখনো ত্রুটি করে?'

'তবু—'

'দেখি একটু ভেবে চিন্তে। সম-সম বালে জানাব আপনাকে।

'ছাখ, আমি একেবারে বাড়ি বয়ে এসেছি। একেই বলে আসল নেমন্তন্ন। তাই তোকে বলে রাখছি, আমার দাবি সকলের আগে। আরও আসবে হয়তো ঘুঘুবা—' উঠে পড়লেন ভটচাজ।

'ভয় নেই, আমি চড়ুইকেই ঠিক বেছে নেব।'

'বিয়েন আমার খুব রসিক। জমবে ভালো। তবু বলে যাই, বামুনের লোভ তো জানো, হয়তো আবো কেউ এসে বাদ সাধতে চাইবে। মরে গেলেও লোভ ছাডবেনা। লোভী বামুন গঙ্গা জলে ভাসে, ফলাবেব নামে ফিক কবে হাসে। তাই আর কেউ আসুক না-আসুক আমিই পয়লা নম্বর। আমিই গৃহাগত। দেখো বিয়েন, মুখ-হাসানী হয়োনা যেন। বাক্যই ব্রহ্ম। আব বাকসিদ্ধিই আসল সিদ্ধি।'

দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিল তুফানি।

না, কেউ নেই অগলে-বগলে। ধাঁ করে চলে যান উলটো দিকে।

কুড়ি

কমলকৃষ্ণ গোঁসাইর বৈঠকখানায় আজও মজলিশ বসেছে।

'কই হে গোঁসাইপ্রভু একটা পৈতের দিন দেখ তো হে—' বলতে বলতে ঢুকলেন যামিনী ভটচাজ।

মুখুজ্জে বাঁড়ুয্যের দিন জানা আগেই হয়ে গিয়েছে পৃথক-পৃথক। সেই একই দিন—পঁচিশে অঘ্রান। এ ছাড়া এ বৎসরে আর দিন নেই। আর শাস্ত্রের বচন, শুভস্য শীঘ্রং। শাস্ত্রের বচন কি একটা? শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—

'কি রকম? সব বাড়িতেই পৈতে?' বলে উঠলেন কমলকৃষ্ণ।

যার জ্বালা সেই জানে। মুখুজ্জে-বাঁড়ুয্যে-ভটচাজ একে-অন্যের দিকে চোরা চাউনি ছুঁড়তে গিয়ে চাপা দিলেন।

'আচ্ছা, ভোজগুলো কি ভাবে হবে?' হেসে উঠলেন কমলকৃষ্ণ: 'ভোজই দিও হে, ভুজুং দিওনা—'

'আলাদা-আলাদা দিন করা যাবে খন, আমারটা না হয় সব চেয়ে প্রথম—' বললেন বাঁড়ুয্যে

'সে পরের কথা পরে—' মুখুজ্জে বিরক্ত হলেন।

'কেউ কিছু বলতে পারেনা হে।' টিপ্পনি জুড়লেন ভটচাজ:

'হয়তো গিয়ে দেখবে, দুখের কপালে সুখ নাই, ভোজের ঘরে ভাত নাই। হয়তো লক্ষ্মীর মাই 'ভুক্তে মাগছে—'

হাসির কি কথা কে জানে, তবু সবাই হেসে উঠ'লেন। হেসে উঠলেন যার-যার মনের অস্বস্তিটা মুছে ফেলবার জন্যে।

'আচ্ছা, ভিক্ষের কথায় মনে পড়ল—' বললেন কমলকৃষ্ণ: 'মুখ দেখানোর লোকই বা এত মিলবে কোথায়?'

এই প্রশ্নে কথাটা দানা বাঁধল। আবার পরস্পরের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ চাপা দিলেন তিনজন।

সাহস করে এগিয়ে এলেন ভটচাজ। বললেন, 'এই মুখ-দেখানো প্রথাটা কি শাস্ত্রসঙ্গত? যদি শাস্ত্রসঙ্গত না হয় বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত।'

'আমি তো কোনো শাস্ত্রেই দেখি নাই।' নিস্পৃহের মত বললেন মুখুজ্জে: 'যত সব বাজে সংস্কার।'

'বাদ দিয়ে দাও।' শূন্যে হাত ছুঁড়লেন বাঁড়ুয্যে: 'এখন রিফর্ম দরকার। আর আমরা সমাজের মাথা, আমরা যা বলব তাই চলবে—'

'বাদ দিয়ে দাও, বাদ দিয়ে দাও—মুখ-চাওয়া জিনিসের মুখে ছাই—' তিনজনেই কণ্ঠ মেলালেন।

বাদ দেবে কেন হে?' শান্তিজল ঢাললেন গোঁসাই প্রভু: 'ওটা বামুনদের একটা প্রাপ্তিযোগ। উপপুরাণে আছে হে। 'লাখে বামুন ভিখারী' বলে না? এই প্রথার থেকেই এই কথার

উৎপত্তি। লক্ষ টাকা থাকলেও সেই ভিক্ষেই একদিন করতে হবে বামুনকে।'

'কালীঘাটে যে একদিনেই পৈতে দেওয়া হয়—ঘরেও থাকতে হয়না, কেউ মুখও দেখেনা—তা চলে কি করে?' মুখুজ্জে প্রতিবাদ করে উঠলেন। 'যতো সব বাজে নিয়ম—'

'ওহে, ওটাও আরেক দিক থেকে বামুনেরই প্রাপ্তিযোগ। ওই পুরুত-বামুন।' হাসলেন কমলকৃষ্ণ।

'কিন্তু পুরাকালে তপোবনে মুনি-ঋষিরা যে পৈতে দিত, তখন ভিক্ষে-মা পেত কোথা শুনি?' প্রতিবাদে জোর জোগালেন বাঁড়ুয্যে: 'এ সব বাজে রীতি-নীতি এখন সমূলে উপড়ে দেওয়া উচিত—'

'ওহে ও একটা শুধু কুটুম্ব পাতানো।' বললেন কমলকৃষ্ণ: 'গঙ্গাতীরে দেবালয়ে তীর্থক্ষেত্রে সই-সাঙাত, মন-মিছরি গঙ্গা-জল বা বকুল-ফুল পাতায়না, এও তেমনি। হিঁদুরা যে কাজই করে তাতে একটু ধর্মের ছিট থাকে হে—'

'কিন্তু অত ভিক্ষে-মা জুটবে কোত্থেকে?' ভটচাজ বাই ঠুকলেন: 'ভিক্ষে-মা অমনি হাত উচিয়ে আছে আর কি।'

'কেন, সৎজেতে না ঘেঁসে, ছোটলোক ধরো। হাড়িনী-মুচিনী ধরো। ওদের ধরলে বরং দুপয়সা পাবার আশা থাকে। বড় লোকের ঘরে সম্বন্ধ করবে বলে বেশ একটু ওদের মুক্তহস্ত হবার সম্ভাবনা—'

কচ্ছপের নলির মত যার-যার মাথা তার-তার পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

'তাই কি হয় দাদা? একেবারেই অধঃপতন তাহলে। সমাজ বলে তাহলে আর কিছুই থাকে না। জাত-ধর্ম সব তুলে দিতে হয়।' বিরক্তমুখে বললেন মুখুজ্জে।

'তার চেয়ে সটান সূর্যকে মুখ দেখানোই ভালো। ঝঞ্ঝাট থাকে না।' বাঁড়ুয্যে বললেন আরক্ত মুখে: 'তাই বলে সামান্য প্রাপ্তির জন্যে উচ্চবংশে জন্মাবার পুণ্যফল বিসর্জন দেব?'

ভটচাজ একেবারে হুমকে এলেন: 'আপনারা গোঁসাইরা তো সর্বভুক হুতাশন—আপনিই হাড়িনী-মুচিনীর সঙ্গে কুটুম্বিতে আরম্ভ করে দিন না। ছেলের ভিক্ষে-মা কেন—'

'তাতে দোষ কি,' মুখের কথাটা থামিয়ে দিলেন কমলকৃষ্ণ: 'রামচন্দ্র গুহকের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছিলেন, মহাপ্রভু যবন হরিদাসকে কোল দিয়েছিলেন। কুটুম করায় দোষ কি? বসুধৈব কুটুম্বকম্। ধাইকে মা বলা হয়না? সে তো হাড়ি। তবে মুচিই বা কি দোষ করল? আর এ তো বর্ণ-মুচি হে—'

কার কথা বলছে? মুচি আবার এল কোত্থেকে? মুচি ছাড়া আর ছোট জাত নেই? বাগদি-বাউরি আছে, মোল্লা-ভল্লা আছে, মুচির কথা পাড়া কেন? চামড়ার গন্ধ ছাড়া আর গন্ধ নেই?

'আহাহা, পিত্তি-চটার কথা নয়, আদর-সোহাগের কথা।

ভালো বেয়ানও হবে, ভালো হরিনামও হবে।' কমলকৃষ্ণ বললেন একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে।

কথা ঘোরাও। মুখ চাপা দাও। লেপ চাপা দাও। এ কি কাকচরিত্র জানে নাকি? এর পাকা হাড়ে ভেলকি খেলে নাকি হে? রাম না হতে রামায়ণ গাওনা করে যে। না কি সবই ফাঁকি? ঘোল কড়াই কাণা?

জোঁকের মুখে নুনের মত নরম হয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু এক মুহূর্ত।

'ঐ তুফনির কথা বলছেন?' মুখুজ্জে উঠলেন চিড়বিড় করে: 'আপনার ইচ্ছে হয় আপনি গিয়ে তাকে বিয়েন করুন। কিংবা প্রাণসঙ্গিনী বলুন গে—'

'খোলে নিয়ে বসেছেন এবার কোলে নিয়ে বসুন গে।' বাঁড়ুয্যে চোখ পাকালেন: 'ফষ্টিনষ্টিরও একটা সীমা থাকা উচিত।'

গায়ের রাগ গায়ে মেরে ভটচাজ বললেন, 'তোমার রুচিকে বলেহারি। কি সম্পর্কটাই না বের করলে! মামার ক্ষেতে বিয়োলো গাই, সেই সুবাদে মামাতো ভাই।' কিন্তু গলা না চড়ালে যেন ঠিক তাল থাকছে না। তাই হঠাৎ চিল-চেঁচিয়ে উঠলেন ভটচাজ: 'ঐ গো-খাদকদের আমরা ছোঁব? ঐ জাত-খোয়ানির হাতে হাত ঠেকাবে আমাদের ছেলেরা?'

নির্বৈর সর্বভূতেষু এমনি ভাবের থেকে বললেন কমলকৃষ্ণ:

'সংক্ষেপে ভিক্ষে-মারা ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষে দেয় তফাতে থেকে। হাড়ি-মুচিরা তফাতে থাকতে যাবে কেন? তারা হয় জমির দলিল কিংবা টাকার তোড়া সঙ্গে নিয়ে আসবে। যেই মানবক 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলে এগিয়ে আসবে অমনি ভিক্ষে-মা হাতে হাত লাগিয়ে ভিক্ষে দেবে। নইলে, হাতে হাত না লাগালে ফসকে যেতে পাবে টাকার তোড়া, পিছ্‌লে যেতে পাবে জমির দলিল।'

বুড়ো তো নয়, নষ্ট গুড়ের খাজা। ঠাট্টা-ইয়ার্কিরও একটা লাইন আছে। কতক রাগে কতক রহস্য-হাস্যের ভাব দেখিয়ে উঠে পড়লেন একে-একে।

'মন্দ কি', আবার এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন কমলকৃষ্ণ: 'নতুন গোড়াপত্তন হোক। যে যার পাও সে তার খাও। ঝোপ বুঝে কোপ মারো।'

একুশ

দিন-ক্ষণ ঠিক করে নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে তুফানি।

সন্ধ্যে ছটায় মুখুজ্জে, সাড়ে ছটায় বাঁড়ুয্যে, সাতটায় ভটচাজ্জ।

কেনা মাঠের থেকে এক কেতা জমিই সে দান করবে ভিক্ষে-পুত্রকে। নগদ যা দেবার তা তোড়া বাঁধা আছে। এখন দলিলের একটা মুসাবিদা দরকার। আকারটা দান-পত্র হবে, না, কবালা হবে, কেমন হবে তার বয়ান-বিবরণ, তার জন্যে একটু শলা-পরামর্শ করব, আসবেন আপনারা। আর, হরিনামে কারু আপত্তি থাকতে পারে না, সঙ্গে একটু হরিনাম।

আহা, বাঁচিয়েছে! হরিনামের ভেলায় চড়ে অনেক দূর যাওয়া যায়। যদি কেউ আচমকা ধরেও ফেলে, বলা যাবে মুখের উপর, একটু হরিনাম শুনতে গিয়েছিলাম।

একের থেকে অন্যে সবাই একটু বেশি চালাক। যেন শিন্নিও খাবে ভরাও ডোবাবে।

সাঁঝ লাগতে না লাগতেই দুঢোঁক খেয়ে হার্মোনিয়ম নিয়ে বসেছে তুফানি। সামনে সতরঞ্চি পাতা। বসবেন সব হুমড়ো-চুমড়োরা। ঢেউ তুলেছেন সবাই! বেশ তো, তোমরাও যেমন ঢেউ তুলেছ—আমিও নাচব সেই ঢেউয়ের আগে-আগে। যেই-সা-কে তেই-সা

যেমন মন তেমনি ধন। যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য।

প্রথমে এলেন মুখুজ্জে। পা টিপে-টিপে।

আওয়াজ পেয়েই গান ধরে ফেলেছে তুকানি। উচু এনে ঘরের মধ্যে সতরঞ্চির উপর বসাল। গান যখন সুরু হয়ে গেছে তখন আর আলাপ চলে না। গানের শেষের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। শুকনো মুখ নিরর্থ একটু হেসে মুখুজ্জে কলের পুতুলের মত বসলেন। ভাবলেন সতরঞ্চখানা এত বড কেন ?

কি গান রে বাবা, কি গমক, কি গিটকিরি। ক্ষ্যামা দে খানিকক্ষণ। পেটের কথাটা সেরে ফেলি। এত লম্বা করে গাইবার কি হয়েছে। শুনুয়ে তো মস্ত ওস্তাদ।

সে কি, হরিনাম যে সুরু করে দিয়েছে এরি মধ্যে। খন্দ-খাদল না মেনে পড়ি-মরি করে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটে এলেন বাঁড়ুয্যে। ডাক্তারখানা থেকে ঘড়ি দেখে এসেছেন, সাড়ে ছটা বাজতে এখনো মিনিট পনেরো বাকি—কে জানে, এ হয়তো প্রতীক্ষার গান, অদর্শনের আকুলতা।

হরিনামে এত রসও ছিল।

সটান ঢুকে পড়লেন বাঁড়ুয্যে। তাঁকে আর ডাকাডাকি করতে হল না, পথ দেখাতে হল না কাউকে, গানই তাকে প্রাণের মধ্যে ডেকে আনল।

দোরগোড়ায় কটা ছেলে-মেয়ের ভিড়, তা থাক। কিন্তু

ভিতরে এসে সতরঞ্চিতে বসে পাশে তিনি এ কাকে দেখছেন ? উনিই বা ও কাকে দেখছেন ? শুধু এক নজরের পর একে-অন্যের দিকে আর দেখছেনই বা না কেন ?

কে কাকে কী বলে ! কে মাও ধরে !

বজ্রাঘাতের মত বসে আছে দুজন। যেন নিরেট পাষাণমূর্তি।

শুধু ভাবছে, কি দাণ্ডা-খাণ্ডা মেয়ে রে বাবা, কি চণ্ড-মুণ্ডী ! তার পেটে-পেটে এতেও ছিল ! এ যে বাবা, প্রভাতে মেঘাডম্বর !

কিন্তু, যাই বলো, গান থামায়না যে !

কে বলে সে কথা ! বাঘে ধান খায় ডাকায় কে ! হরিগুণ-গান কে বন্ধ করায় !

শুধু উনু বললে, 'আরেকজন আসবে।'

খেয়েছে ! চৌদ্দ ভুবন দেখিয়ে ছাড়বে বোধহয়।

'ওগো তুলো, তুলসী আছ ?' বহুক্ষণ পর হাঁক উঠল বাইরে : 'আহা কি মধুঢালা গলা—বিন্নকণ্ঠ হার মানে। 'ওরে তোর সেই 'পাপী'-তাপীকে বেঁধে রেখেছিস তো ?'

অন্তরের লোক একেবারে অন্দরে চলে এলেন। ভিতরের আলোটা কি একটু বম-বম ? কিন্তু, এঁা, এঁরা কারা ? এঁরা এখানে কোত্থেকে ? এঁদের কে ডেকে আনল ?

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন করে ভটচাজ্জ তেমনি করতে লাগলেন।

গানটা আচমকা শেষ করল তুফানি। উঠে দাঁড়াল। নেশার ঝোঁকে টেনে-টেনে বললে, 'বশ, এই তো ত্রিধারা এসে মিলেছেন মুচির মোহানায়। বলুন, কাকে ছেড়ে কাকে ধরব? আগের দিনে রাজার কন্যে সভায় এসে বর বাছত, আজকের দিনে মুচির মেয়ে সভায় এসে ছেলে বাছছে। তাও, উমেদার ছেলেরা নয়, ছেলেদের বাপেরা। তবে আপনারাই ঠিক করে দিন কে আমার বেয়াই হবেন, যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হবে। জহুরাই জহুর চেনে—বেছে দিন আপনারা—'

তিন মরদ তখন উঁচটা বাশ চড়তে পেলে রক্ষে পান। দরজা কোন দিকে হে?

'চলে যাচ্ছেন কেন? বেছে দিয়ে যান কাকে ছেড়ে কাকে ধরব? তিনঠাকুর মধ্যে কে আমার শ্বশুর হবেন?' তুফানি করজোড় করল। 'আর যদি মুচির বাড়ি পায়ের ধুলোই দিয়েছেন দয়া করে একটু মিষ্টিমুখ করে যান। হরিনাম হল প্রসাদ হবেনা একটু? কীর্তন হল ধুলোট হবেনা একটু?'

চাচা আপন বাঁচা বলে যে যার দিকে ছুটবার জন্যে হাঁক-পাঁক করতে লাগলেন।

দরজায় কে আটকাল যাদব।

'জাতনাশা এঁটো-পাত-চাটাদের যেতে দিওনা। ঠেলায়

পড়ে ঢেলায় পেন্নাম করতে এসেছে। ঠেলায় পড়ে এসেছে ন্যালার জল খেতে। ধরো বাঁশচাপাদের—'

দরজার কাছে ধলুবাবু। হাত বাড়িয়ে পথ চেপে দাঁড়াল। কাপড় কাচার মত করে বলতে লাগল, বলতে লাগল কুকুর মারার মত করে: 'কুলকুল করে কুলীনের কালঘাম ছুটেছে এখন। কুলীন! গাঁয়ে মানে না মাঠে মোড়ল! ফের২ গোষ্ঠ আর করতে হবেনা আজ, ভোজ বেঁধে খাইয়ে দাও বামুনদের। আচারে গগন ফাটে কুকুরে হাঁড়ি চাটে। যত পরের পয়সা হাতড়ে নেবার ফন্দি। বসুধারার মত ফোঁটা-ফোঁটা পড়বে আর এঁরা নিত্যি পাবেন, নিত্যি খাবেন। ছুঁচো কোথাকার। যার ঘর তার ঘর নয়, নেপোয় মারবে দই। দই ঘেটে ঘোল খাইয়ে দাও। জরিমানাও নেবে ট্যাক্সোও নেবে। খাজনাও নেবে খেসারৎও নেবে। একহাত ঘাড়ে এক হাত পায়ে এমন পাজি দুনিয়ায় নেই। এদিকে পরছিদ্র খুঁজে বেড়ান অষ্টপ্রহর। মালা টিপলেই বোরেগী হয় না—'

যাই কোথা! একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ!

অগত্যা বামুনের দল জোড়হস্তে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। ছলছলে চোখে বললে, 'ঢের হয়েছে মা ঢের হয়েছে! এবার ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।'

খিলখিল করে হেসে উঠল তুফানি। ঢলে-ঢলে পড়ল। বললে, 'ছেলেরা না ডেকে বাপেরাই শেষ কালে মা ডাকলে।

এবার তবে ছেড়ে দাও ধুলুবাবু। যখন মা ডেকেছে কিছু ভিক্ষে দিতে হয় তো ছেলেদের। মুষ্টিভিক্ষে ঢের হয়েছে, এবার মুক্তি-ভিক্ষে দিয়ে দাও।'

খাট ভাঙলেই ভূমিশয্যা। সবাই অন্ধকারে চোঁচা দৌড় মারলেন। কে আগে কে পরে দেখবার সময় নেই। চেনবাঁধা কুকুরটা বাঁধন খুলে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছুটোছুটি করছে আর প্রবল চীৎকার করছে।

ধরবো বুঝি!

বাইশ

কাল সকালে চলে যাবে তুফানি।

কিন্তু সমস্ত রাত তার ঘুম নেই। ঘোরেঘোরে থেকে-থেকে কেবলই স্বপ্ন দেখছে, কে যেন তাকে ডাকছে, ডাকছে। তুফনি, তুলো, তুলসী—এমন কোনো নামে নয়। সে একটা কি ভারি মজার নাম, অদ্ভুত নাম। এক অক্ষরের ছোট্ট নাম। সে নাম সে কোনো দিন শোনে নি। পায়নি সে নাম। সে নাম হরিনামের চেয়েও মধুর।

ছোট-ছোট দুটি মুঠি-বোঁজা হাতে আঁকুপাঁকু করে কে ভিক্ষে চাইছে তার বুকের কাছে। তার বন্ধ বুকের কাছে। বলছে, ভবতি, ভিক্ষাং দেহি। টাকা নয়, জমি নয়, জায়গা নয়—সে এক অদ্ভুত ভিক্ষে। আশ্চর্য ভিক্ষে।

থেকে-থেকে চমকে-চমকে উঠল। অন্ধকারে চোখ মেলে রইল। তারপরে আবার কখন চোখ বুজে রইল মনের অন্ধকারে।

ক্লান্তের মত ঘুম ভাঙল তুফানির। ক্লান্তের মত সে যাত্রার আয়োজন করতে লাগল। বড় জয় হয়ে গেল তার—সমস্ত মুচিবংশের সে মুখোজ্জ্বল করলে, তবু তার মনে সুখ নেই, চলা-

বলায যুক্তি নেই। যেন তারই সব চেয়ে বড হার। ভিক্ষার সম্ভাব নেই তার ভাণ্ডারে।

কলকাতায় যাচ্ছে না কোথায যাচ্ছে কিছুতেই যেন তার আটা নেই। যেখানেই যাক সেখানেই সব পাথর।

গরুর গাড়ি এসে গিয়েছে। কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে মুচি-পাড়ার মেয়ে-পুরুষ।

তাদের রানি যাচ্ছে গো রাজধানীতে।

সকলের কাছ থেকে এক-একে বিদায নিচ্ছে তুফানি। হঠাৎ নজরে পড়ল সুবাসীকে, বুকের উপর তার সেই একতাল ছেলেটা।

ছেলেটাকে দুই হাতে ছিনিয়ে নিয়ে বুকের উপর চেপে পিষে ধরল তুফানি। ছেলেটার সে কি কান্না, কিছুতেই থাকবে না তুফানির কাছে, না, এক মুহূর্তও না। মায়ের গায়ের নরমে ফিরে যেতে পেলে সে ঠাণ্ডা হয চোখের বৃষ্টিতে হাসির রোদের গুঁড়ো পড়ে।

সুবাসীর কোলে ছেলেটাকে ছেড়ে দিতে-দিতে তুফানি জিগগেস করলে, 'কি নাম রেখেছিস ছেলের ?'

লজ্জায় একমুখ হাসল সুবাসী। বললে, 'আমরা কি নাম রাখব। তুমি তো বিদ্বেন, তুমি একটা রাখো কানে।'

'তোর ছেলের নাম গোপাল। কেমন পছন্দ ?'

'গুলাপ ? বেশ নাম।'

'গোলাপ নয় রে গোপাল।' ধরিয়ে দিল তুফানি।

কেমন গুলিয়ে যায় সুবাসীর। ঠিক-ঠিক মুখে আসেনা।

'ননী চুরি করে খেত যে। রাখাল হয়ে গরু চরাত। ননী-খাওয়া হাত গাছে মুছতে গেল, গাছের গাঁটে-গাঁটে শালগ্রাম ফুটে উঠল—জানিস না?'

কি হবে জেনে? যার জানবার বাকি আছে সেই জানুক। এমন একখানা ভাব করল সুবাসী, যেন ছেলে কোলে পেয়ে তার জানতে আর কিছু বাকি নেই।

গরুর গাড়ি চলেছে ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে। শূন্য চোখে চেয়ে-চেয়ে দেখে সব তুফানি। মুচি-পাড়ার বাড়ি-ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। সব মাটির ঘর, চালে-চালে গায়ে-গায়ে লাগানো। এক পানিপতন। দেয়ালের কাঠায়-কাঠায় ঘসি। কোথাও লতা-পাতার জঙ্গল। তার পরে ধান খেত। তার পরে মাঠ ছাড়িয়ে উই উত্তরে আরেকটা মুচি-পাড়ার চৌহদ্দি। উই তার শ্বশুরবাড়ির গাঁ।

মাঠে ধান কেউ-কেউ কাটছে চাষারা। কোমর খাড়া করে কেদে হাতে নিয়ে কেউ-কেউ দেখছে তুফানিকে। সারা গা-হাত-পা খালি, মাঝখানে শুধু একটা ন্যাকড়ার ঘের। রোগে ভোগা মরাটে চেহারা, বছরভোর পরিশ্রমে হাক্লান্ত।

তবু কারু স্বামী—কারু বাপ।

কে উই লোকটা? মাঠ ছাড়িয়ে পথের উপর উঠে আসছে?

তাব সেই স্বামী নফব মুচি না? অনেকক্ষণ ঘাড বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দেখল তুফানি। কে জানে।

ভাদু গোঁসাই বলে দিয়েছিলেন, মন কখনো খুব অস্থিব হলে চোখ বুজে হবিনাম ধ্যান কববে। তাহলেই মনে ভেসে উঠবে শান্তিমূর্তি।

চোখ বুজে হবিনাম জপ কবতে লাগল তুফানি।

কি এক মূর্তি ভেসে উঠল তাব মনেব মধ্যে। হামা দিয়ে এসে হাত বাডিয়ে ননী চাচ্ছে। অতসী ফুলেব মত বং। অন্তরের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ কবে বইল তুফানি। বুঝল এই বুঝি গোপালের মূর্তি।